পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 286 Tuesday, 16 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৮৬ সংখ্যা ❋ ৩০ ভাদ্র ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ফোর্ট উইলিয়ামে আড়াই ঘণ্টা সেনার সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ সেনাবাহিনীর সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ, সোমবার ফোর্ট উইলিয়ামে কম্বাইন্ড কম্যান্ডার্স কনফারেন্সে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। গতকাল, রবিবারই তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছন। আজ সকালে সাড়ে ন'টা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় দুর্গে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় রাস্তা। বিরাট কনভয় নিয়ে ঢোকেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এদিন পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে সেনা কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। মোট আড়াই ঘণ্টা সেখানে ছিলেন তিনি। বক্তব্য-বৈঠক শেষে দুপুর ২ টো নাগাদ কলকাতা থেকে আকাশপথে বিহারের উদ্দেশে রওনা দেন নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, সীমান্ত পরিস্থিতি, প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো এবং যৌথ বাহিনীর ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই সম্মেলনে। সেনা সম্মেলনে যোগ দিতে রবিবার রাতেই কলকাতায় আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা এবং উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। দলীয় কোনও কর্মসূচি না থাকলেও মোদিকে দেখতে ভিড় ছিল বিজেপি সমর্থকদের। ভিড় দেখে গাড়ি থামিয়ে হাত নেড়ে জনসংযোগ সারেন মোদি। সেখান থেকে তাঁর ২৪ গাড়ির কনভয় পৌঁছয় রাজভবনে। সেখানেই রাত্রিবাস করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজনাথ সিংও। তিনি রাত কাটান ফোর্ট উইলিয়ামে। সোমবার সকালে ফোর্ট উইলিয়ামে তিনদিন ব্যাপী সেনা সম্মেলনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং, সেনা সর্বাধিনায়ক (চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ) জেনারেল অনিল চৌহান-সহ বাহিনীর তিন প্রধান-সহ শীর্ষকর্তারা। সূত্রের খবর, এই সম্মেলনে আগামী দু'বছরের সামরিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বাহিনীর সংস্কার, রূপান্তর ও পরিবর্তন নিয়ে কথা হয়েছে বলেই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, বিজয় দুর্গে মোদির এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। একদিকে অশান্ত বাংলাদেশ। অন্যদিকে অস্থির চিন সীমান্ত। তার মধ্যে আবার নেপালে পালাবদল। দিনকয়েক আগে বাংলাদেশে বিমানঘাঁটি তৈরি করতে চলেছে চিন বলে একটি খবর ছড়ায়। ঘাঁটিটি নাকি আবার তৈরি হবে চিকেনস নেকের কাছেই। সবমিলিয়ে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরাট এক জটিল সমীকরণ তৈরি হয়েছে। পরিবর্ত পরিস্থিতিতে 'তিন ফ্রন্টে' পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেনার স্ট্র্যাটেজি কী হবে, কতটা প্রস্তুত বাহিনী, তা এদিন খতিয়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। 'সুপারস্পাই' অজিত ডোভালের এই বৈঠকে থাকাও ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করছে সমর বিশেষজ্ঞরা।

হাইকোর্টের কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ খেজুরির জোড়া রহস্যমৃত্যু নিয়ে ফের তৎপর কলকাতা হাইকোর্ট। এসএসকেএমে হওয়া দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত রিপোর্টে একাধিক আঘাতের কথা স্পষ্টভাবে উঠে আসায়, এবার রাজ্যকে নতুন মেডিকেল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিল ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোর্ডকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা সহ রিপোর্ট জমা দিতে হবে। গত ১১ জুলাই মহরম উপলক্ষে খেজুরি থানার ভাঙনমারি গ্রামে আয়োজিত হয় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পরদিন সকালে উদ্ধার হয় দুই যুবক-সুধীর পাইক ও সুজিত দাসের রক্তাক্ত দেহ। পরিবারের দাবি, শরীরে ছিল একাধিক আঘাতের চিহ্ন। যদিও তৃণমূলসহ অনুষ্ঠান আয়োজকদের বক্তব্য, বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। প্রথম ময়নাতদন্তে পুলিশের দাবি ছিল, মৃত্যু হয়েছে ইলেকট্রিক শকেই। কিন্তু দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তে চিত্র উল্টো। রিপোর্টে সুধীরের দেহে ২৪টি আঘাত এবং সুজিতের দেহেও একাধিক গভীর আঘাতের উল্লেখ রয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে-একই দেহের দুটি ময়নাতদন্ত রিপোর্টে এই বিপরীত তথ্য এল কোথা থেকে? মৃত্যুর কারণ 'আঘাত' নাকি 'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট' তা নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়তেই মৃতদের পরিবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। আদালতের নির্দেশে ইতিমধ্যেই তদন্তের ভার যায় সিআইডির হাতে। এবার আদালতের সাফ নির্দেশ-নতুন মেডিকেল বোর্ড গঠন করে, এসএসকেএমের দ্বিতীয় রিপোর্টে যে যে আঘাতের কথা বলা হয়েছে, তার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে হবে। সেই সঙ্গে জানাতে হবে, ঠিক কোন কোন আঘাত মৃত্যুর কারণ হতে পারে। গোটা রিপোর্ট নিয়েও পূর্ণাঙ্গ মতামত জমা দিতে হবে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরকে। রাজ্য-রাজনীতিতে তীব্র বিতর্কে মোড় নিয়েছে এই রহস্যমৃত্যু। রাজনৈতিক চাপানউতরও চলছে জোরকদমে। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের কড়া নির্দেশে নতুন করে গতি পেল তদন্ত। এখন দেখার, নতুন মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টে কী উঠে আসে।

খুনের মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের রহস্যমৃত্যুতে দায়ের এবার খুনের মামলা। মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতেই খুনের মামলা রুজু করা হল যাদবপুর থানায়। সোমবার সকালে প্রথমে লালবাজারে যান অনামিকার বাবা-মা। সেখানে তদন্তকারী ও হোমিসাইড বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলার পরই তাঁরা যাদবপুর থানায় যান। মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর রীতিমতো বাকরুদ্ধ হয়ে যান তিনি। প্রথমে তিনি সেভাবে কিছু বলেননি। রবিবার তিনি বলেন, ''ওকে নিশ্চয়ই কেউ কোনও প্রস্তাব দিয়েছিল। যাতে ও রাজি হয়নি বলেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ও ইচ্ছাকৃত জলে পড়ে যায়নি। যেখান থেকে ওর দেহ পাওয়া গিয়েছে, সেখানে ওকে কেউ ডেকেছিল বলেই মনে হচ্ছে। যদি আমি ধরেওনি ও শৌচালয়ে যাওয়ার জন্যই ঝিল পাড়ে গিয়েছিল, তাও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ও ওই অন্ধকারে যাবে। ও একা ওখানে যেতেই পারে না।'' অনামিকার বাবার অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে কেউ ধাক্কা দিয়েই ঝিলের জলে ফেলে দিয়ে থাকতে পারেন। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুরের চার নম্বর গেটের সামনের পুকুর থেকে অনামিকার দেহ উদ্ধার হয়। এই মৃত্যু নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয় মৃত্যুর কারণ। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়, জলে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে অনামিকা। তবে কীভাবে তিনি পুকুরে পড়ে গেলেন, তা স্পষ্ট নয়।

ওয়াকফ আইন পুরোপুরি স্থগিত রাখল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ ওয়াকফ আইনে আংশিক স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের। ওয়াকফে সম্পত্তি দান করার জন্য ৫ বছর ইসলাম ধর্মাচরণ করার যে শর্ত দেওয়া হয়েছিল ওয়াকফ সংশোধনী আইনে, তার উপরে স্থগিতাদেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি বি আর গভাই এবং বিচারপতি এ জি মসিহ। তবে সম্পূর্ণ ওয়াকফ আইনের উপর স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার সুপ্রিম কোর্টের। ওয়াকফ আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে একাধিক পিটিশন দাখিল হয়েছিল। আর্জি জানানো হয়েছিল, এই আইনে সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। তবে এ দিন, সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্ট ওয়াকফ আইনের উপরে সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করে। তবে কিছু কিছু বিধানের অন্তর্বর্তী সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলেই উল্লেখ করেছে শীর্ষ আদালত। এ দিন প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই ও বিচারপতি এ জি মসিহের বেঞ্চ বলে, ''গোটা আইনটিকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তবে আমরা দেখেছি যে বেসিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে ৩(আর), ৩সি, ১৪ নিয়ে। আমরা ১৯২৩ সালের আইন থেকে আইন প্রণয়নের ইতিহাস দেখেছি এবং প্রত্যেকটি ধারার প্রাথমিক ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করেছি। পুরো আইনের বিরুদ্ধে শুনানির মতো যুক্তি পাওয়া যায়নি। তবে যেসব ধারা বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে, সেই ধারাগুলোর ওপর আমরা স্থগিতাদেশ জারি করছি।'' মূল যে বিষয়টির উপরে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে, তা হল ওয়াকফ সম্পত্তি দান নিয়ে যে বিধান দেওয়া হয়েছিল, তার উপর। ওয়াকফ সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন না করলে তিনি ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা বা দান করতে পারবেন না। সরকার একজন (অমুসলিম) অফিসার নিয়োগ করবে, যিনি খতিয়ে দেখবেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করেছেন কিনা। এ বিষয়ে রিপোর্ট জমা না পড়া পর্যন্ত, ওই ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে না। যদি তদন্তকারী অফিসার প্রমাণ পান যে ওয়াকফের নামে অধিকৃত সম্পত্তি বা জমি আদতে সরকারি সম্পত্তি, তাহলে রেভিনিউ রেকর্ডে তথ্য পরিবর্তন করার প্রস্তাব দিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রেভিনিউ রেকর্ড পরিবর্তন করার নির্দেশ দেবে। এই ধারার উপরেই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ওয়াকফ সংশোধনী আইনের যে ধারাগুলির উপরে স্থগিতাদেশ দিয়েছে, সেগুলি হল- (১) কোনও সরকারি জমি ওয়াকফ অধিগ্রহণ করেছে কিনা, তা বিচার করার জন্য সরকারের দ্বারা সরকারি অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। (২) ওয়াকফ সংশোধনী আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তির ওয়াকফ সম্পত্তি দান করতে হলে, তাকে অন্তত পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করতে হবে। আইনের এই ক্ষেত্রের উপর স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পালন করেন কিনা, তা ব্যাখ্যা করার জন্য সরকার যতদিন না আইন তৈরি করছে, ততদিন ওয়াকফ সংশোধনী আইনের এই ক্ষেত্রের উপর স্থগিতাদেশ থাকবে। (৩) কেন্দ্রীয় স্তরে ওয়াকফ কমিটিতে অন্তত ৪ জন অ-মুসলিম এবং রাজ্যস্তরে ওয়াকফ কমিটিতে অন্তত ৩ জন অ-মুসলিম কে রাখার বিধান রয়েছে, তা আপাতত যোগ করতে বলা হয়েছে। (৪) সংশোধনী আইন অনুযায়ী নতুন ওয়াকফ কমিটিতে যে সরকারি অফিসার নিয়োগ হবেন, তাকে অবশ্যই অ-মুসলিম হতে হবে। আইনের এই ক্ষেত্রের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। নতুন আইনের ৩সি(৪) ধারায় জেলাশাসকের হাতে ক্ষমতা ছিল কোনও ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারি জমি কি না, তা পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করার। এই ধারায় স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই বলেন, জেলাশাসকদের হাতে এই নির্ধারণ ক্ষমতা দিলে তা ক্ষমতার বিভাজনের বিরোধী। কোনও আধিকারিক নাগরিকদের অধিকার নির্ধারণ করতে পারেন না। (৫) সংশোধনী অনুযায়ী, সরকার নিয়োজিত অফিসার ওয়াকফ বোর্ডের রেভিনিউ রেকর্ড খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এই আইনি সংস্থানের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

তালিকা সংশোধনে কোনও অসঙ্গতি মিললে, পুরো প্রক্রিয়াই বাতিল করা হবে সুপ্রিম কোর্ট

বিশেষ প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে বড় মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, যদি নির্বাচনী কমিশনের গৃহীত পদ্ধতিতে কোনও রকম অসঙ্গতি পাওয়া যায়, তবে পুরো প্রক্রিয়াটিই বাতিল করে দেওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ এদিন এই পর্যবেক্ষণ করে। আদালত স্পষ্ট করেছে, আপাতত তারা ধরে নিচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইন এবং বাধ্যতামূলক নিয়ম মেনেই কাজ করছে। তবে কোনও গাফিলতি বা বেআইনি পদক্ষেপ সামনে এলে সংশোধন প্রক্রিয়া মান্যতা পাবে না। শুধু তাই নয়, শীর্ষ আদালত আজ এও জানিয়েছে, বিহারের এসআইআর মামলায় টুকরো টুকরো করে নানারকম মতামত তারা এখনই দিতে রাজি নয়। কারণ এই মামলার রায় শুধুমাত্র বিহারের জন্য নয়, সারা দেশের নির্বাচনী তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার উপরেই প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় হবে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে। এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি আগামী ৭ অক্টোবর। সব ঠিক থাকলে, সেদিনই বিশেষ রিভিশন প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে আদালত চূড়ান্ত রায় দেবে। বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে এই রিভিশন প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আদালতের হুঁশিয়ারির ফলে নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ আরও বেড়ে গেল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এর আগে বিহার এসআইআর মামলায় ১২ তম নথি হিসেবে আধার কার্ড গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত তার আদেশে স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। তবে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে যে, এসআইআর-এর ক্ষেত্রে আধার কার্ড গ্রহণযোগ্য করার বিষয়ে নির্দেশনা জারি করতে হবে। আদালত আরও স্পষ্ট করে বলেছে যে, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা ভোটারদের জমা দেওয়া আধার কার্ডের সত্যতা যাচাই করার অধিকারী হবেন। এই ইস্যুতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, আধার আইন অনুযায়ী, আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, তবে 'রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অ্যাক্ট'-এর ধারা ২৩(৪) অনুসারে, এটি একজন ব্যক্তির পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি। দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্যের সিইও-কে নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি এও স্পষ্ট করা হয়েছে, এই ১২টি নথি ছাড়া আর কোনও নথি গৃহীত হবে না এই কাজের ক্ষেত্রে।

'ডিপিএসসি'র যেখানে অস্তিত্ব নেই, বদলি তো বেআইনি', ট্রান্সফার মামলায় হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্য জুড়ে ডিপিএসসির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠল হাইকোর্টে। এক শিক্ষিকার বদলিকে বেআইনি বলল হাইকোর্ট। কারণ বিচারপতি রাজর্ষী ভরদ্বাজের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ডিপিএসসির অস্তিত্ব নেই। ডিপিএসসি-র অস্তিত্ব না থাকলে বদলির সিদ্ধান্ত কীভাবে, প্রশ্ন তুলে মামলা করেন পূর্ব মেদিনীপুর কসবা শীতলা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা নীলঞ্জনা মাইতি। ২০১৫ সাল থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা-সহ রাজ্যের ডিপিএসসিতে (জেলা প্রাথমিক স্কুল পরিষদ) চেয়ারম্যান থাকলেও সদস্য নেই। সেক্ষেত্রে কীভাবে বদলির প্রশ্ন তুলে মামলা হয়। তাঁর আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের যুক্তি, কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত প্রধান ইত্যাদি মিলিয়ে মোট ৪৪ জন সদস্য মিলে সংগঠিত হয় ডিপিএসসি। কিন্তু ২০১৫ সালের পর কোথাও চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি ছাড়া আর কেউ নেই। আইনজীবী আদালতে জানান, চেয়ারম্যান হন রাজ্যের ইচ্ছের উপর। তাই বেআইনিভাবেই বদলি চলছে রাজ্যজুড়ে। বিচারপতি রাজর্ষী ভরদ্বাজ নির্দেশ দেন নীলাঞ্জনা তাঁর স্কুলেই থাকবেন। এই মামলা ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় প্রভাব পড়তে পারে বলে মত আইনজীবীদের। উল্লেখ্য, নীলাঞ্জনা মাইতি, তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের একজন শিক্ষিকা। তাঁকে বদলি করা হয়েছিল অন্য একটি স্কুলে। তাঁর বদলির নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। তাঁর হয়ে আদালতে মামলা লড়েন ফিরদৌস শামিম। কারণ সেই বদলির নির্দেশিকা ইস্যু করেন ডিপিএসসি চেয়ারম্যান। সেই মামলায় বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু সেই নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ দেন। সেই বদলির নির্দেশিকাকে বাতিল করে পূর্ব মেদিনীপুরের ডিপিএসসি-র সেক্রেটারি তিনি আবার আরেকটা বদলির নির্দেশিকা দেন। সেই

১ কোটি টাকা মাথার দাম! যৌথবাহিনীর অভিযানে ৩ মাওবাদী নিহত

বিশেষ প্রতিনিধি, রাঁচি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। সোমবার ছত্তীসগঢ়ের পর ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী দমন অভিযান চালাল যৌথ বাহিনী। অমিত শাহের 'মাওবাদী-শূন্য' দেশ তৈরির প্রতিশ্রুতিকে মাথায় রেখেই চলল সেই অভিযান। খতম করা হল তিন মাওবাদীকে। জানা গিয়েছে, তিন জনের মধ্যে একজন আবার ছিলেন নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা শীর্ষ নেতা। নাম সহদেব সোরেন। সহদেব সোরেনকে অনেক দিন ধরেই খুঁজছিল যৌথ বাহিনী। অবশেষে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে তাঁর হদিশ পান নিরাপত্তারক্ষীরা। তারপরই চলে অভিযানে। সকাল ৬টার সময় জঙ্গলে ঢুকে পড়েন নিরাপত্তারক্ষীরা। এরপর টানা গুলির লড়াই। তাতেই প্রাণ গেল সহদেবের। যার মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। যৌথ বাহিনী সূত্রে খবর, সহদেব ছাড়াও খতম করা হয়েছে আরও দুই মাওবাদীকে। একজনের নাম রঘুনাথ হেমব্রম ওরফে চঞ্চল। অন্যজন হলেন বীরসেন গানঝু ওরফে রামকেলাওয়ান। রঘুনাথ ছিলেন বিহার-ঝাড়খন্ড বিশেষ এরিয়া কমিটির সদস্য, তাঁর মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। আর বীরসেন ছিলেন ওই এলাকারই জোনাল কমিটির সদস্য। ঝাড়খণ্ড পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৬টা নাগাদ গোপন সূত্র মারফত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানে নামে যৌথ বাহিনী। কোবরা ব্যাটালিয়ন, গিড়িডি থানার পুলিশ এবং হাজারিবাগ থানার পুলিশ ঢুকে পড়ে সরাসরি সীমান্ত ঘেঁষা কারান্ডি গ্রামে। সেখানেই চলে অভিযান। মিনিট খানেকের মধ্যে শুরু হয়ে যায় গুলির লড়াই। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই তেলেঙ্গানা পুলিশের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন কিষেণজির স্ত্রী সুজাতা। তাঁর মাথার দামও ছিল ১ কোটি টাকা। দশক ধরে নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে আত্মসমর্পণ করলেন নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির এই অন্যতম মুখ। একাংশ বলছেন, মাওবাদী নেতা বাসবরাজের এনকাউন্টার হওয়ার পর থেকেই শীর্ষ পদ নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে মাওবাদী নেতারা। দেখা গিয়েছে বিভাজন। তৈরি হয়েছে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। যার জেরে বিরক্ত হয়ে মূলস্রোতে ফিরে এসেছেন সুজাতা।

দেশের জাল জন্মের শংসাপত্র তৈরির রাজধানী সুন্দরবনের গ্রাম! লজ্জায় মুখ পুড়েছে গ্রামবাসীদের

বিশেষ প্রতিনিধি, দঃ ২৪ পরগণা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ বঙ্গে এসআইআর ঢুকল বলে! তার আগে খোঁজ মিলল দেশের জাল নথি তৈরির রাজধানী বলে পরিচিত গ্রামের! জেটি থেকে নেমেই মাত্র মিনিট পাঁচেকের হাটা পথ। রঙচটা ভবনটির বাইরে হলুদ-কালো বোর্ডের উপর জ্বলজ্বল করছে বর্তমান মানেরেগার হার। সুন্দরবনের পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনটিই জন্মের ভুয়ো শংসাপত্র তৈরির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। গ্রামে সর্বসাকুল্যে ৪০০০ পরিবারের বাস। আর গত ২ বছরে প্রায় ৩৫০০ ভুয়ো জন্মের শংসাপত্র তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এই গ্রামপঞ্চায়েত থেকে। যা পরে জাল পাসপোর্ট তৈরিতেও ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মী গৌতম সর্দার পাঠানখালিরই বাসিন্দা। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় ইউনিটের সঙ্গে যার বেশ ভালোমত ওঠাবসা ছিল, নথি জালের মূল অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার হন ৭ জুন। পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, পাঠানখালির অভিযুক্তরা বড় চক্রের একটি অংশমাত্র। একজন অসৎ পঞ্চায়েত কর্মীর জন্য গোটা গ্রামের নাম বদনাম হয়ে গিয়েছে বলে জানাচ্ছেন পাঠানখালির বাসিন্দারা। পাঠানখালি, তেঁতুলতলি, বোর্তালি, জেলেপাড়া, গোপালকাটা, কামারপাড়া, নবগোপাল এবং তালতলা-এই ৮টি গ্রাম নিয়ে গঠিত পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েত। সর্বমোট প্রায় ১৫ হাজার ভোটার রয়েছেন এই পঞ্চায়েতের অধীনে। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, জাল পাসপোর্ট চক্রের তদন্তে তাঁদের কাছে সুন্দরবনের এই গ্রামের নাম উঠে আসে। প্রায় ৪০০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে ভারতের জাল পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছিল বলে জানায় পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, পঞ্চায়েত প্রধান সুচিত্রা ভুঁইয়া পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মী হিসেবে গোপাল সর্দারকে নিয়োগ করেছিলেন। প্রধানের লগইন তথ্য নিয়ে সরকারের 'জন্ম মৃত্যু তথ্য' পোর্টালে নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে লগ ইন করে নেন গোপাল। প্রধান জানিয়েছেন, গত দেড় বছরে প্রায় ৩৫০০ ভুয়ো জন্মের শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে আমাদের গ্রামপঞ্চায়েত থেকে। সাধারণ ভাবে যে সংখ্যাটা হওয়া উচিত মাত্র ১৫০-২০০। গোপাল সর্দারের এই আচরণে আমরা লজ্জিত বলেন প্রধান সুচিত্রা ভুঁইয়া। শুধুমাত্র পঞ্চায়েত প্রধান নন, গোপাল সর্দারের এই কাণ্ডকারখানায় মুখ পুড়েছে তাঁর পরিবারেও। গোপালের ভাই গৌতম সর্দার বলেন, ''আমাদের এই গ্রামে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আমরা রাস্তায় বেরোলে গ্রামবাসীরা আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করে, কটূক্তি শোনায় যে আমার ভাইয়ের জন্য পুরো গ্রামটাই বদনাম হয়ে গিয়েছে।'' গ্রামের এক বাসিন্দা দীপালি মুন্ডা বলেন, ''আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি, আমাদের গ্রামে বসে কোনও ব্যক্তি এই ধরণের কাজ করে চলেছে। লোকজন এখন পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেশের ভুয়ো জন্মের শংসাপত্র তৈরির রাজধানী বলে মন্তব্য করে।''

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবসে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

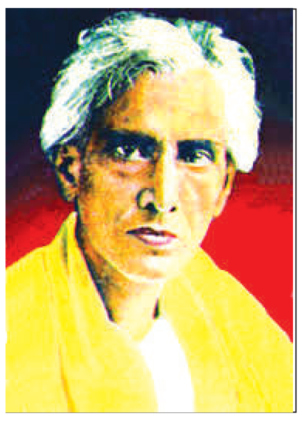

নিজস্বংবাদদাতা,কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.)ঃশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান - ' বাংলা সাহিত্যের চিরস্মরণীয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - এর জন্মদিবসে তাঁকে জানাই আমার প্রণাম। তাঁর লেখা বিভিন্ন উপন্যাস ও অন্যান্য রচনায়, তিনি সহজ ভাষায় বাঙালি জীবনের সুখ - দু ঃখ প্রেম - বিরহ, সামাজিক অবিচার ও সংস্কারের চিত্র যে দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার তুলনা সারা বিশ্ব সাহিত্যেই বিরল। তাঁর রচিত 'শ্রীকান্ত' 'পথের দাবী' 'দত্তা' 'গৃহদাহ' 'দেবদাস' সহ অজস্র রচনা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তাঁকে অমর করে রেখেছে। ভারতীয় সাহিত্য ও চলচ্চিত্র তাঁর কাছে চির ঋণী। আমি গর্বিত, আমাদের রাজ্য সরকার এই প্রবাদপ্রতিম মানুষটির হাওড়ায় রূপনারায়ণের তীরে দেউলটি - সামতাবেড়ে - পানিত্রাসর বাসস্থান ও হুগলির দেবানন্দপুরে জন্মভিটা - দুটোরই যথাযথ সংস্কার করেছে ও করছে। হাওড়ার দেউলটিতে, তাঁর 'হেরিটেজ' বাড়িটিকে আমরা সাজিয়ে দিয়েছি।

জম্মু ও কাশ্মীরে টানা অতিভারী বৃষ্টি

জম্মু, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ টানা অতিভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জম্মু ও কাশ্মীর। জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলা, কালাবান গ্রাম থেকে প্রায় ৪০০ বাসিন্দাকে অন্যত্র সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকাগুলির বেশ কিছু বাড়িতে ফাটল দেখা দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি। আপাতত কালাবান গ্রামে বাস করা বিপজ্জনক বলে জানিয়েছে প্রশাসন। এদিকে, খারাপ আবহাওয়ার জেরে স্থগিত করা হয়েছে বৈষ্ণোদেবী যাত্রা।

২ কোটি টাকার জাল মদ বাজেয়াপ্ত

ডালখোলা, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) ঃগোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২ কোটি টাকার জাল মদ বাজেয়াপ্ত করল ডালখোলা ও পাঞ্জিপাড়ার আবগারি বিভাগ ।জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে ২৭ নম্বর জাতীয় স৷ক সংলগ্ন বস্তাডাঙ্গি এলাকায় প্লাইউড বোঝাই একটি লরি আটক করে আবগারি দফতরের কর্মীরা। এরপর প্লাইউড সরাতেই তার নীচ থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণ মদ।আবগারি দফতর সূত্রে খবর, অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬৯৫০ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫০০ টাকা। তবে আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, বাজেয়াপ্ত হওয়া মদ জাল। যদিও ল্যাব টেস্টের পরই এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। বাজেয়াপ্ত হওয়া মদ বিহারে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। সেই সময় আবগারি দফতরের কর্মীদের দেখে লরি ছেড়ে পালিয়ে যায় চালক। এই ঘটনায় কাউকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মহিলা রাজনীতিকদের পিওএসএইচ-র আওতায় ফেলতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট

বিশেষ প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ রাজনৈতিক দলগুলি কোনও অফিস নাকি? সোমবার একটি আবেদনের শুনানি চলাকালীন এমনই প্রশ্ন তুলল দেশের শীর্ষ আদালত। এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধানবিচারপতি বিআর গভাই, বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্র এবং বিচারপতি অতুল এস চন্দুরকরের বেঞ্চে সংশ্লিষ্ট আবেদন শুনানি চলছিল। সেই সময়ই বিচারপতিদের প্রশ্ন, রাজনৈতিক দলগুলি কোনও অফিস নাকি যে সেগুলি কে পশ বা কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা-বিরোধী আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে? আর এই আইনের আওতায় আনা হলে দলগুলির 'প্যান্ডোরা বক্স' খুলে যাবে। অর্থাৎ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে বা অনুরূপ ঘটনা সামনে উঠে আসবে। ২০২২ সালে রাজনৈতিক দল এবং অনুরূপ সংস্থাগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন করা যাবে

না বলে রায় দিয়েছিল কেরল হাইকোর্ট। সেই রায়ে বিচারপতি যুক্তি দিয়েছিলেন, এগুলি সংগঠন, কোনও অফিস নয়। এখানে নিয়োগকর্তা বা কর্মী কোনওটাই নেই। তাই এগুলির অন্দরে কোনও আইসিসি বা অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন করা যাবে না। সম্প্রতি, কেরল হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করেন যোগমায়া এমজি নামে এক আইনজীবী। ওই বিশেষ আবেদনে আইনজীবীর যুক্তি, এই রায়ের মাধ্যমে দেশের এমন অনেক মহিলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যারা সরাসরি কোনও সংস্থার সঙ্গে জড়িত নন, বরং সেখানে ফ্রিল্যান্সিং করেন। পাশাপাশি, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকেও কর্মস্থানে যৌন হেনস্থা-বিরোধী আইন বা পশ আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য জোর দেন তিনি। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে শীর্ষ আদালত। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি-র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত মাসেও এই একই আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। তাতেও সুপ্রিম কোর্টে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, রাজনৈতিক পরিসরে যৌন হেনস্থা-বিরোধী আইনের আওতায় আনতে রাজি নয় শীর্ষ আদালত।

নেই জটিলতা! নতুন জিএসটি কাঠামোকে 'সিস্টেম-সংস্কারক' বললেন অর্থমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ শেষ আট মাসে আয়কর ছাড় থেকে আয়কর বিলের সরলীকরণ, সবশেষে জিএসটি ২.০। দেশের অর্থনৈতিক ও কর কাঠামোয় যে বৈপ্লবিক বদল আনছে কেন্দ্র, তাতে দ্বিমত নেই প্রায় কারওরই। আর এই আবহে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বললেন, ''নতুন জিএসটি কাঠামো গোটা সিস্টেমকে পরিষ্কার করে দিয়েছে।' রবিবার চেন্নাই সিটিজেন ফোরামের তরফে আয়োজিত একটি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী। সেই সম্মেলন থেকেই নির্মলার মুখে শোনা গেল জিএসটি-র কথা। এদিন তিনি বলেন, ''জিএসটি পরিষদের বৈঠকে আমাকে সর্বপ্রথম উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিরা জিএসটির একটি জটিলতার কথা বলেন। তারা জানান, একই ক্যাটাগরির খাদ্যদ্রব্যে ভিন্ন ভিন্ন জিএসটি বসানো হয়েছে।'' এরপরেই 'পপকর্ন-বিতর্কের' কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ''কোনও হকার যদি পপকর্ন বিক্রি করেন, তাতে কোনও জিএসটি দিতে হয় না, আগামীতেও দিতে হবে না। কিন্তু কোনও মাল্টিপ্লেক্সে যদি নুন দিয়ে তৈরি পপকর্ন বিক্রি হয়, তাতে ৫ শতাংশ। আর পপকর্নে যদি ক্যারমেল থাকে, তা হলে ১৮ শতাংশ জিএসটি দিতে

হত, যা সত্যিই সমস্যা তৈরি করছিল।'' জিএসটি নতুন কাঠামোয় এই সকল জটিলতাকেই চিরতরের জন্য মুছে ফেলা হয়েছে। নির্মলার কথায়, ''এই ধরনের যত জটিলতা ছিল সব আপাতত নির্মূল হয়েছে। আর শুধু খাদ্যদ্রব্যই নয়, সমস্ত রকমের পণ্য থেকে জটিলতাগুলিকে খুঁজে মুছে ফেলা হয়েছে।'' অর্থমন্ত্রীর সংযোজন, ''৯৯ শতাংশ পণ্য, আগে যেগুলিতে ১২ শতাংশ করে জিএসটি দিতে হত, তাতে এবার ৫ শতাংশ করে জিএসটি চাপানো হয়েছে। গত আট মাসে আমরা নতুন আয়কর কাঠামো, আয়কর নিয়মের সরলীকরণ, জিএসটি-র সরলীকরণের মতো একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছি, যা এই সিস্টেমকে জটিলতা মুক্ত করেছে।''

ইউপিআই পেমেন্টে চালু হল নতুন নিয়ম

বিশেষ প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বদলে গেল ইউপিআই পেমেন্টের নিয়ম। ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বা এনপিসিআই নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে লেনদেনের ঊর্ধ্বসীমা অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে, যা আজ থেকেই কার্যকর হল। সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি দেখা যাবে কোনও দোকানে বা ব্যবসায়ীদের পেমেন্ট করার সময়। এখন থেকে আপনি ভেরিফায়েড মার্চেন্টদের একবারে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট করতে পারবেন। অর্থাৎ, গাড়ি, গয়না বা ফ্ল্যাটের বুকিংয়ের মতো বড় কেনাকাটার ক্ষেত্রে ইউপিআই ব্যবহার করা আরও সহজ হয়ে গেল। এর পাশাপাশি, ট্যাক্স পেমেন্টের মতো নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে লেনদেনের সীমা বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। তবে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি। বন্ধু বা পরিবারের কাউকে টাকা পাঠানোর অর্থাৎ পি টু পি লেনদেনের দৈনিক সীমা আগের মতোই থাকছে। অর্থাৎ এই ধরনের লেনদেনের উর্ধ্বসীমা থাকছে ১ লক্ষ টাকাই। এই নিয়মে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশনের নয়া এই পদক্ষেপ দেশে বড় অঙ্কের ডিজিটাল লেনদেনকে আরও উৎসাহিত করবে।

সোমবার দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ দেশের জ্বালানি বাজারে সোমবারও পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনো পরিবর্তন হয়নি। এর অর্থ, গাড়ি চালক ও সাধারণ ভোক্তাদের জন্য এক ধরণের স্বস্তি বজায়.রয়েছে। ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি নিয়মিতভাবে বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম, রূপান্তরমূলক খরচ এবং স্থানীয় করের ভিত্তিতে জ্বালানির দাম নির্ধারণ করে থাকে।এই সোমবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটারে ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা স্থিতিশীল রইল। অন্য বড় শহরগুলোতেও দাম আগের মতোই বহাল আছে। কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা। মুম্বইতে পেট্রোল প্রতি লিটার ১০৩.৫০ টাকা এবং ডিজেল ৯০.০৩ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম ১০০.৮০ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা বহাল রয়েছে।ভ্ভবিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম সাম্প্রতিক সময়ে বড় ধরনের ওঠানামা না থাকায়, দেশীয় বাজারেও দাম স্থিতিশীল হয়েছে। তেলের আন্তর্জাতিক দর যদি স্থিতিশীল থাকে, তবে আগামী কয়েকদিনেও পেট্রোল ও ডিজেলের দাম একইভাবে অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।জ্বালানি সংস্থাগুলি প্রতিদিন দাম পরিবর্তনের বিষয়ে. নোটিশ জারি করে। সাধারণভাবে, এই দামগুলি প্রতিদিন রাত ১২টার পর থেকে কার্যকর হয়। ভোক্তাদের জন্য এই স্থিতিশীলতা কিছুটা স্বস্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে

বিহারে অরাজকতার অভিযোগ, সাংবাদিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ভিডিও প্রকাশ তেজস্বী যাদবের

পাটনা, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স)ঃ বিহারের রাজনৈতিক দুনিয়ায় এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। সোমবার পাটনায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সরাসরি নীতীশ কুমার সরকারের সমালোচনা করেন এবং অভিযোগ তোলেন, রাজ্য জুড়ে চলমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অরাজকতার। তিনি বলেন, বিহারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মন্ত্রীদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে নেই, সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।সাংবাদিক সম্মেলনে তেজস্বী যাদব এক ভিডিও প্রকাশ করেন, যা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশের উপর নতুন প্রশ্নচিহ্ন তোলে। ভিডিওতে দেখা যায়, বিহারের মন্ত্রী জীবেশ মিশ্র এক সাংবাদিকের সঙ্গে মারধর এবং গালিগালাজ করছেন। এ ঘটনা তেজস্বী বলেন, প্রমাণ করে যে রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দায়িত্বহীন। তেজস্বী অভিযোগ করেন, এই মন্ত্রীকে একটি ভুয়ো মাদক মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভিজিটের আগে কি তারা এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন? সাংবাদিকের মৌলিক অধিকার কোথায়?আরজেডি নেতা বলেন, এই সংবাদ সম্মেলন শুরু করার আগে আমি আপনাদের সামনে মন্ত্রীর কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে চাই। মন্ত্রী জীবেশ মিশ্র নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শন করছিলেন, তখন একজন পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের সাংবাদিক তাঁকে রাস্তাঘাট সংক্রান্ত প্রশ্ন করেছিলেন। মন্ত্রী ওই সাংবাদিককে ধাক্কা দেন, তার সঙ্গে শারীরিক এবং কথ্যভাবে দুর্ব্যবহার করেন।তেজস্বী আরও বলেন, এটা শুধু এক ব্যক্তির সমস্যার বিষয় নয়।

এটি প্রমাণ করে যে রাজ্যের প্রশাসন কতটা দুর্বল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ মেনে নেওয়া যায় না। এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য কি মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হবে? তাঁর বিরুদ্ধে কি স্ক্রঙ হবে? বিচার হবে কি না, তা প্রশ্নের মুখে।তিনি ভিডিওটি প্রকাশের মাধ্যমে দাবি করেন, সরকার শুধুমাত্র মুখ দেখানোর রাজনীতি করছে। সাংবাদিকের নিরাপত্তা এবং বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। যদি সাধারণ মানুষ এবং সাংবাদিকরাই নিরাপত্তাহীন হয়, তাহলে এই সরকার কেমনভাবে জনকল্যাণ করবে?ভ্ভরাজ্যের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই ঘটনা তেজস্বী যাদবকে রাজনীতিতে আবারও প্রাধান্য দিতে সাহায্য করতে পারে। কারণ, তিনি সরাসরি সরকারের অযোগ্যতা এবং দুর্নীতির দিক তুলে ধরেছেন। বিহারের রাজনৈতিক মহলও এই বিতর্ককে তীব্রভাবে অনুসরণ করছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি ভিডিওটি সত্য হয়, তাহলে নীতীশ কুমারের সরকারের ভাবমূর্তি বিপন্ন হতে পারে। সরকারের উচিত তক্ষণা এই ঘটনার তদন্ত করা এবং প্রযোজেনে ব্যবস্থা নেওয়া।একই সময়ে, সাংবাদিক সমাজও এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাদের দাবি, সাংবাদিকদের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সাংবাদিকদের সংগঠনগুলি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।রাজ্য বিজেপি এবং অন্যান্য বিরোধী দলও তেজস্বী যাদবের অভিযোগকে সমর্থন জানিয়েছে। তারা বলেছে, সরকারের অদক্ষতা এবং অরাজক পরিস্থিতি স্পষ্ট। সাধারণ মানুষ রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। মন্ত্রীদের এমন আচরণ কাম্য নয়।তেজস্বী যাদব বলেন, আমরা এই পরিস্থিতি নিয়ে চুপ থাকতে পারি না। এই ভিডিও আমাদের দেখায় যে রাজ্যের প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। এটি শুধু একটি ঘটনা নয়, বরং সরকারের অদক্ষতার চিহ্ন। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী যখন পাটনায় আসবেন, তখন জনগণ আশা করছে যে মন্ত্রীদের কর্মকাণ্ডের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা করা হবে। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ এখন উত্তেজনাপূর্ণ। বিভিন্ন দল এবং সামাজিক সংগঠন এই ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই ভিডিও প্রকাশ এবং তেজস্বীর আক্রমণ রাজ্যের রাজনৈতিক দুনিয়ায় নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। এ ঘটনায় প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া.এখনই গুরুত্বপূর্ণ।তেজস্বী যাদবের এই অভিযোগ শুধু মিডিয়ার আলোচনায় নয়, বরং রাজনৈতিক আঙ্গিনায়ও সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। মন্ত্রী জীবেশ মিশ্রের ভূমিকা এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা এখন তদন্তের বিষয়। যদি অভিযোগ সত্য হয়, তবে নীতীশ কুমারের সরকারের ওপর চাপ আরও বৃদ্ধি পাবে।রাজ্যবাসী এবং রাজনৈতিক মহলের নজর এখন শুধুই এই ঘটনায়। আগামী কয়েকদিনে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয় এবং মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে কিনা, তা রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বিকশিত ভারত গঠনে ইঞ্জিনিয়ারদের অবদানের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বরঃইঞ্জিনিয়ার্স দিবসে দেশের সমস্ত প্রকৌশলীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে এক্স-এ (পূর্বতন টুইটার) বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ইঞ্জিনিয়ার্স দিবসে আমি স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, যার প্রতিভা ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং ভূদৃশ্যে এক অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছে।ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলী এবং ভারতরত্ন স্যার মোক্ষগুন্ডম বিশ্বেশ্বরায়ার জন্মদিনে প্রতিবছর ১৫ সেপ্টেম্বর ইঞ্জিনিয়ার্স ডে পালিত হয়। তাঁকে স্মরণ করেই প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমি সকল ইঞ্জিনিয়ারদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, যারা তাঁদের সৃজনশীলতা এবং দৃঢ়তার মাধ্যমে উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছেন।প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট, একটি বিকশিত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা অপরিসীম। অবকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে তথ্যপ্রযুক্তি, শক্তি উপাদন থেকে গবেষণা-প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইঞ্জিনিয়াররা তাঁদের প্রতিভা ও শ্রম দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাই মোদীর মতে, ভারতকে ' ভারত' বা উন্নত দেশের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে ইঞ্জিনিয়ারদের অবদান ভবিষ্যতেও অগ্রগণ্য থাকবে।তিনি আশাপ্রকাশ করেন, ভারতের তরুণ প্রকৌশলীরা উদ্ভাবনী শক্তি ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে বিশ্বমঞ্চে দেশকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবেন।

নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত, তিন নতুন মন্ত্রী শপথ নিলেন

কাঠমান্ডু, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃনেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ ঘটেছে। সোমবার কাঠমান্ডুর নেপালি রাষ্ট্রপতি ভবন শীতল নিবাসে শপথ গ্রহণ করেন তিনজন নতুন মন্ত্রী। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি এবং সরকারের অন্যান্য শীর্ষ নেতারা।ভ্ভগত শুক্রবারই নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সুশীলা কার্কি। তার নেতৃত্বে সোমবার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে তিনজন নতুন মন্ত্রী শপথ নেন। শপথ গ্রহণকারী মন্ত্রীরা হলেন রামেশ্বর খানাল, যিনি অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ওমপ্রকাশ আরিয়াল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আইন মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং কুলমান ঘিসিং, শক্তিমন্ত্রী এবং পরিকাঠামো, পরিবহণ ও নগর উন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত।ভ্ভশপথ গ্রহণের সময়.প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি মন্ত্রীর কাছে নতুন দায়িত্বের গুরুত্ব ও নৈতিকতা সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য নেপালের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নেওয়া। নতুন মন্ত্রীরা এই দায়িত্বে থাকাকালীন প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এই মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা ও কার্যক্ষমতা আরও শক্তিশালী করবে। বিশেষ করে অর্থনীতি, আইনশৃঙ্খলা ও শক্তি খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি কার্যকরভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে নতুন মন্ত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।রামেশ্বর খানাল অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পর বলেন, আমরা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে কাজ করব। বাজেট পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নীতি বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে জনগণের সুবিধা নিশ্চিত করতে চাই।ওমপ্রকাশ আরিয়াল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর বলেন, নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আমাদের সকল ব্যবস্থা জনগণের জন্য স্বচ্ছ ও কার্যকর হবে। আইন মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমরা নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।কুলমান ঘিসিং শক্তিমন্ত্রী ও পরিকাঠামো দফতরের দায়িত্ব নেওয়ার পর বলেন, পরিকাঠামো ও নগর উন্নয়নে আমরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করব। দেশের শহরগুলোকে আধুনিক এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে।এবারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নেপালের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকেই ইঙ্গিত করছে। রাষ্ট্রপতির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এবং নতুন মন্ত্রীদের প্রতি শুভকামনা জানান।নেপালের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সুশীলা কার্কির নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীরা দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দেশের নীতি ও প্রশাসনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। পাশাপাশি, জনগণের জীবনমান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিকনির্দেশনা তৈরি হতে পারে।এভাবে, নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে, যেখানে তিন নতুন মন্ত্রী দেশের অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামো খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

সপ্তাহের প্রথম দিন মনোরেল বিভ্রাট মুম্বইয়ে

মুম্বই, ১৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃফের মাঝ পথে থমকে দাঁড়াল মনোরেল। সোমবার সকালে মুম্বইয়ের ওয়াদালার কাছে আচমকা থেমে যায় ট্রেনটি। খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছয় দমকল বাহিনী। সকল যাত্রীদের ওই ট্রেন থেকে বার করে চেম্বুরের দিক থেকে আসা একটি ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়। বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ত্রুটির জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে।গত ১৯ অগস্ট একই ভাবে মাঝ পথে বিকল হয়ে পড়ে মনোরেল। ওই ট্রেনে প্রায় ৫৮২ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন ২৩ জন যাত্রী। দু'জনকে হাসপাতালে পর্যন্ত পাঠাতে হয়। বার বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে মনোরেল নিয়ে খানিকটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে যাত্রীদের মধ্যে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনে আপনি কোনও নতুন প্রকল্পে কাজ করতে পারেন, আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য এটি সঠিক সময়। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উষ্ণতা এবং শুভেচ্ছা বজায় থাকবে। আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটানো সময় আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে একটু সতর্ক থাকুন। যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে কোনও সমস্যায় ভুগে থাকেন,
বৃষঃ আপনার স্বাস্থ ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। কোনও পুরানো বন্ধু আজ আপনাকে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে।
মিথুনঃ আজকের দিনে মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হবে।
কর্কট রাশিঃআজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন যেহেতু ভালো স্বাস্থ্য আপনাকে লক্ষ্যণীয় কিছু করতে সক্ষম করবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য নিতে পারেন এবং তাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। যাকে আপনি বিশ্বাস করেন তিনি আপনাকে পুরো সত্যিটি বলবেন না-আপনার অন্যদেরকে রাজী করানোর ক্ষমতা আগত সমস্যা সমাধানে আপনাকে সাহায্য করবে। প্রেমের সবসময়ই গভীর ভাবপূর্ণ, এবং আপনি আজ এই অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।
সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি বিশেষ ভাবে ইতিবাচক হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস সর্বোচ্চ স্তরে থাকবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এটি আপনাকে কেবল ব্যক্তিগত স্তরেই নয়, পেশাদার জীবনেও সাফল্য এনে দিতে পারে। ।
কন্যা ঃজটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেন না। খাবারের স্বাদের জন্য যেমন নুন দায়ী তেমনি একটু অশান্তি না থাকলে সুখের গুরুত্ব বোঝা যায় না। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিন-এতে আপনার মন ভালো থাকবে।
তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ভারসাম্য এবং সম্প্রীতির দিন। আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে কিছু নতুন সম্ভাবনার উদ্ভব হতে পারে। আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো পছ ন্দ করবেন, এটি আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে।
বৃশ্চিকঃআপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে উসাহ এবং ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বজায় থাকবে। আপনার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এটিই সঠিক সময়। শুভদিন
মকরঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিক লেনদেন অবিচ্ছিন্নভাবে সারা দিন চলবে এবং দিন শেষ হওয়ার পরে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন। বিবাহের যোগরবে।
কুম্ভঃ আজকের দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিন। আপনি আপনার সৃজনশীলতা প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন এবং এটি আপনার পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সাহায্য
মীনঃ আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আজকে করা বিনিয়োগ আপনার সমৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলবে। এক খুশি-প্রাণোচ্ছল-স্নেহশীল মেজাজে-আপনার শিশুকে স্বভাব আপনার চারপাশে যারা আছেন

আবহাওয়া

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বিদ্যায়লগ্নেও বৃষ্টি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। আপাতত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার- এই পাঁচ জেলায় আগামী বুধবার পর্যন্ত চলবে ভারী বৃষ্টি। সেখানে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। ঘর্মাক্ত গরম অনুভূত হতে পারে শহর ও শহরতলিতে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের সামান্য বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৪৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৪৫মিনিট। ভাটা-দুপুর ১২টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৪৫মিনিট। সূর্যওদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

মাছ ধরা নিয়ে গন্ডগোলের জেরে ভাগ্নের হাতে মামা খুন

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,১৫ সেপ্টেম্বর ঃ মৃত যুবক তুফান মন্ডল (২৮)। বসিরহাট থানার তেঘরিয়া এলাকার ঘটনা। জানা যায় রবিবার রাতে তেঘরিয়া এলাকায় রাস্তা দিয়ে তুফান মন্ডল বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময়-তুফান মন্ডলকে তার ভাগ্নে- জি মন্ডল রাতের অন্ধকারে পিছন থেকে ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করে, রাস্তার উপরেই লুটিয়ে পড়ে তুফান মন্ডল। এরপর জি মন্ডল ইট দিয়ে মাথায় এরপর আঘাত করে এবং তুফান মন্ডল নিথর হয়ে গেলে ঘটনাস্থল থেকে জি মন্ডল পালিয়ে যায়। এলাকার পথ চলতি মানুষ তুফান মন্ডলকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপরই বসিরহাট থানার পুলিশ তদন্তে নামে। ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে এবং জি মন্ডলকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। অন্যদিকে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত জি মন্ডল এর বাবা তার ছেলের শাস্তির দাবি করেছে। তার দাবি ছেলে অন্যায় করেছে অন্যায়ের শাস্তি সে পাক।

গুনীজনদের সংবর্ধনা, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন-এর আয়োজন

বিশেষ প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার ১৫ই সেপ্টেম্বর মৌলালী যুব কেন্দ্রে বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে 'দৈনিক সবার খবর' পত্রিকার ১৭-তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে কবি সম্মেলন, গুনীজনদের সংবর্ধনা, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন-এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরু-তে গাছে জল দিয়ে সূচনা করা হয়। সেইসঙ্গে সবার খবর পত্রিকার পুজো সংখ্যারও উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া, মলয় ঘটক পত্রিকার সম্পাদক কিংশুক ভট্টাচার্য, শিক্ষাবিদ ড. পবিত্র সরকার, রাজ্য ভিজিল্যান্স কমিশনের চেয়ারম্যান অজিত কুমার বর্মন প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন সাহিত্যিক ঝুমা সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পত্রিকার সম্পাদক কিংশুক ভট্টাচার্য।

মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ দিল সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফিশারিজ এডুকেশন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন, ১৫সেপ্টেম্বর ঃ সুন্দরবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরা বিশ্বের বিস্ময় কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের জীবন জীবিকা বর্তমানে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।একবার মাত্র ধান চাষ তাও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রায় প্রতি বছর ফসল ঘরে তুলতে পারে না সুন্দরবনের বাসিন্দারা।বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন পথ নেই। সু ন্দরবনের একাংশের মানুষেরা মাছ চাষ জীবিকার অন্যতম উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে। স্বাধীন ভারতে ভৌগোলিক ও অবস্থান গত দিক থেকে সুন্দরবনের বড়, মাঝারি, এমনকি ছোট শিল্প গড়ে ওঠেনি, বড় অংশের বাসিন্দারা জীবন জীবিকার তাগিদে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যায়। সু ন্দরবনের বেশির ভাগ মানুষের কাছে ছোট,ছোট পুকুর আছে। আধুনিক পদ্ধতিতে পুকুর গুলিতে মাছ চাষ করতে পারলে জীবিকার অনেকটা নিশ্চয়তা মিলতে পারতো। কিন্তু দু হবে হলেও সত্য কোন স্তরে কোন উদ্যোগ অদ্যাবধি গ্রহণ করা হয়নি,সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফিশারিজ এডুকেশন,দেশে মৎস্য বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন পাঠন ও গবেষণার কাজে যুক্ত তারা এবং সু ন্দরবনের অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটি যৌথ উদ্যোগে বাসন্তীর সোসাইটির ঘরে আগ্রহী মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল।সোমবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে প্রধান বিজ্ঞানী এবং ইনচার্জ ডক্টর তাপস কুমার ঘোষাল বলেন, সমগ্র দেশে একসময় অন্ধ্রের মাছ সাপ্লাই হতো অথুনা পশ্চিমবঙ্গ বিহার সহ দেশের অন্যান্য রাজ্য মাছ চাষে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত প্রান্তিক পরিবারগুলির টেকসই উন্নয়ন সম্ভব, অন্যদিকে মাছ একটি পুষ্টিকর সুস্বাদু খাদ্য বিশেষত পশ্চিমবাংলায় আমরা যারা বাঙালি মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারি না, ফলে মাছের চাহিদা বাড়ছে অন্যদিকে যদি আধুনিক পদ্ধতি, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ নিয়ে মাছ চাষ করা যায়। তাহলে মাছের ফলন অনেক অংশ বৃদ্ধি পাবে, যার মধ্য দিয়ে সুন্দরবন এলাকার আর্থ সামাজিক পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অধীনে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারী এডুকেশন দেশের একটি স্বপ্নের ইউনিভারসিটি হিসাবে পরিচিত ,এতদ সত্বেও সমগ্র দেশজুড়ে পিছিয়ে পড়া তফসিলি জাতি ও উপজাতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা কিছুটা প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইনপুট দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা বিশ্বাস করি যারা প্রশিক্ষণ নেবে, তারা আগামী দিনে মাছ চাষের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। মিলন তীর্থ সোসাইটির কর্ণধার লোকমান মোল্লা বলেন সু ন্দরবনের বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রশ্নে এই মুহূর্তে মাছ চাষের বিকল্প কিছু নেই, কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি আধুনিক পদ্ধতিতে প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে মাছ চাষ করা যায় তাহলে লাভজনক হবে না। ফলে আগ্রহী মৎস্য চাষিরা যারা প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে মাছ চাষ করতে পারবে তারা আগামী দিনে অবশ্যই জীবন জীবিকার কঠিন পরিস্থিতি কিছুটা হলেও মোকাবিলা করতে পারবে। সিফের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টর সুজাতা সাউ বলেন সুসংহত পদ্ধতিতে মাছ চাষ, পুকুরে হাঁস চাষ ও প্রাণিসম্পদ পালন করতে পারলে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব, আমাদের দেশের অনুন্নয়নের কৃষকরা অনেক ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমি বিশ্বাস করি সুন্দরবনের মৎস্যচাষীরা আগামী দিনে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে। ফিশারী এডুকেশনের অধীনে বাসন্তী ব্লকের অমিত রায় বলেন, সুন্দরবনের বিকল্প অর্থনীতির নতুন পথের দিশা দেখাতে পারে, আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, মনে রাখতে হবে প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি ছাড়া সফলতা পাওয়া কঠিন সে প্রশিক্ষণ আগ্রহী মৎস্য চাষীদের উদ্দেশ্যে আমার আবেদন প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি গ্রহণ করুন। এবং হাতে-কলমে কাজে লাগান। দেখবেন অনেকাংশে সফল হয়েছেন, ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের ভাঙ্গন খালি শাখা ব্যবস্থাপক, অভিলাষ চক্রবর্তী বলেন আগ্রহী মৎস্য চাষীরা যদি লোন নিয়ে মাছ চাষ করতে চায় সেক্ষেত্রে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক সমস্ত পর্যায়ে সহযোগিতা করবে।এদিন প্রবল উসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষণ শুরু হলো প্রাথমিক পর্যায়ে চলবে তিন দিন। দ্বিতীয় দিনে ডক্টর লিজা প্রিয়দর্শিনী, মাছের বিভিন্ন প্রকার রোগ নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, বিজ্ঞানী সুয়েতা, মুক্ত চাষ বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ দেখাতে পারে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

হস্তশিল্পী কারিগরদের খুশী রাখতে বাংলার পুজো উদ্যোক্তাদের নতুন এক উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ শহর কলকাতার পুজোকে অবলম্বন করে বদলে যাচ্ছে শিল্পীদের ভাগ্য। কারিগরদের খুশী রাখতে বাংলার পুজো উদ্যোক্তাদের নতুন এক উদ্যোগ নিল।

রবিবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে শুরু হয়েছিল বেঙ্গল ফেস্টিভ্যাল ফেয়ার। পুজোর মেলা। যে মেলায় হাতে গড়া পসরা নিয়ে এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমের শিল্পীরা। তাঁদের হাতের তৈরি পাটের ব্যাগ, ঝিনুকের গয়না, ঘর সাজানোর মাটির জিনিস, সিল্কের শাড়ি, তাঁতের কাপড়ের পসরায় ছিল ক্রেতাদের হুড়োহুড়ি।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের আহ্বানে শহর কলকাতার নামজাদা পুজোর উদ্যোক্তারা হাজির হয়েছিলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত বেঙ্গল ফেস্টিভ্যাল ফেয়ারে। তাঁরা ঘুরলেন, দেখলেন, কিনলেন বাংলার তৈরি সামগ্রী। বৃন্দাবন মাতৃ মন্দির, শ্যামপুকুর স্ট্রিট সর্বজনীন, রামমোহন সম্মিলনী, সমাজসেবী, উত্তর কলকাতা সর্বজনীন, শ্রীভূমি স্পোর্টিং, উল্টোডাঙা জয়ন্তী স্পোর্টিং ক্লাব, বেলেঘাটা ৩৩ পল্লি, ট্যাংরা ঘোলপাড়া সর্বজনীন, হরিনাথ দে রোড সর্বজনীন, যুগিপাড়া রোড পুজো কল্যাণ সমিতি, দক্ষিণেশ্বর ডোমেস্টিক এরিয়া দুর্গাপুজো সমিতি, বেলেঘাটা ৩১ পল্লি উন্নয়ন সমিতি, ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্ট্রিট দুর্গাপুজো সমিতির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শহর কলকাতায় তিন হাজারের বেশি দুর্গাপুজো। গ্রামবাংলা ধরলে সংখ্যাটা চল্লিশ হাজারেরও বেশি।

কুণাল বলেন, প্রতিটি পুজোতেই অতিথিরা আসেন উদ্বোধনে। তাঁদের হাতে সম্মান হিসাবে তুলে দেওয়া হয় কিছু না কিছু উপহার। তা যদি বাংলার শিল্পীদের তৈরি হয় তবে লাভের অঙ্ক বাড়বে বাংলার শিল্পীদের। সেই চিন্তা থেকেই পুজো উদ্যোক্তাদের ডাকা হয়েছিল। এই উদ্যোগে হাজির ছিলেন বিএনসিসিআই-এর সভাপতি অশোক বণিক, কাউন্সিলর অয়ন চক্রবর্তী, অরূপ চক্রবর্তী, অরিঞ্জয় বোস, সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য, বৃন্দাবন মাতৃমন্দিরের কর্মকর্তা শিবেন্দদু মিত্র, পুজো উদ্যোক্তা যুব তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল, পুজো পাগল বর্ণ বর্মন, অনির্বাণ সেনগুপ্ত। হাজির ছিলেন মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলাশাসক, কামারহাটি পুরসভার কাউন্সিলরও। রবিবারই ছিল মেলার শেষ দিন। তবে চাইলে কেউ যোগাযোগ করতে পারেন বিএনসিসিআই-এর সঙ্গে। কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, 'রবিবার শেষ। কিন্তু শিল্পীরা নিজেদের জায়গায় থেকে যাবেন। যাঁরা বাঙালি শিল্পীদের তৈরি জিনিস সংগ্রহ করতে চান যোগাযোগ করুন বিএনসিসিআই-এর সঙ্গে।''

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে বেঙ্গল ফেস্টিভ্যাল ফেয়ারে শিল্পীরা এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, নদিয়া থেকে। এনেছিলেন শোলার দুর্গা, পাটের তৈরি ঘর সাজানোর সামগ্রী, সিল্কের শাড়ি, বাংলার নিজস্ব শীতল পানীয়, সুতোর কাজের টি-শার্ট।

পিছিয়ে পড়াদের পাশে দি ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব

নিস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ পিছিয়ে পড়া ও বিশেষভাবে সক্ষম এবং পথশিশুদের পাশে দি ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব, পশ্চিমবঙ্গ। সকলের পাশে, সকলের সাথে এই মন্ত্রেই নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে দি ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস এন্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব, ওয়েস্ট বেঙ্গল। ৮১ তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবে সমাজের পিছিয়ে পড়াদের নিয়ে কাজ করা দু'টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অংশ নেন বলিউডের জনপ্রিয় শিল্পী পলক মুচ্ছল ও পলাশ মুচ্ছল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল চিফ কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স, পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিম রিজিয়ন ও ক্লাবের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক শ্রীমতী সুরভী বর্মা গর্গ। তিনি প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি ভিক্রান্ত পাল সিং, আইআরএস আর্থিক সাহায্য তুলে দেন দমদমের নিহারকনা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের অধিকর্তা কান্তা চক্রবর্তীর হাতে। ওই ক্লাবটি দীর্ঘ লড়াই ও মানবিকতার প্রতি নিবেদিত মননের এক গর্বিত স্বীকৃতি এই পুরস্কার। তবে শুধু বিনোদন নয়, সামাজিক দাযিত্বের বহিঃপ্রকাশই হল

পথশিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনে নিরলস কাজ করছে। এছাড়া আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় কেষ্টপুর রবীন্দ্রপল্লি সংবেদনের অধিকর্তা সমীত সাহাকে। এই সংস্থাটি বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে কাজ করে। সুরভী বর্মা গর্গ বলেন, সমাজের প্রতি তাঁদের উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য। অবহেলিত শিশুর মুখে হাসি ফোটানো, প্রতিবন্ধকতার অন্ধকার ভেদ করে আশার আলো ছড়ানো এসবই প্রমাণ করে যে প্রকৃত উৎসব তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন তা সমাজের প্রতিটা স্তরের মানুষের জন্যে কিছু করা যায়।

ফেসবুকে লাইভ, পুলিশ খুঁজেই পাচ্ছে না! মিনি ফিরোজ নিয়ে প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ গুলশন কলোনিতে প্রকাশ্যে গুলি ও বোমাবাজির ঘটনার চার দিন পেরিয়ে গেলেও মূল অভিযুক্ত ফিরোজ খান ওরফে মিনি ফিরোজ এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ, ফেরার এই দুষ্কৃতী নিয়মিত ফেসবুকে পোস্ট করছেন, ভিডিও লাইভে হুমকি দিচ্ছেন খোদ কাউন্সিলরকে! সংবাদমাধ্যম তার হদিস পেলেও, কেন পুলিশ পারছে না - উঠছে সেই প্রশ্ন।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুলশন কলোনিতে সিনেমার কায়দায় গুলি-বোমা ছোড়ে একদল দুষ্কৃতী। নাম উঠে আসে স্থানীয় দাপুটে মুখ ফিরোজ খানের, যিনি এলাকায় ' ফিরোজ' নামে কুখ্যাত। ঘটনার পর থেকেই তিনি বেপাত্তা। তবে সামাজিক মাধ্যমে প্রায় প্রতিদিনই তিনি পোস্ট করছেন। কখনও কাউন্সিলরকে উদ্দেশ্য করে হুমকি, কখনও নিজের অবস্থান ঘিরে চ্যালেঞ্জ ছুঁ।ে দিচ্ছেন প্রশাসনকে। এ ব্যাপারে কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আগেই জানিয়েছিলেন, এদের গ্রেফতার হওয়া উচিত। সভ্য সমাজে এদের ঠাঁই নেই। এবার এ ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন

স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, পুলিশি সক্রিয়তার বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী দেখছেন, তবে একজন অপরাধী কিভাবে প্রশাসনের চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে, এটা খুব বিস্ময়কর। এ ব্যাপারে শাসককে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা সজল ঘোষের বক্তব্য, Enough is Enough বললেই দায় সারে না। বন্দুকটা যদি কাটমানির না হত, তাহলে আপনার সহকর্মীর (সুশান্ত ঘোষের) নামের আগে চন্দ্রবিন্দু জুড়ে যেত। সূত্রের খবরঃ তদন্তে উঠে এসেছে, ফিরোজ ট্রেনে নয়, সড়কপথে পালিয়ে বিহারে গিয়েছেন। সেখানে একাধিক অস্ত্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, সে বিহারে ঘন ঘন জায়গা বদল করে গা-ঢাকা দিচ্ছে। সিম ছাড়াই ওয়াইফাই জোন থেকে ফেসবুকে সক্রিয় থেকে প্রশাসনকে ঘোল খাওয়াচ্ছেন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, ফিরোজ কোথাও ঘণ্টা দু'এক বেশি থাকছেন না। ফলে তার লোকেশন ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে কলকাতার কিছু পরিচিত মুখের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তিনি এখনও রাজ্য রাজনীতির ' রক্ষা পাচ্ছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। তবে দুষ্কৃতী ফেসবুকে ' আর পুলিশ এখনও ' মোডে'- এটা কি শুধুই প্রযুক্তির দুর্বলতা, না রাজনীতির ছত্রছায়া? প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে।

অবসর নিলেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম,নবতম দায়িত্বে বিচারপতি সৌমেন সেন!

বিশেষ প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম অবসর নিয়েছেন। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিচারপতি সৌমেন সেন। সোমবার বিচারপতি সেনকে কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের বিষয়টি কেঃদ্রীয় আইন মন্ত্রকের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে।

সোমবারই ছিল হাই কোর্টে বিচারপতি শিবজ্ঞানমের শেষ দিন। তাঁর পরে কলকাতা হাই কোর্টের সবচেয়ে বরিষ্ঠ বিচারপতি সেন। সেই কারণে আপাতত তাঁকেই এই পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তবে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম গত শুক্রবার বিচারপতি সেনকে মেঘালয় হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি করে পাঠানোর জন্য সুপারিশ করেছিল। তার মধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি সেনের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি এসেছে কেঃদ্র থেকে। মনে করা হচ্ছে, কলেজিয়ামের সুপারিশ মেনে মেঘালয়ে চলে যেতে হতে পারে বিচারপতি সেনকে। সে ক্ষেত্রে কলকাতা হাই কোর্টের পরবর্তী স্থায়ী প্রধান বিচারপতি কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। সোমবার আইন মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে, '

সংবিধানের ২২৩ ধারা অনুযায়ী, ১৫ সেপ্টেম্বর বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের অবসরের পর কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনকে ওই হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করছেন রাষ্ট্রপতি।''

কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি সৌমেন সেন এক পরিচিত মুখ। ২০১১ সালের ১৩ এপ্রিল থেকে তিনি বিচারপতির পদে রয়েছেন এবং তাঁর চাকরির মেয়াদ রয়েছে ২০২৭ সালের ২৬ জুলাই পর্যন্ত। বিচারপতি সেন বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি ও রায়দান করেছেন। তবে একসময় তিনি শিরোনামে উঠে এসেছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতবিরোধে জ।ায়ে। একটি মেডিক্যালে ভর্তি সংক্রান্ত মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্তু সেই নির্দেশ খারিজ করে দিয়েছিল বিচারপতি সেনের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। পরে ' কথা উল্লেখ করে সেই খারিজের আদেশও বাতিল করে দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এবং সিবিআইকে তদন্ত চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। দুই বিচারপতির এই সংঘাত এমন মাত্রায় পৌঁছয় যে, অবশেষে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করতে হয় সুপ্রিম কোর্টকে। শীর্ষ আদালত ওই মেডিক্যাল মামলা কলকাতা হাই কোর্ট থেকে সরিয়ে নেয়।

জয়নগর থানার উদ্যোগে পুজোর চেক বিতরণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল জয়নগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ আর কদিন পর বাঙালির সেরা উৎসব দূর্গাপুজো। চলছে শেষ মূহুর্তের কাজ। গত কয়েকবছর ধরে রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের পুজো কমিটিদের পুজোর জন্য আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি একাধিক পরিষেবা তুলে দিচ্ছেন। আর এবছর এক লক্ষ দশ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোমবার বিকালে জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর শিননাথ শাস্ত্রী সদনে জয়নগর থানা এলাকার ১৫৯ টি পুজো কমিটির সদস্য দের হাতে পুজো অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর এস ডি পি ও অভিষেক রঞ্জন,বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল,জেলা পরিষদ সদস্য বঃদনা লস্কর,জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামসু ঃদর চক্রবর্তী, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, সমাজসেবী তুহিন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। এদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে চেক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি পুজোয় সরকারি নিয়ম মানা ও ডি জে সাউণ্ড বাজানো যাতে না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জয়নগর থানা এলাকা মানুষ জন।

রবীন্দ্রভবনে একদিনের ক্যারাটের শিবিরে শিক্ষার্থীদের ভিড়

সৌরভ দাশ, বসিরহাট,১৫ সেপ্টেম্বর ঃ বেঙ্গল টাইগার সেইসেনকাই মার্শাল আর্ট একাডেমির বেল্ট এক্সাম ও বিশেষ ট্রেনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো বসিরহাটে। বসিরহাট রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত একদিনের এই শিবিরে মহকুমার বিভিন্ন এলাকা সহ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার এই একাডেমির শাখা কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে এই শিবিরে। সাড়ে চারশতাধিক অংশগ্রহণকারীকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে চলে বিশেষ ট্রেনিং। উপস্থিত ছিলেন মহকুমার প্রবীণ ও নবীন ক্যারাটে প্রশিক্ষক সহ এই একাডেমির প্রশিক্ষক,পদাধিকারী সহ আমন্ত্রিত অতিথিরা। বর্তমানে শরীরচর্চা,সুস্থ নিরোগ দেহ গঠন,মানসিক দৃঢ়তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সেলফ ডিফেন্সের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে অভিভাবক অভিভাবিকাদের পছন্দের তালিকায় প্রথমদিকেই স্থান পেয়েছে ক্যারাটে ও মার্শাল আর্ট।গত কয়েকবছরে ক্যারাটের প্রতি আগ্রহ ও ক্যারাটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বেঙ্গল টাইগার সেইসেনকাই মার্শাল আর্ট একাডেমির কর্নধার সিহান ডাই দিব্যেন্দু ঘোষ বলেন, ক্যারাটের এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উন্নীতকরনের লক্ষ্যে পর্যায় ভিত্তিতে এই বেল্ট এক্সাম ও বিশেষ ট্রেনিং ক্যাম্পের আয়োজন।

বেপরোয়া গতির তাণ্ডবে মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনা, পরপর তিনটি গাড়িতে ধাক্কা

বিশেষ প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনা মা ফ্লাইওভারে। একসঙ্গে চারটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি গাড়ি অতিরিক্ত গতিতে এসে পরপর তিনটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। সৌভাগ্যবশত, প্রাণহানির খবর মেলেনি। তবে কয়েকজন আহত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িগুলিকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লালবাজার। দুর্ঘটনার ফলে ফ্লাইওভারের উপরে কিছুক্ষণ যানজটের পরিস্থিতিও তৈরি হয়।

বিশেষ সূত্রের খবর, সায়েন্স সিটি থেকে পার্ক সার্কাসমুখী রাস্তায় ডিভাইডারের কাছে দ্রুতগামী একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। অন্যান্য গাড়িচালকেরা জানিয়েছেন, ওই গাড়ির গতি ঘণ্টায় অন্তত ৮০ কিলোমিটার ছিল, যা নিয়মিত গতিসীমার তুলনায় অনেক বেশি। তখন মা ফ্লাইওভার ছিল ব্যস্ততম। সামনে থাকা একটি গাড়ি আচমকা ব্রেক করলে পিছন থেকে ধাক্কা মারে দ্রুতগামী গাড়িটি। একের পর এক চারটি গাড়ি ভেঙেচুড়ে যায়। তিনটি গাড়ি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। যদিও গুরুতর আহত কেউ নেই। ঘাতক গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে।উল্লেখ্য, মা ফ্লাইওভারে ৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টার বেশি গতিতে গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ। তবুও এখানে

বারবার দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এর আগে প্রাণহানিও ঘটেছে। এক সময়ে মাঝরাতে ওই ফ্লাইওভারে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল, পরে তা তুলে নেওয়া হয়। পুলিশি নজরদারিও রয়েছে। তবুও দুর্ঘটনা রোধ করা যাচ্ছে না। এ বারও কী কারণে চালক এত দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।কলকাতার ব্যস্ততম উড়ালপুলগুলির মধ্যে অন্যতম মা ফ্লাইওভার। কিন্তু প্রায়ই এই ফ্লাইওভারের উপর ঘটে দুর্ঘটনা। কখনও ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় মোটরবাইক, আবার কখনও অতিরিক্ত গতির শিকার হন বাইক আরোহীরা। দুর্ঘটনা ঠেকাতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে লালবাজার ও ট্রাফিক পুলিশ। সর্বত্র নজরদারির জন্য লাগানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা, টাঙানো রয়েছে গতিসীমা সংক্রান্ত নির্দেশিকাও। তবুও বহু আরোহী সেই নিয়ম মানছেন না, আর তার ফলেই বারবার ঘটছে দুর্ঘটনা।

তন্ত্রসাধনায় নরবলির অভিযোগে বেকসুর খালাস পেলেন ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত দুই মহিলা

বিশেষ প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ তন্ত্রসাধনার নামে নরবলি, ধর্ষণ, খুন-তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ানো সেই মামলায় শেষমেশ বেকসুর খালাস পেলেন ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত দুই মহিলা। সাত বছর আগে হুগলির খানাকুল কেঁপে উঠেছিল এক নাবালিকার পচাগলা দেহ উদ্ধারে। সেই ঘটনায় প্রথমে গ্রেফতার হন তান্ত্রিক মুরারি পণ্ডিত, তাঁর স্ত্রী সাগরিকা পণ্ডিত এবং নাবালিকার দিদিমা। মূল অভিযুক্ত মুরারির বিচার চলার আগেই মৃত্যু হয়। বাকি দু'জনের মধ্যে আরামবাগের নিম্ন আদালত সাগরিকাকে ফাঁসি এবং দিদিমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।

কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ-বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস-তাদের দু'জনকেই বেকসুর খালাস করার নির্দেশ দিয়েছে। রায় অনুযায়ী, প্রমাণের অভাব, তদন্তে গাফিলতি এবং যুক্তির অসঙ্গতিতে এই সাজা টিকল না উচ্চ আদালতে।

সাগরিকার আইনজীবী নীলাদ্রিশেখর ঘোষ আদালতে বলেন, একজন মহিলা হিসেবে ধর্ষণের অভিযোগ সাগরিকার বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক।

তিনি আরও দাবি করেন, পুলিশ যে চটি উদ্ধার করেছে, তা যে মৃত নাবালিকারই, তা নিশ্চিত নয়। তল্লাশি চালানো হয় অনেক পরে, এবং দেহও উদ্ধার হয় প্রতিবেশীর বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে, অভিযুক্তদের বাড়ি থেকে নয়। এমনকি পুলিশ তদন্তের নানা গাফিলতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সাগরিকার আইনজীবী। এই যুক্তিগুলি আমলে নিয়ে আদালত রায় দেয়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ নেই। সেই কারণেই তাদের খালাস করা হল। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-তাহলে ওই নাবালিকাকে কে খুন করল? হাইকোর্টের রায় এই প্রশ্নকে সামনে এনে দিয়েছে নতুন করে। আইনজীবীরা বলছেন, পুনরায় তদন্তের দাবি জানাতে পারেন মৃত শিশুর পরিবার। আইনি পথ এখনও বন্ধ হয়নি। রহস্য রয়ে গেল, কিন্তু বিচার পাবে কি নাবালিকার পরিবার, প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

সহকারী প্রধানশিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

বিশেষ প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ দিনের পর দিন ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ এবং আপত্তিকর ইঙ্গিত করার অভিযোগ উঠেছে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার হেলেঞ্চা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক সহকারী প্রধানশিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের জেরে সোমবার স্কুলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিসঃ ইউনিট নং ১৯০১, ১৯ তলা, বায়োওয়ান্ডার - ব্লক এ, ৭৮৯, আনন্দপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০৭. টেলিফোনঃ ০৩৩-৬৯০৪ ৫৭০০
ই-মেইল ঃ cs@kilburnengg.com ওয়েবসাইট ঃ www.kilburnengg.com

স্থানান্তর অনুরোধ পুনঃস্থাপনের জন্য বিশেষ জানালা ভৌত শেয়ারের

তদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং SEBIHOMIRSDMIRSDPoDPCIR202597 তারিখের ২রা জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তরের জন্য পুনঃ লজমেন্ট অনুরোধ জমা দেওয়ার জন্য এককালীন বিশেষ সময়সূচী প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এই বিশেষ সময়সূচী ৭ই জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ই জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং ১লা এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে মূল শেয়ার স্থানান্তর অনুরোধ জমা দেওয়া হয়েছিল এবং ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে ফেরতঅবহেলিত বা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, সেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সময়সূচীর মধ্যে স্থানান্তরের জন্য পুনঃলজ করা শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে প্রক্রিয়াজাত করা হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা তাদের স্থানান্তর অনুরোধগুলি প্রয়োজনীয় নথিপত্রের সাথে কোম্পানির মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) এর কাছে জমা দিতে পারবেন। আরও সহায়তার জন্য Ltd.-এর ইমেল আইডি contactmd-plcorporate.com mdpldc@yahoo.com অথবা তাদের অফিস, ২৩আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা -৭০০০০১ অথবা কোম্পানির cs@kilburnengg.com ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

১০০ দিনের ক্যাম্পেইন-সাক্ষম নিভেশাক-২৮.০৭.২০২৫ থেকে ০৬ ১১.২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (IEPFA) ২৮শে জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ই নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ১০০ দিনের সক্ষম নিবেশক প্রচারণা শুরু করেছে, যার লক্ষ্য হল সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের লক্ষ্য যাদের লভ্যাংশ অপ্রদত্ত / অদাবীকৃত রয়ে গেছে এবং এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানি কর্তৃক পূর্বোক্ত প্রচারণার অংশ হিসেবে জারি করা হচ্ছে। যেসব শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ অপ্রদত্ত / অদাবীকৃত রয়ে গেছে অথবা যাদের KnowYourClient('KYC'), ব্যাংক ম্যান্ডেট, মনোনীত ব্যক্তি এবং যোগাযোগের তথ্য আপডেট করতে হবে অথবা অপ্রদত্ত / অদাবীকৃত লভ্যাংশ এবং শেয়ার সম্পর্কিত কোনও সমস্যা প্রশ্ন আছে, তাদের সকলকে মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেনন্ট ('RTA')-এর কাছে ইমেল আইডি contactmdplcorporate.commdpldc@yahoo.com অথবা তাদের অফিসে ২৩ আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা -৭০০ ০০১ অথবা আরও সহায়তার জন্য cs@kilburnengg.com এই ঠিকানায় কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করুন।শেয়ারহোল্ডাররা আরও মনে রাখবেন যে এই প্রচারণাটি বিশেষভাবেশেয়ারহোল্ডারদের সাথে তাদের KYC বিবরণ আপডেট করার জন্য শুরু করা হয়েছে।

শেয়ারহোল্ডারদের তাদের বিবরণ আপডেট করার এবং তাদের অনাদায়ী / অদাবীকৃত লভ্যাংশ দাবি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাদের শেয়ার IEPFA-তে স্থানান্তরিত না হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ার, যা পরপর সাত বছর ধরে দাবিবিহীন ছিল, সেগুলি ২রা নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে আইইপিএফ-এ স্থানান্তর ক্রেডিট করা হবে। আপনাদের যথাযথভাবে পূরণ করা আইএসআর ১, আইএসআর ২ এবং মনোনয়নের পছন্দ যা আরটিএ ওয়েবসাইটে (https:www.mdpl.indownloads.php) এবং কোম্পানীর ওয়েবসাইটে (www.kilbur-nengg.cominvestorrelationsshareholder-information) পাওয়া যাবে, পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে ব্যাঙ্কের বিবরণ হাল নাগাদ রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnengg.com-এও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
স্বাক্ষর /- অরবিন্দ বাজোরিয়া
কোম্পানি সচিব

স্থানঃ মুম্বাই
তারিখ ঃ ১৫-০৯-২০২৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৮৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩০ ভাদ্র, ১৪৩২

মহালয়ার একাল-সেকাল

কলকাতার মহালয়ার একাল-সেকাল। কলকাতা শহরের চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে কলকাতার শরৎকাল। আর শরৎ মানেই শারদীয় দুর্গোৎসব। শারদ উৎসবের সুর শুরু হয় মহালয়ার দেবীপক্ষের সূচনার মধ্য দিয়ে। একদিকে ভোরাতের ফোটা শিউলি ফুল সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়তে থাকে গাছের তলায়। অন্যদিকে চণ্ডীপাঠের চিরাচরিত সুরে পিতৃতর্পণের উদ্দেশ্যে গঙ্গার ঘাটে জমা হন সনাতন ধর্মের মানুষরা। সেকালের কলকাতার মহালয়া শুরু হতো আকাশবাণী কলকাতায় ভোরবেলা বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠের সুরে। আজও আকাশবাণী কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে সে ঐতিহ্য বজায় রেখে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ বাজিয়ে শোনানো হয়। তবে আকাশবাণী চণ্ডীপাঠের সঙ্গে এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবকটি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা হয় মহালয়ার নাট্যরূপ। তাতে কোথাও দেবী দুর্গার চরিত্রে অভিনয় করেন কোনো টেলিভিশন অভিনেত্রী বা টলিউডের নায়িকা। তবে এ ধারার শুরু হয়েছিল নব্বইয়ের দশকে দূরদর্শনের হাত ধরে। দেবীপক্ষের শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই এ দিনে এক সময় পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে শিউলি ফুলের বোটা থেকে রং বের করে কাপড় রাঙানো হোতো। আর ছিল শিউলি পাতা বেটে মধু দিয়ে খাওয়া। মনে করা হতো, এটি নাকি ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক। এসব পাট অনেক দিন আগেই চুকে গেছে। তবে দু'টি অভ্যাস এখনও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু বাঙালি টিকিয়ে রেখেছেন। তার প্রথমটি হোল তর্পণ এবং পরেরটি হলো মহালয়ার দিনটিতে অন্তত সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিছানা পরিত্যাগ করে মহালয়া শোনা। 'শোনা' শব্দটি যদিও সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কারণ, কলকাতার ক'জন মানুষের ঘরে রেডিও আছে সে কথা হয়তো হাতে গুণে বলা যাবে। তাই ভরসা মোবাইল ফোন অথবা টেলিভিশন। তবে বাস্তব পরিস্থিতি বলতে গেলে শহর কলকাতায় সকালে উঠে মহালয়া শোনার অভ্যাস আছে, এমন মানুষের সংখ্যাও কমে আসছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে এখনও সকালে মহালয়া শোনার কিছুটা প্রচলন আছে। বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর পাড়ায় পাড়ায় এদিনেই আসতো প্রতিমা। আজ সে ছবিটাও বদলে গেছে। 'থিম' পূজার ফলে কলকাতার বেশিরভাগ পুজামণ্ডপে প্রতিমা চলে আসে বেশ কিছুটা আগে। আর অনেক জায়গায় তো এখন মণ্ডপের ভেতরেই প্রতিমা বানানো হয়। মহালয়ার আরও একটা দিক আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। এদিনে পাড়ায় পাড়ায় ছোটরা তাদের অভিনীত নাটক পরিবেশন করতো। বড়দের অভিনয় করা নাটক দেখানো হতো পুজার কোনো একটা দিন। কিন্তু ছোটদের জন্য মঞ্চ বরাদ্দ থাকতো মহালয়ার দিনটিতে। সে চর্চা আজ আর নেই বললেই চলে। এক সময় মহালয়ায় বরাদ্দ থাকতো ছুটি। কলকাতার বেশিরভাগ অফিস এখন এ দিনে খোলা থাকে। যদিও শুধু মহালয়া নয়, বেসরকারি ক্ষেত্রে কলকাতায় ছুটি পড়ে সপ্তমীর দিন কাজ করার পর। আইটি সেক্টরে পূজার মধ্যে একটি দিনও বন্ধ থাকে না।

সৈয়দ মুজতবা আলি

প্রায় ১৭ টি ভাষা ছিল তাঁর দখলে। পিএইচডি করতে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন জার্মানি। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতেন সেই সময়ে আইনস্টাইন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। একবার সেই শহরে এক কৌতুক প্রতিযোগিতার আয়োজন হল। স্থানীয় জার্মান ভাষায়। আর সেই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান পেলেন এক বাঙালি। একবার এক রাষ্ট্রদূত তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আলাপ করলেন। পরে সেই রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন, আমি জীবনে এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর এত বিষয়ে আলাপ শুনি নাই, যেটা উনি আমাকে শুনিয়েছিলেন অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যে। সতেরো টি ভাষা ছিল তাঁর দখলে। এই সব ভাষাতেই তিনি কথা থেকে শুরু করে লিখতে পর্যন্ত পারতেন। গীতা সম্পূর্ণ মুখস্থ। কবিগুরুর গীতবিতান শেষ থেকে শুরু সম্পূর্ণ মুখস্থ। একবার এক অনুষ্ঠানে এক পুরোহিত সংস্কৃত ভাষায় গীতা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখছিলেন। উনি ধরে ফেললেন কিছু জায়গায় ভুল বলেছেন ওই পুরোহিত। দাঁড়িয়ে সমস্ত বক্তব্য মূল সংস্কৃত ভাষায় কী হবে তা মুখস্থ বলে গেলেন। উপস্থিত দর্শকেরা হতবাক। তিনি সৈয়দ মুজতবা আলী। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনা করেছিলেন। সেই হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যাবার পূর্বে বলেছিল, আমার অভিধান যদি কোনো সময় সংশোধন করার প্রয়োজন হয় তাহলে যেন সৈয়দ মুজতবা আলী সেটা করে। এর মাধ্যমেই বোঝা যায় সৈয়দ মুজতবা আলী-র বাংলা ভাষায় কত গভীর দখল ছিল। আদ্যন্ত ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষ ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। জাত ধর্ম নয়। মনুষ্যত্বের শিক্ষাই ছিল তাঁর আদর্শ। কটাক্ষের শিকার হতেন প্রায়ই। অনেকেই বলত,' মুজতবা আলীর ধর্ম নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিভঙ্গি একটা আইওয়াশ, আসলে আলী একজন ধুরন্ধর পাকিস্তানি এজেন্ট।' আক্ষেপ করে লেখক শংকরকে বলেছিলেন, 'এক একটা লোক থাকে যে সব জায়গায় ছন্দপতন ঘটায়, আমি বোধহয় সেই রকম লোক।' রসবোধ ছিল খুব বেশি। মৃত্যুর আগে অবধিও তা বজায় ছিল। বলেছিলেন,আমার মৃত্যুর পর সবাইকে বলবে আলী সাহেব তার বেস্ট বইটা লেখার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু কী করবেন, উনার তো প্যারালাইসিস হয়ে ডান হাতটা অবশ হয়ে গেল। হাতটা ভালো থাকলে তিনি দেখিয়ে দিতেন সৈয়দ মুজতবা আলীর বেস্ট বই কাকে বলে। তাঁর লেখা পড়লে অনুধাবন করা যায় তাঁর লেখনীর গভীরতা, তাঁর জীবনতৃষ্ণার প্রতি ভালবাসা। সৈয়দ মুজতবা আলী-র মত সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে বিরল। বিশ্বভারতীতে তিনি ভালোবেসে ফেলেছিলেন। হাতে সময় থাকলে তিনি শান্তিনিকেতন ছুটে যেতেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প পাঠ করতেন। রবীন্দ্র প্রেমিক ছিলেন তিনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

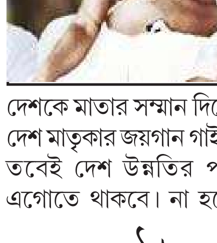

দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব সব জানি বলে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। ভারতবর্ষ সভ্যতায় প্রাচীন। গ্রীস দেশের মতো প্রাচীন হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা পাগল ছিলেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা এবং রামপ্রসাদও মায়ের নাম গান করতে করতে পাগল হতেন। আর কবি গায়ক রামপ্রসাদ সেনও মায়ের নাম করতে করতে একবারে আত্মহারা হতেন। মায়ের নাম গানের মধ্যে দিয়ে মাতৃভক্তিকে জাগরিত করা যায় বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। তিনি কারোর কাছ থেকে কোনও দিন ভিক্ষা করেননি। একমাত্র মা ভবতারিণীর কাছ থেকে। তিনি মা ভবতারিণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মায়ের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের খাইয়েছেন। কোথা থেকে মা ভবতারিনী তাদের খাদ্য জোগাড় করে দিতেন সেটা ছিল একটি রহস্য। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তির জাগরণের মধ্যে দিয়ে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। বাংলার সব মনীষীরাই মায়ের শক্তি নিয়ে মহান হতে পেরেছেন। মা না থাকলে একেবারে নিঃশ্ব হয়ে যেতে হয়। মাই হচ্ছেন আসল সম্পদ এবং ধনরত্ন।

বাংলা থিয়েটার জগৎ বিদেশির হাত ধরে সৃষ্টি হলেও গিরিশচন্দ্রের অবদান কম নয়

বিশেষ প্রতিবেদক

আজ থেকে একশ বারো বছর আগে ১৯১২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি শুধু নাট্যমঞ্চ থেকে নয়, জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছিলেন নট,নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, কবি ও উপন্যাসিক শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য দিন। এক নতুন যুগের সূচনা হল সেদিন। বাগবাজারের কতিপয় নাট্যমোদী যুবক সেদিন এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেন। বাংলা থিয়েটারের সেদিন থেকে শুরু হল এক নতুন গন্তব্যে পথচলা। বাংলা থিয়েটার পেশাদার রঙ্গালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। আর সেটা সম্ভব হল কিছু অত্যুৎ সাহী নাছোড়বান্দা যুবকদের জন্য।

তার আগে তারা থিয়েটার করেছেন বা অন্যান্য অনেকেই থিয়েটার করেছেন এই শহরের বৌবাজার, ভবানীপুর, কাঁসারীপাড়ায়, আড়পুলিতে ও কয়লাঘাটায় এবং খুবই উৎসাহের সাথে। তারও আগে যাত্রা হয়েছে কবিগান হয়েছে হাফ আখড়াই হয়েছে। থিয়েটার তো হয়েইছে কিন্তু থিয়াটারের জন্য কোনো স্থায়ী নাট্যশালা ছিল না। যেখানে নিয়মিত থিয়েটার হবে। বলা হয় প্রথম নাট্যশালা তৈরি হয়েছিল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে তাঁরই নারকেলডাঙার বাগানবাড়িতে ১৮৩১ সালে। নাট্যশালার নাম হিন্দু থিয়েটার। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেখানে কোনো বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় হয়নি। এর কিছুকাল পরে থিয়েটার হয় শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে। বলা হয় সেখানেই প্রথম বাঙ্গালীর উদ্যোগে প্রথম বাঙ্গলা নাটক অভিনীত হয়েছিল। এবং সেই নাটকে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরাই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু কি কি নাটকের অভিনয় হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় যে সেখানে হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

তবে কলকাতায় বাঙ্গলা নাট্যশালার জন্ম হয়েছিল কিন্তু তারও আগে ১৭৯৫ সালে। তবে সে নাট্যশালার জন্ম দিয়েছিলেন একজন রাশিয়ান মানুষ যার নাম হেরাসিম লেবেদেফ। যিনি পর্যটক হিসেবে কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৮৫ সালে। সদ্য শতবর্ষ অতিক্রান্ত কলকাতা শহরবাসীকে তিনি উপহার দিলেন বাংলা নাটক। যা বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি দুটো ইংরাজি নাটকের বাঙ্গলা অনুবাদ করেছিলেন। একটা জ্রদ্রডঞ্চ ঠত্ত ত্নত্রস্ঠত্মদ্রত্বঠদ্র. দ্বিতীয় নাটকটির বাংলা রূপান্তরে নাম হয়েছিল কাল্পনিক সঙবদল। এই নাটকটির দুটি অভিনয় হয়েছিল বলে শোনা যায়। তবে সে থিয়েটার টিকিট কেটে দেখতে হয়েছিল এবং তাতে বাঙ্গালীরাই অভিনয় করেছিলেন এমনকি বাঙ্গালী মহিলারাই নাটকের স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এই নাট্যশালার ঠিকানা ছিল ২৫ নম্বর ডোমতলা। আজ যেটা এজরা ষ্ট্রীট। তবে তাঁকে সেইসময় সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিলেন যিনি, তিনি হলেন গোলোকনাথ দাস নামে এক বাঙ্গালী। ভাবা যায়, কলকাতার বুকে বাংলা নাটকের জয়যাত্রা শুরু হল যার হাত ধরে তিনি কোনো বাঙ্গালী নন, ভারতীয়ও নন। শুধুমাত্র বাংলাকে ভালোবেসে, বাংলার মানুষকে ভালোবেসে, বাংলার কৃষ্টিকে ভালোবেসে তিনি এতবড় একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেন। এছাড়াও লেবেদেফ বেহালা বাজানোতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁকে বলা হয় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জনক।

এর আগে ব্রিটিশরা নিজেদের মনোরঞ্জনের জন্য নাটক করত, তা সবই ইংরেজি নাটক, তারাই দর্শক, তারাই কুশীলব। তবে তাঁর এই উদ্যোগ বেশীদিন চলেনি। তাঁর থিয়েটারে আগুন লেগে সব কিছু ভস্মিভূত হয়ে যায়। কারো কারো মতে এই আগুন লাগানো হয়েছিল। প্রচুর দেনা হয়ে যায় তাঁর, শেষে তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। একটা উজ্জ্বল অধ্যায়ের শুরুতেই ঘটে যবনিকাপতন।

লেবেদেফের নাটকের পর কেটে গেছে অনেক বছর। এরপরে বাঙ্গলা নাটক অভিনীত হয়েছে কোনো ধনী বা অভিজাত সম্প্রদায়ের বাড়িতে। কখনো কারো জলসাঘরে বা উঠোনে বা কোনো বাগানবাড়িতে। সেখানে কখনো কোনো নাটকের এক বা একাধিক শো হয়েছে। সবই হয়েছে ধনী ব্যক্তিদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায়। কারণ থিয়েটার করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। মঞ্চ তৈরি, মঞ্চসজ্জা, পোষাক আশাক এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য। সে খরচ কে যোগাবে অর্থবান মানুষ ছাড়া। তাছাড়া এসব থিয়েটারের দর্শকরা ছিলেন প্রায় সকলেই অভিজাত শ্রেণীর এবং সকলেই আমন্ত্রিত। সাধারণ মানুষের সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। তাদেরই দলের গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর মতে, ভালো বাড়ি, ভালো স্টেজ না করে টিকিট বিক্রি করাটা ঠিক হবে না। তিনি এই কর্ম যজ্ঞে সামিল না হলেও পরামর্শ দিলেন, মাইকেলের (মাইকেল মধুসূদন দত্ত) কথামত সবাই মিলে পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা তোলার চেষ্টা কর। এত টাকা যোগাড় করতে হলে শহরের ধনী মানুষদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া দরকার। তাই তারা প্রথমেই গেলেন পাথুরিয়া ঘাটার নাট্যমোদী ও ঠাকুর পরিবারের সুযোগ্য সন্তান যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি। আপনারা জানেন যে যতীন্দ্র মোহনের উদ্যোগে পাথুরিয়াঘাটার টেগোর ক্যাসেলে ১৮৫৯ সালের জুলাই মাসে মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রম নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন যতীন্দ্রমোহনের ভগ্নীপতি নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। চাঁদার কথা শুনে তিনি কিছু ব্যঙ্গোক্তি করলেন চাঁদা সংগ্রহকারীদের উদ্দেশ্যে। ফল যা হবার তাই হল। খালি হাতেই ফিরতে হল তাদের। খুব হতাশ হয়ে পড়ল তারা। প্রথমেই এই ব্যবহার পেতে হল তাদের। যাই হোক হতদ্যোম না হয়ে আরো কয়েকজন ধনী ব্যক্তির কাছে যাওয়া হল চাঁদার জন্য। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হল না। বোধহয় সাধারণ মানুষের কাছে টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করার ব্যাপারটা তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। কারন এর আগে এই ধরণের চিন্তা ভাবনা কেউ করেনি। আর এদেরও বোধহয় জেদ চেপে গিয়েছিল যে থিয়েটারকে আর বড়লোকদের বাড়ির সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে থিয়েটারকে পৌঁছে দিতে হবে সকলের মধ্যে। শেষে ঠিক হল বড়লোকদের কাছে আর হাত না পেতে বরং পাড়ার গেরস্তদের কাছে যাওয়াই ভালো। আর পাশাপাশি উদ্যোক্তারা ঠিক করলেন নিজেরাই সাধ্যমত কুড়ি পঁচিশ টাকা করে চাঁদা দিয়ে তাদের স্বপ্নটাকে সাকার করে তুলবেন। এইভাবে সর্বসাকুল্যে আদায় হল মাত্র আড়াইশো টাকা। কিন্তু এই টাকায় কি হবে! নাটকের জন্য দরকার আরো আরো টাকা। অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি বললেন, স্টেজ ভাড়া করে টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করে কিছু টাকা তোলার চেষ্টা করলে কেমন হয়! কিন্তু গিরিশ ঘোষের এক কথা, ভালো বাড়ি ভালো স্টেজ না করে টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার করতে তিনি রাজি নন। তিনি বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

এরপরে আরো অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দৃশ্যপট আঁকা আর প্লাটফর্ম তৈরির কাজ যখন অর্ধেক এগিয়েছে তখন খবর পাওয়া গেল কে যেন এইসব আগুনে পুড়িয়ে দেবার চক্রান্ত করেছে। তখন ধর্মদাস সুরের পরামর্শে সবকিছু খুলে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেই তাদের আশ্রয় মিলল। ঠিক হল রাজেন্দ্র নাথের বাড়ির উঠোনে মঞ্চ বেঁধে থিয়েটার হবে কিন্তু টিকিট বিক্রি হবে না।

এইসময় চুঁচুড়ায় দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী নাটকের অভিনয় হল স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উদ্যোগে। তবে সে নাটকে কাঁটাছেঁড়া করেছেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র। যদিও তা মনঃপূত না হলেও মেনে নিয়েছিলেন স্বয়ং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। তবুও এই অভিনয়ের খুব সুখ্যাতি হয়েছিল।

কিন্তু চুঁচুড়া যদি পারে বাগবাজার কেন পারবে না। সবাই মিলে গিরিশচন্দ্রকে রাজি করিয়ে সামান্য চাঁদার টাকায় রাজেন্দ্রনাথের বাড়ির উঠোনে অভিনীত হল লীলাবতী। তারিখটা ছিল ১১ইমে, ১৮৭২। সেদিন বৃষ্টিতে ভিজে চেয়ারে বসেই দর্শকরা লীলাবতীর অভিনয় দেখলেন।

বাংলা চলচ্চিত্রে অভিজাত শিল্পী ছিলেন ছবি বিশ্বাস

রানা দে, টালিগঞ্জ স্টুডিও

১৯৬২ সালের ৯ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছিল 'দাদাঠাকুর'। তার পাঁচ মাস আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এই ছবির নাম ভূমিকার অভিনেতা ছবি বিশ্বাস। কিন্তু যাঁর জীবনী নিয়ে এই ছবি সেই দাদা ঠাকুর শরৎ পণ্ডিত তখন বহাল তবিয়তে জীবিত। নিজ কর্মগুণে এবং পুরুষকারে একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। এমন না হলে জীবিতাবস্থায় কোনো ব্যক্তির জীবন কাহিনি নিয়ে ছবি তৈরি হতে সচরাচর দেখা যায় না।

যাইহোক, সেই বাস্তবের দাদাঠাকুর শরৎ পণ্ডিত তখন কোনো কাজে জঙ্গীপুর থেকে কলকাতায় এসেছেন। উঠেছেন আমহার্স্ট স্ট্রিটের (বর্তমানে রাজা রামমোহন রায় সরণি) একটি মেস বাড়িতে। শিয়ালদহের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল সেখানকার একটা সিনেমা হলের সামনে লোকের ভিড় দেখে। সেই হলে 'দাদাঠাকুর' ছবি দেখার জন্য দর্শকরা ব্যাকুল। স্বয়ং বাস্তবের দাদাঠাকুরের দিকে কারোর তাকিয়ে দেখার ফুরসত নেই। ব্যাপার দেখে শরৎ পণ্ডিতকে তাঁর সফরসঙ্গী বললেন, দেখেছেন আপনি বর্তমান থাকতেও আপনাকে না নিয়ে ছবি বিশ্বাসকে নিয়েছে আপনার রোলে। দাদাঠাকুর বলে উঠলেন, ছবি দেখে লোকে বিশ্বাস করবে বলেই তো ছবি বিশ্বাসকে নেওয়া। দাদাঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পানিং করে কথাটা বললেও এই ছোট্ট কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাংলা ছবির কিংবদন্তি অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের অসামান্য অভিনয় ক্ষমতা এবং জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত।

উত্তর কলকাতার বনেদি পরিবারে ভূপতিনাথ বিশ্বাস ও কাত্যায়নি দেবীর চার ছেলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শচীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল ১৯০০ সালের ১৩ জুলাই (মতান্তরে ১২ জুলাই)। ছবির মতো সুন্দর দেখতে ছিলেন বলে তাঁর মা ডাকতেন ছবি নামে। মাত্র দশ মাস বয়সে তাঁর মা চলে গেলেও মায়ের দেওয়া এই নামের মধ্যেই তিনি মা'কে অনুভব করেছেন সারাজীবন। ভূপতি নাথের আদি নিবাস নদীয়া জেলার ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। সেখানে প্রাসাদোপম 'কালী নিকেতন' তাঁদের বিখ্যাত বাড়ি।

ছবি বিশ্বাসের ছাত্রজীবন কেটেছে হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজে। প্রথম যৌবনে পাড়ার ক্লাব, কাঁকুড়গাছি নাট্য সমাজ, শিকদার বাগান স্ট্রিটের বান্ধবসমাজ ইত্যাদি জায়গায় নাট্যচর্চা ও শখের যাত্রাপালায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু শিক্ষিত পরিবারের ছেলের যাত্রা থিয়েটার নিয়ে বেশি মাতামাতি অভিভাবকদের অপছন্দ। ফলে জীবিকার সন্ধানে ক্রমান্বয়ে বীমা কোম্পানি, বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানিতে চাকরি, পাটের ব্যবসা প্রভৃতি পেশায় কিছুদিন করে যুক্ত থেকেও কোনটাতেই মন বসাতে পার ছিলেন না। এসবের পাশাপাশি অবশ্য অভিনয় টুকটাক চলছিল। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অভিনয় করতে গিয়ে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নরেশ মিত্র, শিশির ভাদুড়ি প্রমুখ গুণী জনের সান্নিধ্যে আসেন। এইভাবে সেকালের বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নজরে পড়ে গেলেন। তিনি ডেকে নিয়ে গিয়ে সুযোগ দিলেন তাঁর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ছবিতে। পরিচালক ছিলেন সেকালের বিখ্যাত অভিনেতা তিনকড়ি চক্রবর্তী। মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩৬ সালের ১৩ জুন। ছবিটি বাণিজ্যিক সফলতা পায়নি। এর পরে আরো ছ-সাতটি ছবিতে সুযোগ পেলেও সাফল্য সেভাবে ধরা দিল না। এদিকে ততদিনে পূর্বতন জীবিকা থেকেও সরে এসেছেন। ফলে অভিনয় জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে মরিয়া হয়ে উঠলেন।

অবশেষে সাফল্য ধরা দিল ১৯৪১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে নির্মিত হেমচন্দ্র চন্দ্রের পরিচালনায় 'প্রতিশ্রুতি' ছবিতে। ব্যাস, আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। পরের বছরেই মুক্তি পেয়েছিল তাঁর অভিনীত 'পাষাণ দেবতা', 'অভয়ের বিয়ে', 'গরমিল', 'বন্দী', 'পরিণীতা' প্রভৃতি ১৩টি ছবি। একের পর এক ছবিতে অভিনয়ের অফার আসতে লাগল। তিনিও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর প্রতি পরিচালক ও প্রযোজকদের আস্থার মর্যাদা দিয়ে গেছেন সমগ্র অভিনয় জীবন জুড়ে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সালে এক একটি বছরে তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ছিল ২১ থেকে ২৭। এমনও সময় গিয়েছে একই সঙ্গে ছ-সাতটি ছবিতে কাজ করেছেন। এক চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের আর এক চরিত্রের জটিলতার ভিতর দ্রুত পায়ে ছোটাছুটি করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু কোনো সময়েই তিনি পথ হারাননি। কারণ তিনি ছবি বিশ্বাস। তবে প্রচলিত অর্থে নায়ক বলতে যা বোঝায় ছবি বিশ্বাস কোনোদিনই তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন সর্বার্থেই একজন সফল চরিত্রাভিনেতা। তাঁকে ছাড়া সে সময়ে অনেক ছবিই কল্পনা করা যেত না। নায়কোচিত ব্যবহার ছিল।

নেপালের রাজনৈতিক পরিবর্তন নিশ্চিত ছিল

বিশেষ প্রতিবেদক

২০০৬ সালের রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন ও বর্তমান জেন জি তরঙ্গ নেপালের অভিজ্ঞতার আলোকে এক বিশ্লেষণ। নেপালের ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে আন্দোলন, উত্থান-পতন এবং সংগ্রামকে কেন্দ্র করে একটি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ২০০৬ সালের রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন দেশটির রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোয় এমন এক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল যা শুধু দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিকেই নয়, সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসকেও আলোড়িত করেছিল। আজ, প্রায় দুই দশক পর, সেই অভিজ্ঞতা আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে কারণ নেপাল নতুন এক তরঙ্গের মুখোমুখি হয়েছে; বর্তমান জেন জি প্রজন্মের উত্থান। এই তরুণ প্রজন্ম দুর্নীতি, অদক্ষতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন উঠছে, ইতিহাস কি আবারও নিজেকে পুনরাবৃত্তি করছে, নাকি নেপালের রাজনৈতিক বাস্তবতা আরও গভীর সঙ্কটের দিকে এগোচ্ছে?

২০০৬ সালের আন্দোলনের দিকে তাকালে দেখা যায়, তখনকার নেপালি জনগণের মধ্যে ক্ষোভ জমে উঠেছিল দীর্ঘস্থায়ী রাজতন্ত্র, রাজনৈতিক দমননীতি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চনার কারণে। রাজা গ্যানেন্দ্র একনায়ক তান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক দলগুলিকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব হয়েছিল, সংবাদমাধ্যমে সেন্সরশিপ চালু হয়েছিল, আর রাজনৈতিক কর্মীরা নিপীড়নের শিকার হচ্ছিলেন। এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্থবিরতা, দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য মানুষকে আরও ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

এই পরিস্থিতিতেই রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষ করে নেপালি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি (ইউএমএল), মাওবাদী আন্দোলনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জনগণকে রাস্তায় নামতে আহ্বান জানিয়েছিল। শুরু হয়েছিল গণ আন্দোলন,২, যা ১৯ দিনের টানা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, অবরোধ ও প্রতিরোধের পর রাজতন্ত্রকে কার্যত পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে রাজা গ্যানেন্দ্র বাধ্য হন নির্বাহী ক্ষমতা ত্যাগ করতে এবং সংসদ পুনর্বহাল হয়। এর পরপরই নেপাল সংবিধান প্রণয়নের পথে এগোয়, এবং অবশেষে ২০০৮ সালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নেপাল নিজেকে একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে।

এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল জনগণের অদম্য ঐক্য এবং রাজনৈতিক সংকল্প। মাওবাদীদের দশ বছরের গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে তৈরি হয়েছিল এক বিরাট গণআন্দোলনের আবহ। মানুষ রাস্তায় নেমেছিল জীবন বাজি রেখে, এবং তারা গণতন্ত্রের স্বপ্নে একত্র হয়েছিল। স্বাধীনতা, সমতা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের যে দাবি উঠেছিল, তা এক নতুন যুগের সূচনা করে।

কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় এতটা আশাব্যঞ্জক হয়নি। সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রিতা, রাজনৈতিক দলগুলির অন্তঃকলহ, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার ভাগাভাগির লড়াইয়ের মধ্যে আটকে পড়ে। নতুন প্রজাতন্ত্র নেপাল রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পায়নি। সরকার পরিবর্তনের অন্তহীন ধারা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যর্থতা, যুবসমাজের বেকারত্ব এবং সামাজিক বৈষম্য আবারও জনমনে হতাশা সৃষ্টি করেছে।

আজকের নেপালে যে জেন জি তরঙ্গ দেখা যাচ্ছে, তার পেছনে রয়েছে এই হতাশার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। তরুণ প্রজন্ম, যারা ডিজিটাল যুগে বেড়ে উঠেছে, তারা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করেছে। তাদের চোখে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুর্নীতিগ্রস্ত, অদক্ষ এবং দায়বদ্ধতাহীন। তারা দেখে, নেপালের রাজনীতিকরা ক্ষমতার জন্য পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছেন, অথচ জনসাধারণের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। স্বাস্থ্যব্যবস্থা দুর্বল, শিক্ষা খাতে বৈষম্য, কর্মসংস্থানের অভাব এবং বিদেশে অভিবাসনের প্রবণতা তরুণদের হতাশ করছে।

জেন জি প্রজন্মের এই অসন্তোষ ২০২৩-২৪ সালে এক নতুন সামাজিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, যা জেন জেড আপরাইজিংদ নামে পরিচিত। তারা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে, সড়কে নেমে আসছে, রাজনৈতিক দুর্নীতি ও অযোগ্যতার বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে। ২০০৬ সালের আন্দোলনের মতোই এ আন্দোলনও রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কিন্তু পার্থক্য হলো, এই তরুণরা কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং তারা প্রতিষ্ঠিত দলগুলির বিরুদ্ধেই সোচ্চার। তাদের দাবি হচ্ছে নতুন ধরনের রাজনীতি; যেখানে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং যোগ্য নেতৃত্ব থাকবে।

নেপালের বর্তমান তরুণ আন্দোলনকে ২০০৬ সালের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়। প্রথমত, জনগণের অসন্তোষ যখন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন কোনও শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা যায় না। ২০০৬ সালে যেমন রাজতন্ত্র ভেঙে পড়েছিল, তেমনই আজ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বও টালমাটাল অবস্থায় দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয়ত, তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা সবসময়ই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি। তখনকার যুবসমাজ রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, আজকের জেন জি আবারও সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিচ্ছে। তৃতীয়ত, আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করে সংগঠিত নেতৃত্ব এবং স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। ২০০৬ সালের আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, যা জয় এনে দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান জেন জি আন্দোলনে এখনও সেই ধরনের সংগঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। এই পরিস্থিতি নেপালের ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য এক বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করছে।

'দৃষ্টিকোন' আমিষভক্ত নরেন

জ্ঞানানন্দ স্বামী, বেলুড়

স্বামীজীর দূরদর্শিতা। শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত এই যুবক সন্ন্যাসী উপলব্ধি করেছিলেন শুধুমাত্র আন্দোলন বা অসহযোগীতার দ্বারা পরাধীন দেশবাসীর মুক্তি সম্ভব নয়, সঙ্গে চাই আধ্যাত্মিক বিকাশ। নিজে বোমা পিস্তল না ধরলেও, তিনি ছিলেন বহু সশস্ত্র বিপ্লবীর আদর্শ। তবে এসব পরিচয়ের বাইরে ছিলেন একজন আদর্শ খাইয়ে এবং পাকা রাঁধুনী। যদি সর্বকালের সেরা সেলিব্রিটি বাঙালি ভোজন রসিক কাম শেফ এর তালিকা বানানো যায়, তবে বেশ ওপর দিকে থাকবেন স্বামী বিবেকানন্দ। কচুরি-আলু ছেঁচকি থেকে মাংসের নানা পদ, সবই তাঁর প্রিয় ছিল। বানাতেনও জমিয়ে। কই মাছের প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। সেসময় তিনি শুধুই নরেন, সাক্ষাৎ হয়নি ঠাকুর রামকৃষ্ণর সাথে। বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'পেটুক সংঘ'। তাদের কাছে স্বামীজীর ভবিষ্যদবাণী, দেখবি কলকাতা শহরে একদিন গলির মোড়ে মোড়ে পানের দোকানের মতো চপ কাটলেটের দোকান হবে।

তবে কচুরি ও আলু ছেঁচকির প্রতি স্বামীজির দুর্বলতা ছিল অতি প্রবল। নানা দোকান থেকে আনিয়ে তো খেতেনই, লন্ডনে গিয়ে নিজেই বানাতেন বাড়ির বেসমেন্টে বসে। ভারত পরিব্রাজন কালে একবার নাকি কারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, আপনি কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী? পুরী না গিরি? বিবেকানন্দ সহাস্যে উত্তর দিলেন, দুটোর কোনোটাই না, আমি কচুরি সম্প্রদায় ভুক্ত। যিনি খেতে ভালোবাসেন, তিনি খাওয়াতেও ভালোবাসেন। স্বামীজি চপ কাটলেট বানিয়ে খেতেন ও লোককে খাওয়াতেন। সারদা মা'র কথায় , নরেন আলু চটকে কী সব রাঁধতো। তাকে কী বলে? একবার স্বামীজী তাঁর সন্ন্যাসী বন্ধুদের কাছে ভবিষ্যবাণী করেছিলেন - 'এরপর দেখবি কোলকাতা শহরের গলির মোড়ে মোড়ে পানের দোকানের মত চপ কাটলেটের দোকান হবে।'

উনিশ শতকের শেষের দিকে করা তাঁর এই ভবিষ্যবাণী বিশ শতকের প্রথমে এসে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছিল। কলকাতায় অলিতে গলিতে গজিয়ে উঠলো চপ কাটলেটের দোকান। পুরানো সেসব দোকানের কয়েকটি আজও টিকে আছে।

শিকাগো যাত্রার আগে বোম্বাইতে স্বামীজি ১৪ টাকা খরচ করে এক হাঁড়ি পোলাও রান্না করেন শিষ্যদের জন্য। তার থেকে এক টুকরো মাংস ছাড়া নিজে আর কিছুই খাননি। মা সারদা বলেছেন, নরেন নানা রকমের মাংস রাঁধতে পারত।

এই সেদিন পর্যন্ত ফাউল অর্থাৎ মুরগির মাংস গৃহস্থ ঘরে ঢোকা ঘোর অনাচার বলে মানা হত। কিন্তু সে কালে নরেন এ সব বেনিয়ম ভেঙে দিয়েছিলেন এবং স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তা বিলক্ষণ জানতেন। স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, সেদিন নরেন বলিল, চল আজ তোদের কুসংস্কার ভাঙিয়া দিই।... সন্ধ্যার সময় কাশীপুর বাগান হইতে পদব্রজে আমরা নরেনের সঙ্গে বিডন স্ট্রিটে বর্তমানে যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার, তাহার নিকটে পীরুর দোকানে উপস্থিত হইলাম। নরেন ফাউলকারি অর্ডার দিল। রাত্রে কাশীপুরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় গিয়েছিলি? আমি বলিলাম কলিকাতার বিডন স্ট্রিটে পীরুর দোকানে।জানতে চাইলেন কী খেলি? আমি বলিলাম, মুরগির ডালনা। শেষ পর্যন্ত ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, বেশ করেছিস। ঠাকুরের কাছে অভিযোগ পৌঁছল, নরেন মাংস খায় যথেচ্ছ। নিয়মিত হোটেলে খায়। বিবেকানন্দ বলতেন শরীরকে ছিক রাখতে গেলে প্রোটিন খেতে হবে

নবদ্বীপ পৌরসভায় নিয়োগ, শহর জুড়ে অবৈধভাবে জলাশয় ভরাটের প্রতিবাদ সহ ১৩ দফা দাবীতে অভিযান ডিওয়াইএফআই এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ নবদ্বীপ পৌরসভায় চার শতাধিক শূন্যপদে স্বচ্ছতার সাথে কর্মী নিয়োগ, গঙ্গাবক্ষ থেকে অবৈধভাবে বালিমাটি তোলা ও পাচার বন্ধ করা, গৌরাঙ্গ সেতু রক্ষা করা, গ্রীনসিটি মিশন প্রকল্পের প্রায় ৮ কোটি টাকার হিসাব জনসমক্ষে আনার দাবি সহ ১৩ দফা দাবিতে সোমবার নবদ্বীপ পৌরসভা অভিযানের ডাক দেয় DYFI নবদ্বীপ। সোমবার প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে নবদ্বীপ রাম-সীতা পারা থেকে এক সুবিশাল মিছিল শুরু হয়, যা হরিসভা পাড়া মোড়, পোড়ামাতলা মোড়, রাধাবাজার মোড় হয়ে নবদ্বীপ পৌরসভার সামনে উপস্থিত হয়। মিছিল পৌরভবনের সামনে আসতেই পুলিশ বাহিনী মূল ফটক আটকে দিলে সাময়িক ধুন্ধুমার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, এবং বেশ কিছু বিক্ষোভকারী দলীয় ঝান্ডা নিয়ে পৌরসভা দপ্তরের ভেতরে ঢুকে পরে। যদিও পরবর্তী সময়ে তারা পৌরভবন থেকে বেরিয়ে আসে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই নদীয়া জেলা সম্পাদক রুদ্র মুখার্জী, প্রাক্তন যুবনেতা সুমিত বিশ্বাস, নবদ্বীপ লোকাল সম্পাদক পীতম মজুমদার, সভাপতি অভিজিত দত্ত, জেলা কমিটির সদস্য শ্রীময়ী মুখোটি, সহ-সভাপতি সুব্রত দেবনাথ, শুভেন্দু নন্দী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা বেচু সিংহরায় প্রমুখ ও অসংখ্য কর্মীসমর্থক। বিক্ষোভ সভায় ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব দাবী করেন ২০০০ সালে তৃণমূল পৌরসভা ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২৫ বছর ধরে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ হয়নি। পৌরসভা দপ্তরে পৌরপতি অল্প ভাতার বিনিময়ে তৃণমূলের ক্যাডার পুষে কাজ চালাচ্ছেন। ফলে সাধারণ মানুষ সঠিক পরিষেবা থেকে নিত্যদিন বঞ্চিত হচ্ছেন। সাধারণ ছেলে-মেয়েরা এলাকায় কাজ না পেয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরের কোন রাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছে। অবিলম্বে পৌর কর্তৃপক্ষ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা প্রকাশ করুক। গ্রীনসিটি মিশন প্রকল্পে শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য খরচ হওয়া ৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৮৪ টাকা কোন উন্নয়নমূলক কাজে পৌর কর্তৃপক্ষ খরচ করেছেন তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। প্রান্তিক অংশের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র, মৃতদেহ দাহ খরচ ও মিউটেশন ফি কমানোর দাবি জানানো হয় এদিনের সভা থেকে। এছাড়াও বক্তব্যে বক্তারা বলেন শহরের পুকুর ও জলাশয় বেআইনিভাবে শাসকদলের মদতে ভরাট করে একাংশের অসাধু ব্যবসায়ী প্রোমোটারিরাজ কায়েম করেছে। ঐতিহ্যর এই শহরের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ভাগীরথী নদী থেকে অবৈধভাবে বালি, মাটি তুলে পাচার করা হচ্ছে তৃণমূল, বিজেপি ও একাংশের সরকারি আধিকারিকদের মদতে। ফলে বামফ্রন্টের আমলে তৈরি হওয়া উত্তরবঙ্গের সাথে দক্ষিণবঙ্গের স্থলপথে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান সড়ক পথে ভাগীরথী নদীর ওপর তৈরী হওয়া গৌরাঙ্গ সেতু বিপণ্ণ হয়ে পড়ছে। তাই গৌরাঙ্গ সেতু রক্ষা করে ভাগীরথী নদীর ওপর বিকল্প আরেকটি সেতু তৈরির জন্যও দাবি তোলা হয়।

প্রায় ৫ বছর আগে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে শহরের উত্তরাঞ্চল প্রাচীন মায়াপুরে নির্মিত জেটি সাধারণ মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে চালু করার দাবি জানানো হয়। এছাড়াও এদিন তারা দাবি করে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড সংলগ্ন ভাগার অঞ্চলে বর্জ্য পদার্থ থেকে সার তৈরীর কারখানা এবং ১৯ নং ওয়ার্ড সংলগ্ন মণিপুর ঘাট অঞ্চলে বিভিন্ন মন্দিরের ব্যবহৃত বর্জ্য ফুল থেকে ভেষজ আবীর তৈরির কারখানা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। বেলা আনুমানিক একটা নাগাদ তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল পৌরসভার পৌরপতির কাছে তাদের ১৩ দফা দাবির স্মারকলিপি প্রদান ও দাবী বিষয়ে দীর্ঘক্ষন আলোচনা করেন। ডেপুটেশন শেষে DYFI নেতৃত্বরা জানান পৌরপতি তাদের প্রতিনিধিদলের তোলা দাবীর কিছু বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন ও তা নিরসনে সচেষ্ট হবেন বলে আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তারা আরও বলেন পৌরপতির কাছে করা দাবি যদি পূরণ করা না হয়, তবে নাগরিকদের নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে ডিওয়াইএফআই। যদিও DYFI এর এদিনের ডেপুটেশন প্রসঙ্গে নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপ্রধান বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন ডেপুটেশন একটি রাজনৈতিক দলের তরফে দিতেই পারে, এটা ওনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমরাও তাদের এই অধিকারকে প্রাধান্য দেই, পাশাপাশি তিনি বলেন তাদের দাবীগুলোর মধ্যে অন্যতম কর্মচারীদের স্থায়ীকরন ও নিয়োগ, কিন্তু গত ২০১৯ সালে সরকার একটা নিয়ম করেছে যেকোন পৌরসভায় নিয়োগ করবে কমিশনের মাধ্যমে এখানে আমাদের কোন হাত নেই, পাশাপাশি তিনি আরও জানান তারা দাবী করতেই পারে, কিন্তু তার সবগুলো প্রাসঙ্গিক নয় কারন হিসেবে তিনি বলেন নবদ্বীপ পৌরসভার তরফে জন্ম বা মৃত্যুর শংসাপত্র সম্পুর্ন বিনামূল্যে দেওয়া হয়, এছাড়াও জলাশয় ভরাট প্রসঙ্গে তিনি বলেন এটা দেখার দায়িত্ব পৌরসভার নয় তারজন্য নির্দিষ্ঠ দপ্তর আছে।

নানুরে দু'টি বাইকের সংঘর্ষ, মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই চালকের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও দুই আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে নানুর থানার গানপুর সংলগ্ন বাদশাহী রাজ্য সড়কে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম শেখ তাহের ও রাজু দাস। জানা গেছে, শেখ তাহের বাইকে নতুনগ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন শেখ আব্দুল্লাকে সঙ্গে নিয়ে। অন্যদিকে, রাজু উল্টো দিক থেকে আসছিলেন রাম দাসকে নিয়ে। গানপুরে দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই দুই বাইক চালকেরই মৃত্যু হয়। আহত দু'জনকে প্রথমে পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দু'জনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

ভাঙল বাঁধ, প্লাবিত মালদার ভূতনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ আবারও বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হলো মালদার ভূতনি এলাকা। পশ্চিম রতনপুরে ভাঙল নদী বাঁধ। সোমবার পশ্চিম রতনপুর এলাকায় তৈরি সেচ দফতরের বাঁধ ভেঙে ফের জল ঢোকে ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকায়। কার্যত বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা। জানা গেছে, কেশবপুর কলোনি এলাকায় নতুন বাঁধের পরে একটি রিং বাঁধ তৈরি করা হয়। তাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হু হু করে জল ঢোকে ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকায়। ফের এলাকাবাসীদের জলবন্দি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

OFFICE OF THE KALATALAHAT GRAM PANCHAYAT
KALATALAHAT : RAMNAGAR : SOUTH 24 PARGANAS
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited by the Pradhan, Kalatalahat Gram Panchayat from resourceful, experienced contractors/agencies for **(1) NIeT No. 02/Un-Tied 15th FC(2025-26) 1st Inst. vide Memo No. 595/ KHGP/25-26, Date: 15.09.2025 for 8(Eight) work.** Bid submission (online) from **16/09/2025, 18.00 Hrs. up to 22/09/2025 14.00 Hrs.** Bid opening date (Online) **24/09/ 2025 at 11.00 Hrs**. For details. Please visit website **https:// wbtenders.gov.in** or may visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kalatalahat Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER NO-03/2025-26, Date: 15/09/2025
Bid submission end date- **22.09.2025 – 6 PM.** Bid open Date(Technical)- **24.09.2025 – 1pm.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি
আমি সুশান্ত কুমার দলাই- বিগত ইং ০৪.০২.২০২৫ সালে ৯৮৪ / ২৫ নং দলিল মূলে বিনয় বাহাদুর সিং এরপক্ষে আমোক্তার সমীর কুমার বিশ্বাস (পাওয়ার নং-৪৮৪ / ২০১৪) এবং সমীর কুমার বিশ্বাস এর পক্ষে আমোক্তার তারকনাথ সাউ (পাওয়ার নং-৯৪৩৫ / ২০২৩) এর নিকট হইতে জয়পুরবিল মৌজায়, জে.এল ১৬ ভুক্ত, এল.আর ২৪৭ নং খতিয়ান ভুক্ত, আর এস ১৮৪৯ নং দাগের হাল এল.আর ১৯০৫ নং দাগে ১ কাঠা ৩ ছটাক সম্পত্তি খরিদ করিয়া বালি জগাছা বি.এল.এন্ড এল. আরও অফিসে মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তারদাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে-আগামী-১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১৪এ-২৫, তারিখ ০৯.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. **ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-১৪এ-২৫** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে মেন লাইনে ট্রিপিং কমিয়ে সেকশনিং-এর ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে বিভিন্ন ইয়ার্ড, সাইডিংগুলিতে মেন-এ ব্রেকার-এর (বিএম) পরিবর্তে সার্কিট ব্রেকারের ব্যবস্থা করার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,০৫,৯২,৬০০.৪৩ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৪,৫৩,০০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না ও সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
HWH-291/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল অঞ্জলি সেন, কালীপদ সেনের স্ত্রী, যিনি শিকারি বাগান, দিঘি রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড- ৭৪৩৪২২-এ বসবাস করেন, তিনি ২০০২ সালের জন্য এ.ডি.এস.আর. বসিরহাটের অফিসে নিবন্ধিত একটি হস্তান্তর দলিল হারিয়েছেন এবং ২০০৮ সালের জন্য বই নং ১ এবং হস্তান্তর নং ৪০৪৮-এ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এ.ডি.এস.আর. বসিরহাটের অফিসে নিবন্ধিত আরেকটি হস্তান্তর দলিল হারিয়েছেন এবং জি.ডি. এন্ট্রি নং ৬০৬-এর মাধ্যমে ০৭-০৯-২০২৫ তারিখে বসিরহাট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছেন। যে কোনও ব্যক্তির যদি এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, অথবা যে কোনও আপত্তি থাকে, তাহলে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট দলিল প্রমাণ সহ, নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।
পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নম্বর ৯০০৭৮২৪৯৫৭

পুজোয় ঘর থেকেই টোটো-কান্দিতে চালু 'দুয়ারে টোটো' পরিষেবা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কান্দি, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ উদ্দেশ্য পুজোর মরশুমে কান্দি শহরকে যানজট মুক্ত রাখা। তাই কান্দি পুরসভার উদ্যোগে বিশেষ মোবাইল নম্বর চালু করা হয়েছে। ওই নম্বরে ফোন করলেই টোটো হাজির হবে দুয়ারে। রবিবার থেকে টোটো পরিষেবার জন্য চালু হয়েছে এই নম্বর। পাশাপাশি পুজো মরশুমে সকাল ৯ টা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত গোটা কান্দি বাজার এলাকাকে নো-পার্কিং জোন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কান্দি থানার পাশে ব্যবসায়ী সমিতির মাঠ ও বাজার সংলগ্ন সবুজ সংঘের মাঠে টোটো ও বাইকের পার্কিং জোন করা হয়েছে। কান্দির পুরপ্রধান জয়দেব ঘটক জানিয়েছেন, কান্দি বাজারে বা অন্যান্য জায়গায় আমরা যানবাহন চলাচলের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা করছি না। টোটো বা বাইক বাজারে সকাল ৯টা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। টোটো যাত্রী নামিয়ে চলে যাবে পার্কিং জোনে। তার জন্য দুটি জোন তৈরি করা হয়েছে। কান্দি টোটো ও ই-রিক্সা ইউনিয়নের সম্পাদক মিরাজ শেখ বলেন, কেউ বাজার করার পর দোকানদাররা বা সাধারণ বাসিন্দা আমাদের নম্বরে ফোন করলেই তাঁদের কাছে টোটো পৌঁছে যাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। তার জন্য কুড়িটি টোটো প্রত্যেকদিন রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত অন কলে রাখা হচ্ছে। কান্দির ব্যবসায়িক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত সরকার বলেন, মানুষের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা। পাশাপাশি কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহা জানিয়েছেন, মূলত কান্দি শহর পূজোর সময় প্রতিবছর যানজটের কবলে পড়ে। এ বছর যাতে যানজট মুক্তভাবেই মানুষ চলাচল করতে পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাথর খাদানের ধ্বসে মৃত্যু, অসহায় পরিবারের পাশে অধ্যাপক নুরুল আলম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ নলহাটির বাহাদুরপুর পাথর খাদানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ২৬ বছর বয়সী জিয়ারুল শেখ।

পরিবারের একমাত্র রোজগেরে জিয়ারুল দিনমজুরির কাজ করতেন খাদানে। স্ত্রী, তিন নাবালক ছেলে ও বৃদ্ধ মাকে নিয়ে কোনোরকমে সংসার চলত তার। সরকারি আবাস যোজনার ঘর বা নিজের জমি কিছুই ছিল না। সরকারি পাট্টার জমিতে কালো ত্রিপলের ছাউনি দিয়েই চলছিল সংসার। গত শুক্রবারের ধ্বসে মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায় সেই সংসারের একমাত্র ভরসা। স্বামীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন স্ত্রী মানোয়ারা খাতুন। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রশ্ন তোলেন- আগামী দিনে কীভাবে চলবে সংসার, কীভাবে পড়াশোনা করবে সন্তানরা, কাল থেকে কী খাবে তারা? এই খবর পেয়ে মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ান বাংলা জনজাগরণ মঞ্চ-এর সভাপতি অধ্যাপক নুরুল আলম। তিনি আশ্বাস দেন পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্য তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা করা হবে এবং সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি সরকারের কাছে দাবি জানান- অবৈধভাবে চলতে থাকা পাথর খাদান দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হোক এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে থাকা শ্রমিকদের জন্য ইন্সুরেন্স ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হোক।

বেটিং চক্র রুখতে অভিযান পুলিশের, উদ্ধার ১ কোটিরও বেশি নগদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরে বেটিং চক্রের রমরমা রুখতে অভিযানে নেমেছে পুলিশ। অভিযান চালিয়ে গত কয়েকদিনে ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রবিবার রাতভর তল্লাশিতে জেলাজুড়ে এক কোটি টাকারও বেশি নগদ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন, বেআইনি বেটিং চক্রের মোট ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে এই চক্রের পিছনে আরও মাথা থাকতে পারে বলে অনুমান পুলিশের। তাঁদের খোঁজেই বিভিন্ন জায়গায় তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বিভিন্ন অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বেটিং চক্রের রমরমা বাড়ছে দক্ষিণ দিনাজপুরে। এমন খবর আসে জেলা পুলিশ প্রশাসনের কাছে। এরপরেই জেলাজুড়ে অভিযানে নামেন পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। কয়েকদিন আগেই বেটিং চক্রের সঙ্গে যুক্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। শুধু তাই নয়, তদন্তে নেমে পুলিশ আধিকারিকরা এই চক্রের ৩ জন মাথার হদিশ পান। তাঁদের মধ্যে পিন্টু ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত পিন্টু স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ী। এই ব্যবসার আড়ালেই বেটিং চক্র চলত বলে অভিযোগ। এরপর ধৃত পিন্টুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিকিমের গ্যাংটক থেকে অপূর্ব সরকার ও কুণাল দাসকে গ্রেফতার করে আনে।

৩ মাস পর খুলে গেল গরুমারা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ তিন মাস বন্ধ থাকার পরে আজ থেকে উত্তরবঙ্গের তিনটি জাতীয় উদ্যান পর্যটকদের জন্যে খুলে দেওয়া হবে। গরুমারা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ছাড়াও আলিপুরদুয়ারের বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষন কেন্দ্রটি আজ থেকে সাধারনের জন্যে খুলে দেওয়া হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এইজন্যে প্রতিটি বনাঞ্চলকে নতুন ভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এইবছর লাটাগুড়ি, জলদাপাড়া ও গরুমারা জঙ্গলে সাফারির জন্যে জিপসি এবং গাইড খরচ অপরিবর্তিত থাকছে। উল্লেখ্য বর্ষা এবং বন্যপ্রানীদের প্রজননের জন্যে প্রতিবছর ১৫ জুন থেকে তিন মাস এই তিনটি জাতীয় উদ্যান সাধারনের জন্যে বন্ধ থাকে।

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে একযোগে অভিযানে নামল পাঁচটি দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী চৌরঙ্গী থেকে নলডুবি পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে একযোগে অভিযানে নামল পাঁচটি দপ্তর। সোমবার শুরু হয় এই অভিযান। আসন্ন দুর্গাপূজা সামনে রেখে শহরকে যানজট ও অবৈধ পার্কিং থেকে মুক্ত রাখতেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এদিন পুরাতন মালদা পৌরসভা, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, ট্রাফিক পুলিশ, আরটিও এবং দমকল বিভাগ যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযোগ উঠেছিল, জাতীয় সড়কের দুই ধারে দীর্ঘদিন ধরে গজিয়ে উঠেছে অবৈধ পার্কিং। এমনকি স্থানীয় গ্যারেজ মালিকরাও রাস্তার উপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে মেরামতির কাজ চালাতেন। এতে এলাকায় প্রায়শই তৈরি হচ্ছিল তীব্র যানজট। যদিও বহুবার অভিযোগ জানানো হয়েছিল বিভিন্ন দপ্তরে, তবুও তাতে বিশেষ ফল মেলেনি। এদিন সরজমিনে গিয়ে কড়া বার্তা দেওয়া হয়- ভবিষ্যতে আবারও এই ধরনের অবৈধ দখলদারি বা পার্কিং ধরা পড়লে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে ট্রাফিক পুলিশ সরাসরি যানবাহন আটক করবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, পিডব্লিউডি-র আধিকারিক বিমল মজুমদার, ট্রাফিক আইসি ধনঞ্জয় কুমার বিশ্বাস ও আরটিওর কর্তারা।

অবৈধভাবে চলছে গাছ কাটার কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দ্রকোনা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই দেদারে চলছে গাছ কাটার কাজ।খবর করতে গেলে সংবাদ মাধ্যম কে হুমকির মুখে পড়তে হল। চন্দ্রকোনা ১ নাম্বার ব্লকের লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঙুর গ্রাম এলাকায় অবৈধভাবে গাছ কাটা চলছে প্রকাশ্য দিবালোকে। বেশ কয়েকটি গাছ কাটার পরেই কোন বৈধ কাগজপত্র না থাকায় গাছ কাটতে বাধা দেয় এলাকার মানুষ ও জনপ্রতিনিধিরা। ঘটনার খবর পেয়ে খবর করতে গেলে সংবাদ মাধ্যমকে হুমকির মুখে পড়তে হলো গাছ পাচারকারীদের কাছে। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা ওই গাছ ব্যবসায়ীর কাছে জানতে চায় গাছ কাটার বৈধ কাগজপত্র আছে কিনা। তখনই একপ্রকার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, গাছ ব্যবসায়ী। তার পাশাপাশি তিনি বলেন আমি পঞ্চায়েত সদস্যের সাথে কথা বলে এই গাছ কাটছি। যদিও পঞ্চায়েত সদস্য জানান এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। এরপরেই জনপ্রতিনিধি ও এলাকার সাধারণ মানুষের সামনেই সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের হুমকি দেয় ও ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন ওই অসাধু ব্যবসায়ী। সাংবাদিকদের নামে মিথ্যাচার ও কুমন্তব্য করেন তিনি। যদিও ঘটনা স্থলেই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন চন্দ্রকোনা এক নাম্বার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য লক্ষীকান্ত পন্ডিত। এবং এই বিষয়ে লক্ষ্মীপুর এক নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জানান অভিযোগ সত্য নির্দিষ্ট কোন কাগজপত্র বা বৈধ কোন কাগজপত্র নেই। এবং সংবাদ মাধ্যমকে তিনি হুমকি দিয়েছেন খুব নিন্দনীয় ঘটনা এবং এর তীব্র নিন্দা জানায়।

বেআইনিভাবে ঔষুধ বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার গ্রামীণ চিকিৎসক

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ নির্দিষ্ঠ অনুমতি ছাড়াই বেআইনিভাবে ঔষধ বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার গ্রামীণ চিকিৎসক। এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল রমরমিয়ে ব্যাবসা, অবশেষে গ্রেপ্তার গ্রামীণ চিকিৎসক। সরকারি অনুমোদন ছাড়াই ঔষধ বিক্রির অভিযোগে এক গ্রামীণ চিকিৎসককে গ্রেফতার করলো নদীয়ার কোতোয়ালী থানার পুলিশ। সূত্রের খবর কৃষ্ণনগর কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত জালালখালি বাজারে

দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামীণ চিকিৎসক হিসেবে দোকান চালাচ্ছিলেন লক্ষণ কুমার শর্মা নামক এক ব্যাক্তি। অভিযোগ চিকিসা করার পাশাপাশি ড্রাগ কন্ট্রোল দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই বিক্রি করতেন বিভিন্ন ধরনের ঔষধ। অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার সেখানে তদন্তে যান নদীয়া জেলা ড্রাগ কন্ট্রোল দপ্তরের আধিকারিকরা। ওই চিকিৎসকের দোকানে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় একাধিক ঔষধ, যার কোনো বৈধ কাগজপত্র তিনি দেখাতে পারেননি। পাশাপাশি ওষুধ বিক্রি করারও সরকারি নির্দিষ্ঠ কোন অনুমতিও দেখাতে পারেনি ওই গ্রামীণ চিকিৎসক। জেলা ড্রাগ কন্ট্রোলে ইন্সপেক্টর সুপ্রকাশ মন্ডল জানান, অভিযোগ পেয়ে এদিন আমরা এই দোকানে অভিযান চালাই এবং যেসকল ওষুধের বৈধ কাগজ উনি দেখাতে পারেননি। উক্ত ঔষধ গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয় ও তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি তিনি আরও জানান এই ওষুধ গুলো ল্যাবে পাঠিয়ে পরীক্ষাও করা হবে এরই সাথে তিনি বলেন আগামী দিনে এইধরনের অভিযান আরও করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী পূর্ণিয়ায় উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেছেন

মালিগাঁও, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বিহারের পূর্ণিয়ায় প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেছেন।

উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ঘোষণা দিয়ে নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেন যে রেলওয়ে, বিমানবন্দর, বিদ্যুৎ এবং জলের এই প্রকল্পগুলি সীমাঞ্চলের আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় হিসেবে কাজ করবে। তিনি আজ একটি বন্দে ভারত, দুটি অমৃত ভারত এবং একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের উদ্বোধন করেন। তিনি নতুন আরারিয়া-গালগালিয়া রেল লাইনের উদ্বোধন এবং বিক্রমশীলা-কাটারিয়া রেল লাইনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রামমোহন নাইডু, রাজীব রঞ্জন সিং, জিতান রাম মাঞ্জি, গিরিরাজ সিং, চিরাগ পাসওয়ান, নিত্যানন্দ রাই, রাম নাথ ঠাকুর, ড. রাজ ভূষণ চৌধুরী, শ্রী সতীশ চন্দ্র দ্যুতি।

নিজ উদ্যোগে দুঃস্থদের পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী প্রদান উপপ্রধানের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ নিজ উদ্যোগে নিজের পঞ্চয়েত এলাকার দুস্থ যক্ষা রোগী, গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী প্রদান করলেন পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর- ১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব। সোমবার জামালপুর ১ নং পঞ্চায়েতের ২২ জন বাসিন্দাকে ডাল, সোয়াবিন, ডিম, ছাতু সহ বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল জানান, তার আশা কর্মীদের মারফত তিনি জানতে পারেন যে তার পঞ্চায়েত এলাকায় কিছু দুঃস্থ যক্ষা রোগী, গর্ভবতী মহিলা এবং প্রসূতি মা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে রয়েছে। সেই খবর পেয়ে তিনি তাদের হাতে পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী তুলে দেবার উদ্যোগ নেন। সোমবার পঞ্চায়েত অফিসে তাদের ডেকে তাদের হাতে পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। উপপ্রধানের এই মানবিক উদ্যোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রাপকরা। সাহাবুদ্দিনবাবু আরও জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে তাদের প্রয়োজন হলে আরও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হবে। তার পঞ্চায়েত এলাকায় দু ঃস্থ মানুষজন কেউ অপুষ্টিতে ভুগলে তার সাথে যোগাযোগ করার আবেদন জানান তিনি। উল্লেখ্য, জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল সারা বছর ধরেই এলাকার মানুষদের পাশে বিপদে আপদে দাঁড়ান। এর আগে তার বিভিন্ন দৃষ্টান্তমূলক কাজ মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বস্ত্রদান, খাদ্য দান, রক্তদান, ত্রান প্রদান, দু ঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ভর্তি করানো থেকে শুরু করে একাধিক জনকল্যান ও সমাজসেবামূলক কাজের জন্য এলাকায় তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে এসঅ্যান্ডটি ডিপার্টমেন্টে অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মীদের পুনর্নিয়োগ
মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা, রেলওয়ে বোর্ডের লেটার নং ই(এনজি)II/২০২৪/আরসি-৪/৯, তারিখ- ১৫.১০.২০২৪-এর অধীনে মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে ভারতীয় রেলওয়ে থেকে অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মীদের এসঅ্যান্ডটি ডিপার্টমেন্টে ইন্সট্রাক্টর/এসঅ্যান্ডটি পদে পুনর্নিয়োগ করতে চলেছে। বিস্তারিত জানতে **https://mtp.indianrailways.gov.in**-এ দেখুন **"NEWS & ANNOUNCEMENT> RECRUITMENT INFO>RE-ENGAGEMENT"**।
ডেপুটি চিফ পার্সোনেল অফিসার-I
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

সমগ্র এলসি গেটের সমীপবর্তী পথের মেরামত
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৬৪ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনের সমগ্র শাখা লাইন এলসি গেটের সমীপবর্তী পথের মেরামত। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,১৩,০৩,৫৪৪.৫০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৫৬,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/MED/SNIT-05/2025-26
Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of restoration of embankments. Last date & time of application for Tender Form on **18.09.2025 Up to 17.00 Hours.** Details may be seen at the website : **www.wbiwd.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER NO-04/KGP/2025-26, Date: 15/09/2025
Date of issue of tender paper from **18.09.2025 to 22.09.2025 up to 4.00 PM**. Date & time of dropping of tender paper-**23.09.2025 up to 3.00 PM.** Date & Time of opening of tender **24.09.2025 at 3:00 P.M**. For more details information visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৯৭, তারিখ ঃ ১২.০৯.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৩৮৮। কাজের নাম ঃ** "সিনি. ডিইএন (১)/ হাওড়া-এর অধীনে বালি গুড্স শেড-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ"- এর জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৪,৩৭,৬৪৪.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,০৮,৮০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৩৮৯। কাজের নাম ঃ** "সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়া-এর অধীনে হাওড়া ডিভিসনে হরিণসিং গুড্স শেড-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ"- এর জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৩,৪৩,৮৯০.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ১,৪৬,৯০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৩৭৯। কাজের নাম ঃ** "সিনি. ডিইএন (১)/হাওড়া-এর অধীনে তারকেশ্বর গুড্স শেড-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ"- এর জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৪,৯৯,২৭৫.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৯০,০০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৫২-আর। কাজের নাম ঃ** "হাওড়া ডিভিসনে হট অ্যাক্সেল বক্স ডিটেক্টর (এইচএবিডি) (১৪টি)-এর প্রতিষ্ঠা"-র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩১,৫৫৫.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৪,৬০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য ০৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে এবং ক্র. নং. ৩ ও ৪-এর জন্য ০৯.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
HWH-295/25-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/087/11/2025-2026/R
Name of Work: **Renovation of drainage system by Constructing C.P, SICP allied civil works near 7 T. N. Majumder Street & other places in Ward No.-87.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,922.37**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **75 days.** Last date and time of submission of Bid: **08.10.2025 – 5 p.m.** Date and time of opening of Tender: **10.10.2025 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.09.2025 (5 p.m.)**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/072/21/2025-2026/D
Name of Work: **Repairing of kerb and channel stones near 129/1, 160A, Bakul Bagan Road and other areas in Ward No.-72.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,48,231.57**. Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/072/20/2025-2026/D
Name of Work: **Restoration of Paver block and IPS on Footpath near 2A, 2/B Ramesh Mitra Road, 4/B Indra Roy Road etc. in Ward No.-72, disturbed by CESC, Natural Wear And Tear.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,49,611.65**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **75 days.** Last date and time of submission of Bid: **09.10.2025 – 5 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). Date and time of opening of Tender: **11.10.2025 – 5 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **19.09.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 2 & 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-IX, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/IX/077/019/2025-2026/R
Name of Work: **Repairing of IPS passage at 18/H/3, 12/1, 7, M. M. Ali Road, 6/1, Ibrahim Road, 45/H/14, Karl Marx Sarani, 33, Dent Mission Road and its surrounding areas damaged by W/S Department and other P.U Agency in Ward No.-77.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,191.59**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
(2) NIT No.: KMC/IX/077/045/2025-2026
Name of Work: **Repairing of IPS passage at 1/1, 26/A, Ekbalpore Road, 46/2, 45/3A, Mansatala Lane, 1E/H/9, Ibrahim Road, 46, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas damaged by W/S Department in Ward No.-77.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,98,563.02**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
(3) NIT No.: KMC/IX/082/060/2025-2026/R
Name of Work: **Repair of Bustee passage at 17, 19, 15, Rakhal Das Auddy Road and adjacent area in Ward No.-82.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,39,965.56**. Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Period of Completion: **45 days.**
(4) NIT No.: KMC/IX/082/065/2025-2026/R
Name of Work: **Arrangements at different Ghats on Tolly Nalah for Chatt Puja in Ward No.-82.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,98,160.08**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **09.10.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 4). Tender will be opened on: **11.10.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **16.09.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XI, KMC** invites e-Tender online percentage rate in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/104/031/2025-26/R
Name of Work: **Renovation of U.G. drainage system at 76/D/2 Garfa Main Road in Ward No.-104.** Estimated Value (Incl. GST & CESS): ₹ **2,64,974.11**. Earnest Money: ₹ **5,300.00.** Time of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **25.09.2025 upto 12 Noon.** Date and time of opening of Bid: **08.10.2025 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **17.09.2025 (From 5 p.m.)** from the website **https://etender.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/E.E.(C)/APAS/01/153/282/XVI/144/004/25-26
Name of Work: **Maintenance of C.C. Road at 126/1 Kayal Para in Ward No.-144.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,95,991.69**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **25.09.2025 – 12 Noon.** The Tender will be opened on: **08.10.2025 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**
(1080/25-26)

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

পুজোর আগে বাড়িতেই তৈরি করতে পারেন শাড়িতে পকেট!

শাড়ি পরতে ভালবাসেন অনেকেই। স্রেফ ঝক্কির কথা ভেবে তন্বীরা সেই পোশাক খানিক এড়িয়েই যান। ঝোঁকেন পাশ্চাত্যের পোশাকের দিকে। তাই তো অফিস হোক কিংবা কোনও কাজে বেরনোর সময় জিনসই পরে নেন তাঁরা। কারণ, ভিড় বাস, ট্রেন অথবা মেট্রোয় ওঠার সময় সঙ্গে ব্যাগ না থাকলে হাতে থাকা স্মার্টফোন সহজেই পকেটে রাখা যেতে পারে। শাড়িতে সেই বন্দোবস্ত নেই। তাই তো রোজকার পোশাকের দৌড়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে শাড়ি। তবে শাড়িতেই যদি পকেটের ব্যবস্থা করা যায়, তবে কেমন হয় বলুন তো। ভাবছেন সে আবার হয় নাকি। তেমন শাড়ি কোথায় কিনতে পাবেন, তা নিয়েও নিশ্চয়ই ভাবনাচিন্তা করছেন। ভ্রূ কুঁচকে দুশ্চিন্তা ছাড়ুন। বরং সহজ কৌশলে নিজেই প্রিয় শাড়িতে বানিয়ে ফেলুন পকেট।হাতের কাছে কিছু টুকরো কাপড় আর সূঁচ, সুতো থাকলেই ফ্যাশনের নয়া ট্রেন্ডে গা ভাসাতে পারেন আপনিও। ধরুন আপনার শাড়িটি লাল রঙের। তার সঙ্গে মানানসই যেকোনও রঙের কাপড় নিন। শাড়িটি একবার পরে ফেলুন। এবার কুঁচির পাশে কোমরের অংশটি চক দিয়ে চিহ্নিত করে নিন। কারণ, কোমরের কাছে পকেট থাকলে আপনার মোবাইল-সহ

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র রাখতে সুবিধা হবে। এবার শাড়ি খুলে ফেলুন। অন্য একটি কাপড়ের টুকরোকে যেকোনও মাপে পকেটের আকারে কেটে নিন। আপনার পছন্দ এবং প্রয়োজনই এক্ষেত্রে শেষ কথা। এবার পালা সেলাইয়ের। চিহ্নিত করা ওই অংশে টুকরো কাপড়টি কীভাবে বসাবেন, তা স্থির করুন। পরবর্তী ধাপে সূঁচ, সুতো দিয়ে ওই টুকরো কাপড়টি আপনার শাড়িতে লাগিয়ে নিন। এবার দেখুন তো শাড়ি একেবারে অন্যরকম হয়ে গিয়েছে না! আর কোনও ঝামেলা নেই। যেকোনও জায়গায় পকেট শাড়ি পরে বেরিয়ে পরুন। হাত ফাঁকা রাখতে চাইলে পকেটেই রাখুন দরকারি জিনিসপত্র। এই ধরনের শাড়ি পরে বেরলে যে আপনার দিকে সকলেই দু-একবার তাকাবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আপনার স্টাইল অনেকে নকলও করতে পারেন। আবার মুহূর্তের মধ্যেই আপনি চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতেও চলে আসতে পারেন। নিজে হাতে তৈরির খাটুনি করতে না চাইলে অনায়াসে পকেট দেওয়া শাড়ি কিনতে পারেন। যেভাবেই হোক না কেন গা ভাসান ফ্যাশনের নয়া ট্রেন্ডে। কে বলতে পারে বিশেষ ধরনের এই শাড়ির জন্যই হয়তো আপনি কারও ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠলেন।

পুজোয় পোশাক পরলে হবে না, তার সঙ্গে চাই মানানসই গয়নাগাটি

কাজের চাপ সারাবছর সেভাবে সাজগোজ করার সময় পান না অনেকে। তবে পুজোর পাঁচদিন একেবারে অন্যরকম। এই সময় সাজগোজ না করলে হয়না। শুধু ভালো পোশাক পরলে হবে না, তার সঙ্গে চাই মানানসই গয়নাগাটি। গলার কাটিংয়ের উপর নির্ভর করে গয়না না পরলে যে সাজটাই মাটি। তাই গয়নাগাটি কেনার আগে অবশ্যই পোশাকের গলার কাটিংয়ের দিকে নজর দিন।

ভি গলার পোশাক- বেশিরভাগ মহিলাই নাকি ভ গলার পোশাক পরতে ভালোবাসেন। এই ধরনের পোশাকের সঙ্গে লম্বা নেকলেস পরতে পারেন। সঙ্গে থাকতে পারে ছোট্ট একটি লকেট। তাতে আপনি আরও মোহময়ী হয়ে উঠতে বাধ্য।

স্ট্র্যাপেলস গলার পোশাক ঃ এই ধরনের পোশাকের সঙ্গে নেকলেস অথবা চোকার পরতে পারেন। তবে পোশাকের সঙ্গে একই রঙের গয়না বাছবেন না। একটু যেন অন্যরকম হয়। তাতে আপনার গলা এবং পোশাক দু'টির সৌন্দর্য বাড়বে কয়েকগুণ।

সুইটহার্ট গলার পোশাকঃ সুইটহার্ট গলার পোশাকের সঙ্গে চোকার, ছোট্ট লকেটওয়ালা লম্বা হার পরতে হারেন। এই ধরনের পোশাকে গলার বেশিরভাগ অংশ ফাঁকা থাকে। তাই গয়নাগাটি ছাড়া এই ধরনের গলার পোশাক পরলে সাজ মাটি হতে বাধ্য।

চৌকো গলার পোশাক ঃ চৌকো গলার পোশাকের সঙ্গে লম্বা কিংবা লেয়ার্ড নেকলেস পরতে পারেন। চোকারও মন্দ লাগবে না।

ইউ আকৃতির গলার পোশাক ঃ ইউ আকৃতির পোশাক পরলে গলার অনেকটা অংশ ফাঁকা থাকে। তাই এই ধরনের পোশাকের সঙ্গে একটু ভারী গয়না পরতেই পারেন। কিংবা লম্বা ঝুলের হার, চোকারও বাছতে পারেন।

গলাবন্ধ পোশাক ঃ গলাবন্ধ পোশাকের সঙ্গে সরু চোকার বাছতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে পোশাকের কাজ যেন খুব ভারী না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। আর পোশাক যদি ভারী হয় তবে লম্বা নেকলেস পরুন। অবশ্যই লকেট থাকা প্রয়োজন।

ওয়ান শোলডার পোশাক ঃ ওয়ান শোলডার পোশাকের সঙ্গে অবশ্যই হালকা গয়না পরুন। ভুলেও ভারী গয়না পরবেন না। তাতে আপনার সাজটাই মাটি হবে।

বোটনেক পোশাক ঃ বর্তমানে বোটনেক কুর্তি কিংবা ব্লাউজ ফ্যাশনে ইন। এই ধরনের পোশাকের সঙ্গে লম্বা হার পরুন। সঙ্গে সুন্দর লকেট বেছে নিন। পুজোর দিনে এই সাজে আপনার দিক থেকে কেউ নজর ঘোরাতে পারবেন না।প্লাগিং গলার পোশাক ঃ এই ধরনের পোশাকের সঙ্গে লেয়ার্ড নেকলেস কিংবা ভারী গয়না পরতে পারেন। তাই পুজোয় সাজতে এখন থেকেই তৈরী হন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় এলাকার চাষী ভাইদের হাতে মাছের চারা তুলে দিলেন নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য স্বদেশ রঞ্জন গায়েন।

পুজোয় চেহারার সঙ্গে মাননসই কোন ব্লাউজে

পুজো প্রায় দোরগোড়ায় কড়া না।ছে। শাড়ি, ব্লাউজ, গয়না, মানানসই জুতো সবকিছুই পরিপাটি চাই পুজোর এই কটা দিন। বাজারে এখন

হাল ফ্যাশনের বিভিন্ন ব্লাউজ ইন। পছন্দের শাড়ির সঙ্গে চেহারার সঙ্গে মাননসই কোন ব্লাউজে সাজবেন জেনে নিন।ব্লাউজ কেনা বা বানানোর আগে তার মাপ ও কাট নিয়ে সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে আপনার পছন্দের শাড়ির সঙ্গে আপনার চেহারা অনুযায়ী ব্লাউজ না পরলে কিন্তু পুরো সাজটাই মাটি।

চেহারা বা স্তন ভারী হলে বুকের কাছে জরি বা পাথর দিয়ে নানা কারুকাজ করা ব্লাউজ না পরার চেষ্টাই করুন। বরং ভারী কাজের বদলে এক রঙের হালকা কাপড়ের ব্লাউজ পরতে পারেন আপনার পছন্দের শাড়ির সঙ্গে।যদি আপনার চেহারার গড়ন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্যাডেড, হল্টার নেক বা হাইনেক গলার ব্লাউজ ট্রাই করে দেখতে পারেন। এমনকি ব্লাউজের সামনের অংশে পাথরের বা কোনওরকম ভারী কাজ থাকলেও দেখতে ভালো লাগবে। আপনার চেহারার সঙ্গে মানানসইও হবে।

যদি আপনার হাতে মেদের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্লিভলেস ব্লাউজ পরার ক্ষেত্রে সচেতন হন। স্লিভলেস ব্লাউজের কারণে মেদ বেশি পরিমাণে দৃশ্যমান হলে তা দেখতে একেবারেই ভালো লাগে না। তাই চেষ্টা করবেন গ্লাস হাতা বা কনুই অবধি হাতার ব্লাউজ পরতে। আর যদি আপনি চেহারার কারণে আপনার মনপসন্দ ফ্যাশনের সঙ্গে কোনওরকম আপোস করতে না চান তাহলে অনায়াসে আপনার পছন্দের সাজ সাজতেই পারেন। সেক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসই হবে আপনার আসল প্রসাধন।চেহারার থেকে যদি আপনার কাঁধের অংশ চওড়া হয় তাহলে চওড়া নেকলাইনের সঙ্গে ছোট স্লিভের ব্লাউজ অনায়াসে পরতে পারেন। তবে হ্যাঁ, যা সবথেকে বেশি জরুরি তা হল সঠিক অন্তর্বাস পরতে হবে। তা না হলে অনেকসময়ই চেহারার গঠন ঠিক লাগে না। ফলে সমস্ত সাজ সেখানেই মাটি অয়ে যায়। তাই পুজোয় আপনার মনের মত সেজে উঠতে এবং ব্লাউজ নির্বাচনের আগে এই বিষয়গুলি মাথায় অবশ্যই রাখুন।

মুক্তি পেতে রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী

ইসলামাবাদ, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ সেনার রোষের মুখে পড়ে গদিচ্যুত ইমরান খানের ঠাঁই হয়েছে জেলের অন্ধকূপে। দেশে দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে কোনও ফল হয়নি। এই অবস্থায় জেলের নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে রাষ্ট্রসংঘে আবেদন জানালেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তাঁর আইনজীবীদের দল রাষ্ট্রসংঘের নির্যাতন সংক্রান্ত প্রতিনিধির কাছে এই আবেদন জমা দিয়েছেন। পাক সূত্রে জানা গিয়েছে, ইমরান খানের তরফে রাষ্ট্রসংঘের কাছে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের জেলে তাঁর সঙ্গে ভয়ংকরভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে নির্জন কারাগারে রাখা হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে। চিকিৎসা পরিষেবা তো দূর, নিম্নমানের খাবার খেতে দেওয়া হচ্ছে। কোনও

আইনি পরামর্শের সুযোগটুকু দেওয়া হচ্ছে না, পরিবারের সঙ্গেও দেখা করার সুযোগ নেই। ইমরানের রাজনৈতিক দলের অভিযোগ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জেলে যা ঘটছে তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন। ফলে পাক সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ যেন পদক্ষেপ করে। ইমরান খানের পুত্র সুলেমান খান এক বিবৃতিতে তাঁর বাবার প্রতি চলতে থাকা অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, বাবার প্রতি জেলে যে আচরণ করা হচ্ছে তা যেন কোনও মানুষকে ভোগ করতে না হয়। জেলে তাঁর বাবার মানবাধিকার লঙ্ঘন তো বটেই ভয়াবহ নির্যাতন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর। ইমরানের আর এক পুত্র কাসিম খান বলেন, রাষ্ট্রসংঘ ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে বাবার জেলবন্দি হওয়ার ঘটনা সম্পূর্ণ অবৈধ ও সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা। তিনি এখন যা সহ্য করছেন, তাতে গোটা বিশ্বের কাছে স্পষ্ট যে পাক সরকার তাঁকে মানসিকভাবে ভেঙে ফেলতে কতটা নিচে নামতে পারে। তবে তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন।

উল্লেখ্য, পাক সেনার রোষের মুখে পড়ে গদি হারাতে হয়েছিল ইমরান খানকে। এর পরেই তাঁর ঠাঁই হয় জেলে। দু'বছর পার হয়ে গেলেও জেলমুক্তি ঘটেনি ইমরানের। বরং একের পর এক নয়া মামলা চেপেছে তাঁর উপর। ইমরানের মুক্তি চেয়ে কিছুদিন আগেও পাকিস্তান জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন করেছিল তাঁর দল পিটিআই। যদিও তাতে বিশেষ ফল হয়নি। নিষ্ঠুরভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করে সরকার। এই অবস্থায় ইমরানের আইনজীবীদের দল রাষ্ট্রসংঘের নির্যাতন সংক্রান্ত প্রতিনিধির কাছে তাঁর মুক্তি চেয়ে আবেদন জমা দিলেন।

রাশিয়ার কিরিশি তেল শোধনাগারে ভয়ংকর ড্রোন হামলা চালালো ইউক্রেন, হতাহত শূণ্য

কিরিশি, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ বেশ কয়েকদিনে দফায় দফায় রুশ মার সহ্য করার পর এবার প্রত্যাঘাত ইউক্রেনের। রাশিয়ার সবচেয়ে বড় তৈল শোধনাগার কিরিশিতে ভয়ংকর হামলা চালাল ইউক্রেন। একসঙ্গে ওই শোধনাগারে হামলা চালায় ৩৬১টি ড্রোন। রবিবার হামলার কথা স্বীকার করে নিয়ে রাশিয়ার তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, ওই হামলায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।রাশিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, দেশের প্রধান দুটি তেল শোধনাগারের মধ্যে একটি এই কিরিশি। শনিবার রাতে এখানেই ড্রোন হামলা চলে। রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ প্রদেশের গভর্নর আলেকজান্ডার দ্রোজডেনকো জানান, কিরিশিতে তিনটি ড্রোন ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে তারা। হামলার পর শোধনাগারে আগুন লেগে গিয়েছিল। সেটাও নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। হামলায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। হামলার পর ইউক্রেনের এক সেনাকর্তা জানান, ঘটনাস্থলে ব্যাপক বিস্ফোরণ ও আগুনের খবর পাওয়া গিয়েছে। তিনি ঘটনাস্থলের একটি ছবি প্রকাশ করেছেন যেখানে দেখা গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে দাউদাউ করে

জ্বলছে তেল শোধনাগার।কিরিশি শোধনাগার বছরে প্রায় ১ কোটি ৭৭ লাখ মেট্রিক টন (৩ লাখ ৫৫ হাজার ব্যারেল প্রতিদিন) রুশ অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াজাত করে, যা দেশের মোট উপাদনের ৬.৪ শতাংশ। সেখানে ইউক্রেনের এই হামলা রাশিয়ার জন্য বড় ক্ষতি বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, ইউক্রেনের হামলার পর একাধিক ড্রোন ধ্বংস করেছে তারা। যার মধ্যে রয়েছে ৪টি আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপকারী বোমা ও একটি আমেরিকার তৈরি হিমার্স ক্ষেপণাস্ত্র। যদিও কোথায় সেগুলি ধ্বংস করা হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, দীর্ঘ চেষ্টার পরও রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর কোনও দিশা খুঁজে পাচ্ছে না আমেরিকা। এই অবস্থায় ভারতকে দায়ী করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গোটা ঘটনার দায় ভারতের উপর চাপিয়ে তিনি দাবি করেছেন, ভারত তেল কেনার জেরেই যুদ্ধের মেশিন সচল রয়েছে রাশিয়ার। চাপানো হয়েছে ৫০ শতাংশ শুল্ক। যদিও ভারত আমেরিকার অভিযোগ উড়িয়ে পাল্টা জানিয়েছে রুশ পণ্যের সবচেয়ে বড় গ্রাহক ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আমেরিকাও পণ্য আমদানি করে রাশিয়া থেকে। এই অবস্থায় ন্যাটো দেশগুলির কাছে ট্রাম্প আর্জি জানিয়েছেন রাশিয়ার উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর। এর মধ্যেই অবস্থার মাঝেই এবার রাশিয়ার তেল শোধনাগারে হামলা চালাল ইউক্রেন।

মত ছিল না মোসাদের, তবু কাতারে গোলাবর্ষণ, নেতানিয়াহুর

কাতার, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ সম্প্রতি হামাস নেতাদের খতম করতে কাতারের রাজধানী দোহায় গোলাবর্ষণ করে ইজরায়েলি সেনা। কিন্তু সেই হামলায় মত ছিল না খোদ ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাতারে হামলা চালায় বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশ। এমনটাই জানা গিয়েছে সূত্র মারফত। সূত্রের খবর, মোসাদ প্রধান ডেভিড বার্নিয়া জানিয়েছিলেন, এই ধরনের পদক্ষেপ কাতারের সঙ্গে মোসাদের সম্পর্ক ভেঙে দিতে পারে।

আমমোক্তারনামা

আমরা, ১) বিশ্বজিৎ মান্না, পিতা- জ্ঞানদা চরন মান্না ও ২) শিউলি কড়াল (মান্না), স্বামী- বিশ্বজিৎ মান্না, উভয়ের সাং- থাকদাড়ি, পোঃ- কৃষ্ণপুর, থানা- নিউটাউন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, দাতা- ১) চিত্তরঞ্জন ঘোষ, ২) পরিমল ঘোষ, ৩) নারায়ন চন্দ্র ঘোষ, পিতা- মৃত কানাই লাল ঘোষ, ৪) অভিজিৎ ঘোষ, ৫) প্রশান্ত ঘোষ, উভয়ের পিতা- মৃত দুলাল চন্দ্র ঘোষ, ৬) অচিন্ত ঘোষ, পিতা- মৃত অমল চন্দ্র ঘোষ, ইহাদের নিকট হইতে ৩০.০৪.২০২১ তারিখে হাটগাছা মৌজায় ৩০১ নং দাগে ৪৯২০/২০২০ নং পাওয়ার দলিলের পরিপ্রেক্ষিতে জমি ক্রয় করি যাহার দলিল নং- ২৮২১/২০২১ এবং নাম পত্তনের জন্য MN/2025/1603/24605 & MN/2025/1603/24472 কেসের শুনানী আছে, কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে সংশ্লিষ্ট আধিকারীকের নিকট যোগাযোগ করুন।

Name Change

I , Maha Imran Sekh @ Sekh Imran @ SK Emran S/O- Abdurrab Sekh resident of Vill-Dangapara, P.O.-Nityanandapur, P.S.-Bhatar, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713520, shall henceforth be known as 'SK MD IMRAN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 15/09/2025. That Maha Imran Sekh @ Sekh Imran @ SK Emran and SK MD Imran all are same and one identical person.

Name Change

I, Sumitra Mandal Biswas (Old Name) W/O–Bablu Mondal resident of Vill-Haripur, Po-Haripur Chhitka , Ps- Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741189 do hereby declared that I have changed my name from Sumitra Mandal Biswas to Sumitra Mondal and henceforth I shall be known as Sumitra Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/09/2025. My name Sumitra Mondal & Sumitra Mandal Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I , Shyamali Jash W/O- Ashim Kumar Jash @ Ashim Kumar Yash resident of Harinarayanpur, Shuripukur, Burdwan-I, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713101, shall henceforth be known as 'SHYAMALI RANI JASH' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 15/09/2025. That Shyamali Jash and Shyamali Rani Jash both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Based Ali Shaikh (Old Name) S/O– Late Isha Haque Sk resident of Vill-Jolmath , Po- Sompara , Ps-Saktipur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742163 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Based Ali Shaikh to Based Ali Sk and henceforth I shall be known as Based Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/09/2025. My name Based Ali Sk & Mohammad Based Ali Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Gopal Guha (Old Name) S/O– Bholanath Guha resident of 3/24 Kalikrishna Banerjee Road, Po-Berhampore , Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742101 do hereby declared that I have changed my name from Gopal Guha to Gopal Chandra Guha and henceforth I shall be known as Gopal Chandra Guha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/09/2025. My name Gopal Chandra Guha & Gopal Guha both are same and one identical person.

Name Change

I, Mahadeb Mandal (Old Name) S/O– Kalipada Mondal resident of Vill-Haripur, Po-Haripur Chhitka , Ps-Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741189 do hereby declared that I have changed my name from Mahadeb Mandal to Mahadeb Mondal and henceforth I shall be known as Mahadeb Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/09/2025. My name Mahadeb Mondal & Mahadeb Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Nasiruddin Shaikh (Old Name) S/O– Based Ali Sk resident of Vill-Jolmath, Po-Sompara , Ps- Saktipur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742163 do hereby declared that I have changed my name from Nasiruddin Shaikh to Nasiruddin Sk and henceforth I shall be known as Nasiruddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/09/2025. My name Nasiruddin Sk & Nasiruddin Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohibur Rahaman (Old Name) S/O–Azijul Hoque residing at Vill-Nutangram , PO-Gobarhati , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Mohibur Rahaman to Saikh Mahibur Rahaman and henceforth I shall be known as Saikh Mahibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/09/2025. My name Saikh Mahibur Rahaman & Mohibur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Nazma Khatun Begum (Old Name) W/O– Abul Hashem Mondal resident of Vill-Patikabari, Po-Patikabari , Ps-Nowda, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742162 do hereby declared that I have changed my name from Nazma Khatun Begum to Nazma Begam and henceforth I shall be known as Nazma Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/09/2025. My name Nazma Begam & Nazma Khatun Begum both are same and one identical person.

Name Change

I, Nurul Hoda (Old name) S/o- Md Shyam Ali, Resident at, Vill- Chhoto podhra, Po- Tejhati, Ps-Nalahati, Dist-Birbhum,731220 West Bengal, I have changed my name Md Nurul Hoda (New name) I shall be known as Md Nurul Hoda vide affidavit before the Notry at Berhampore on 15/09/2025 Nurul Hoda and Md Nurul Hoda same and one identical person.

Name Change

I, MOSAROF HOSSAIN (Old Name) S/O RAOSAN ALAM SEKH Residing at Vill & P.O.- Mahammad Bazar, P.S.-Mahammad Bazar, District - Birbhum, Pin - 731127 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MOSARAF HOSSAIN (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 11-09-2025. MOSAROF HOSSAIN (Old Name) and MOSARAF HOSSAIN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Nasir Sk (Old Name) S/O– Abdul Salam Sekh resident of Vill-Batidanga , Po-Gobarhati , Ps-Kandi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742136 do hereby declared that I have changed my name from Md Nasir Sk to Nasiruddin Sk and henceforth I shall be known as Nasiruddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/09/2025. My name Nasiruddin Sk & Md Nasir Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Abul Hasem Mondal (Old Name) S/O– Md Riazuddin Mondal resident of Vill-Patikabari, Po-Patikabari , Ps-Nowda, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742162 do hereby declared that I have changed my name from Abul Hasem Mondal to Abul Hashem Mondal and henceforth I shall be known as Abul Hashem Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/09/2025. My name Abul Hashem Mondal & Abul Hasem Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, PRIYA ROY (Old Name) D/O JAIPRAKASH RAI Residing at 75/1, Sailendhar Road, P.S.-Liluah, District - Howrah, Pin - 711204 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as PRIYA RAI (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata vide affidavit no 18313, dated 18-08-2025. PRIYA ROY (Old Name) and PRIYA RAI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I , KUBJA PAL (OLD NAME) D/O LATE JYOTISH PAL , RESIDING AT , SHIRAKOL, HAYATNAGAR RAJARHAT, MAGRAHAT, S. 24. PGS. - 743513 ,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUBJARANI PAL(NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 15/09/2025 KUBJARANI PAL (NEW NAME) KUBJA PAL (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND INDENTICL PERSON

Name Change

I , JYOTSNA ADAK BERA (OLD NAME) D/O BADAL BERA , RESIDING AT HARASANKAR, P. S - TAMLUK , PURBA MEDINIPUR - 721151,WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JYOTSNA ADAK (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 15/09/2025 JYOTSNA ADAK (NEW NAME) JYOTSNA ADAK BERA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, JAI PRAKASH ROY (Old Name) S/O RAMBILAS RAI Residing at 75/1, Sailendhar Road, P.S.-Liluah, District - Howrah, Pin - 711204 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as JAIPRAKASH RAI (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata vide affidavit no 18313, dated 18-08-2025. JAI PRAKASH (Old Name) and JAIPRAKASH RAI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, PRIYA ROY (Old Name) D/O JAIPRAKASH RAI Residing at 75/1, Sailendhar Road, P.S.-Liluah, District - Howrah, Pin - 711204 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as PRIYA RAI (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata vide affidavit no 18313, dated 18-08-2025. PRIYA ROY (Old Name) and PRIYA RAI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, GITA MANDAL DAS (Old Name) D/O HARICHARAN MONDAL Residing at A/2, Bakul Bithi, 6/322 Bakul Tala, Rahara, Khardaha, District - North 24 Parganas, Pin - 700118 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as GITA MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 15-09-2025. GITA MANDAL DAS (Old Name) and GITA MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Monirul Islam (old name) son of Mohammad Abdul Matin, residing at Singherati Purba Khalpara, PO- Gobila, PS- Deganga, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743424, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Monirul Islam (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 15/09/2025. Monirul Islam and Md Monirul Islam both are same and one identical person.

Name Change

I, LUTHFUNNESA KHATUN (Old Name) W/O MOSARAF HOSSAIN Residing at Vill & P.O.- Mahammad Bazar, P.S.-Mahammad Bazar, District - Birbhum, Pin - 731127 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as LUTFUNNESA KHATUN (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 11-09-2025. LUTHFUNNESA KHATUN (Old Name) and LUTFUNNESA KHATUN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ajay Choudhary (Old Name) S/o Ranjit Chowdhury Residing at Near 2nd Assam Police BN Camp Ashok Nagar (Makum), Makum Jn. Bongali Gaon, Makum Junction, Tinsukia, Assam - 786170, India have Changed my name and shall henceforth be known as Ajay Chowdhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15-09-2025. Ajay Choudhary (Old Name) and Ajay Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nipa Chakraborty (Old Name) D/o Late Gitarani Chakraborty Residing at Islampur, Nahata, Ichhlampur, P.o - Nahata, District - North 24 Parganas, Pin - 743290 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Nipa Mallick (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 38/2025 Dated 15-09-2025. Nipa Chakraborty (Old Name) and Nipa Mallick (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Monjila Khatun (Old Name) W/o Taijul Islam Residing at Vill - Jagatpur, P.o - Ghona, P.s - Basirhat at Present Matia, District - North 24 Parganas, Pin - 743445, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Monjila Begam (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate at Basirhat, vide affidavit no 18473/25 Dated 06-09-2025. Monjila Khatun (Old Name) and Monjila Begam (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Yasmin Begum (Old Name) W/o Sabir Hossain Residing at 102B, Elliot Road, P.o - Park Street H.O, P.s - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Yasmin Fatmah (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15-09-2025. Yasmin Begum (Old Name) and Yasmin Fatmah (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Abutoyeb (Old Name) S/o Late Mohammad Moslem Residing at Vill - Patna, P.o - Nityanandapur, P.s - Bhatar, District - Bardhaman, Pin - 713125 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Mohammad Abutayeb (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15-09-2025. Md Abutoyeb (Old Name) and Mohammad Abutayeb (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Saira Bano (Old Name) D/o Late Md Faruddin Residing at G-207 Ramnagar Lane, P.o - Garden Reach, P.s - Garden Reach, District - Kolkata, Pin - 700024 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sayra Banu (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 15-09-2025. Saira Bano (Old Name) and Sayra Banu (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MONIRA BEGUM(old Name) W/o SK. ABJEL(Old Name) residing at Bankra Sardar Para, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711405 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) MONI BEGUM(New Name) W/o SEKH AFJAL(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on dated 11/09/2025. MONIRA BEGUM W/o SK. ABJEL and MONI BEGUM W/o SEKH AFJAL both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk. SADDAM(old Name) residing at Kantlia Sk. Para, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711409 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) SK. SADDAM HOSEN(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on dated 11/09/2025. Sk. SADDAM and SK. SADDAM HOSEN both are same and one identical person.

যাত্রীবাহী বাস এবং ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ২০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালনা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ সোমবার সকালে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। ঘটনায় আহত ২০। জানা গেছে, নান্দাই দুর্গাপুর রেল গেট সংলগ্ন এলাকায় সোমবার আনুমানিক বেলা নটা নাগাদ যাত্রীবাহী বাস এবং একটি ডাম্পার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসে থাকা সমস্ত যাত্রী কম বেশি আহত হয়। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা ও পুলিশ

গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হসপিটালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। বাসে চালক দীর্ঘক্ষণ বাসে আটকে ছিল পরবর্তী সময় গ্যাস কাটার দিয়ে তাকে কেটে বার করে উদ্ধার করে পাঠানো হয় কালনা হসপিটালে। কালনা মহকুমা হসপিটালে আহতদের দেখতে হাজির হয় রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কালনার SDPO রাকেশ চৌধুরী, কালনা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তপন পোড়েল সহ অন্যান্যরা। জানা গেছে, নবদ্বীপের দিক থেকে রানীগঞ্জের দিকে যাত্রী বোঝাই বাসটি যাচ্ছিল। এমন সময় একটি টোটোকে ওভারটেক করে এসে ডাম্পার গাড়িটি বাসের মুখোমুখি ধাক্কা মেরে দেয়। পাশে থাকা কমবেশি সকলেই আহত হয় বেশ কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। তাদের সকলকেই পুলিশ উদ্ধার করে কালনা হসপিটালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। ঘটনায় এলাকায় ছড়ায় উত্তেজনা।

পুজোর আগেই আবারও আতঙ্ক ছড়াল বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিকিম, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ টানা প্রবল বৃষ্টিতে সিকিম ও উত্তরবঙ্গে একাধিক জায়গায় বিপর্যয়ের ছবি। পুজোর আগেই ফের আতঙ্ক ছড়াল বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনায়। শিলিগুড়িতে এক রাতের বৃষ্টিতে মহানন্দা নদী উপচে পড়েছে, ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজে জল বেড়েছে ব্যাপক হারে। গজলডোবায় তিস্তার জল সেতু ছুঁই ছুঁই অবস্থায় পৌঁছে গেছে। প্রবল বৃষ্টির জেরে জাতীয় সড়ক ১০ তিস্তার জলের তলায় চলে গিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। দার্জিলিংগামী রাস্তাতেও জল জমে সমস্যায় পড়েছেন পর্যটক ও সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে, উত্তর সিকিমের রিংখোলা ব্রিজের কাছে ভয়াবহ ভূমিধস হওয়ায় মঙ্গন ও জম্বু যাওয়ার রাস্তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। ফিদাং থেকে সাংকালাং সংযোগকারী রাস্তাটির একাংশ ধসে নেমে যাওয়ায় গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। গ্যালশিং জেলার সারদেনখানা গ্রামে শনিবার সন্ধ্যায় ভূমিধসের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন রাজেন গুরুং (৪৭), যিনি সর্দং লুনিজক গ্রাম পঞ্চায়েতের ইউনিটের পঞ্চায়েতে সভাপতি ছিলেন। ঘটনাটি ঘটে রাত সাড়ে সাত'টা নাগাদ। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সিকিম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি ও জেলা প্রশাসন সর্বসাধারণকে সতর্ক থাকার নির্দেশ জারি করেছে। বাসিন্দাদের ভূমিধসপ্রবণ এলাকায় অথবা যাতায়াত এড়াতে, অস্বাভাবিক জলপ্রবাহ ও মাটি ফাটল লক্ষ্য করতে, ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনায় না থাকতে এবং শুধুমাত্র সরকারি তথ্য অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে স্থানীয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টারে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে পুজোর আগে এই অস্বাভাবিক বৃষ্টি ও ভূমিধস পর্যটন মরশুমেও উদ্বেগ বাড়িয়েছে। প্রশাসন ইতিমধ্যেই উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে তৎপর হলেও আবহাওয়ার উন্নতি ছাড়া স্বস্তি মিলবে না বলেই মনে করছেন বাসিন্দারা।

বিষ্ণুপুর আমরা কজন ক্লাবের আকর্ষণ তিরুপতির আদলে মাতৃ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বিগ বাজেটের দুর্গাপুজো গুলির মধ্যে অন্যতম বিষ্ণুপুর আমরা কজন ক্লাব। দুর্গোৎসবে এবছর ৩১তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবারের মূল আকর্ষণ মাতৃ প্রতিমা। তৈরি করা হচ্ছে গোল্ডেন মন্দির এবং তিরুপতি বালাজির আদলে মাতৃপ্রতিমা। হাতে গোনা আর কয়েকটি দিন বাকি। চলছে দিনরাত এক করে চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব। ক্লাবের সম্পাদক

অমিত দত্ত জানান, বিগত কয়েক বছর ধরেই মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম মৃৎশিল্পী বাঁকা রায় এই প্রতিমা তৈরি করে আসছেন। এই বছরও তাঁর হাতেই তৈরি হচ্ছে তিরুপতি আদলের মাতৃ প্রতিমা। তৈরি করছেন সপরিবারে। এবারে প্রচুর মাটির কাজ থাকায় প্রতিমা হবে আরও বিশেষ চমক। ক্লাবের পক্ষ থেকে এও জানানো হয়েছে, এবারের থিম বিষ্ণুপুরের এক মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে একেবারে গোল্ডেন টেম্পল। অমিত দত্ত বলেন, পুজোটা ছিল পাড়াভিত্তিক, কিন্তু এখন তা বহরমপুর শহরের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। থাকে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। শহরের মধ্যেই পুজো থাকার ফলে পুজোর চারদিন যানজট তৈরি হয়। ফলে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় পুজোকে কেন্দ্র করে। পুজো দেখতে বহরমপুর ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীদের ভিড় থাকে চোখে পড়ার মতো। ক্লাবের পক্ষ থেকে এও জানানো হয়েছে, এবারও পুজোর প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে। গত বছর ধামসা মাদল ছিল, এই বছরও থাকবে বিভিন্ন লোকগীতি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বিশেষত্বের মধ্যে রয়েছে প্রতিমা নিরঞ্জনের প্রথা। গঙ্গায় বিসর্জন না দিয়ে এখানকার ঘাটেই নিরঞ্জন করা হয়।

বিজেপির তাণ্ডব খেজুরিতে! তৃণমূল কর্মীকে মারধর, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁথি, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ সমবায় ভোটকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল খেজুরি। রাতভর তুমুল বোমাবাজির অভিযোগ। উদ্ধার হয়েছে তাজা বোমা। রবিবার সকালে এলাকায় পৌঁছায় প্রচুর পুলিশ। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। রাজনৈতিক মহলের দাবী, সমবায় ভোটের সময় এমন ঘটনা ঘটলে বিধানসভা ভোটে খেজুরি কেমন চেহারা নেবে সেই প্রশ্ন ঘুরছে সকলের মনে। জানা গেছে, পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরির দুই নম্বর ব্লকের জনকা অঞ্চলের গোড়াহার সমবায় সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শনিবার মধ্যরাত থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। বিজেপির দাবি, তৃণমূল ক্রমাগত বোমাবাজি করেছে এলাকায়। বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী অমৃত পাত্রর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার পাশাপাশি বেশকিছু রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রবিবার সকালে খেজুরি থানার পুলিশ পৌঁছে এলাকা থেকে বোমা উদ্ধার করে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। এদিকে টানটান উত্তেজনার মধ্যেই রবিবার সকাল থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। বিকেলে ফলাফল ঘোষণা হতেই দেখা যায় গোড়াহার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালন কমিটির নয় আসনের সবকটিতেই জিতেছে বিজেপি। খেজুরি দুই ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সমুদ্রব দাস বলেন, খেজুরি ২নম্বর ব্লক এলাকায় বিজেপির প্রভাব রয়েছে। দুটো ভোটে তো আমরা কাজই করতে পারিনি। ওরাই জোর জুলুম করে আমাদের ভোটারদের গালিগালাজ করে। এলাকায় সন্ত্রাস কায়েম করে রেখেছে। তাঁর অভিযোগ বিজেপি-র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। মানুষের ভোটে নয়, ভয় দেখিয়ে, সন্ত্রাস করে সমবায়ে ভোটে জয়ী হয়েছে বিজেপি। তাঁর দাবি, বিজেপি জেতার পরে ফের সন্ত্রাস করেছে এলাকায়। তৃণমূল প্রার্থীর বাড়ি- ভাঙচুর করার অভিযোগ করেছেন তিনি। সমুদ্রব দাস বলেন, সোমবার সকালেও তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে চড়াও হয়ে পরিবারের লোককে মারধর করেছে বিজেপি।

মুর্শিদাবাদে বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে জখম একজন, আটক তিন দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ মুর্শিদাবাদের রানিনগরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। রবিবার গভীর রাতে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পান স্থানীয় বাসিন্দারা। বোমার আঘাতে একজন জখম হয়েছে। কী করে বিস্ফোরণ হল, সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চার দুষ্কৃতী রানিনগরের নজরানা এলাকায় রাতের অন্ধকারে বোমা বাঁধার কাজ করছিল। সেই সময়ে আচমকাই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলেই মনে করছে পুলিশ। জখম হয়েছে এক দুষ্কৃতী। তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঠিক কী উদ্দেশ্যে নিয়ে বোমা বাঁধার কাজ করছিল ওই দুষ্কৃতীরা, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার নজরানা বৈরাগীআসন গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জখম যুবকের নাম রিয়ান শেখ। তিনি বৈরাগী আসনগ্রামেরই বাসিন্দা। বর্তমানে সে

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বোমা বাঁধার সময় তা ফেটে ওই যুবকের পায়ে লেগেছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের মধ্যে একজন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বলে জানা গেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, জখম যুবক ও ধৃতরা বোমা তৈরিতে যুক্ত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধৃতদের সোমবার লালবাগের এসিজেএম আদালতে হাজির করা হবে। এবং ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হবে। এই ঘটনায় একাধিক প্রশ্নের ভিড়। কী কারণে বোমা বাঁধার কাজ চলছিল, আর কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, কতদিন ধরে এই অসামাজিক কাজ করে চলেছে তারা - তা এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃত ওই তিনজনকে জেরা করে এই ঘটনা সংক্রান্ত আরও নানা তথ্য পাওয়া যাবে বলেই আশা তদন্তকারীদের। উল্লেখ্য, সামনেই উৎসবের মরশুম। তার উপর আবার আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে তদন্তকারীদের। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকায় যাতে কোনওভাবে নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, তাই জোরকদমে চলছে ধরপাকড়।

ঝাড়গ্রাম সহ গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে পালিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী 'জিতিয়া' পরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ ঝাড়গ্রাম সহ গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে পালিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী 'জিতিয়া' পরব। প্রতিবছর ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে করমপুজোর ঠিক ১২দিন পর জিতিয়া পুজো ও পরব হয়। সোমবার সন্ধ্যায় কুড়মি জনজাতি অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে জিতিয়া পরব অনুষ্ঠিত হয়। পুজো ঘিরে বিভিন্ন এলাকায় পাতা ও ঝুমুর নাচ পরিবেশিত হয়। ঝাড়গ্রামের গ্রামীণ এলাকায় তারই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। লোকসংস্কৃতি ও কু।মালি সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের মতে, সন্তানকামনা, স্বামী ও সন্তানসন্ততির মঙ্গলকামনা, প্রকৃতি ও শস্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কুড়মি জনজাতির নববধূ ও মায়েরা জিতিয়া পুজো করে থাকেন। আগে জিতিয়া পুজোয় নতুন বধূদের জন্য বাপের বাড়ি থেকে নতুন কাপড়, কুলো, ঝুড়ি, ডালা ও রান্নার হাঁড়ি পৌঁছে দেওয়া হত। এখনও জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জায়গায় এই রীতি প্রচলিত আছে। গ্রামের মাহাত বাড়িতে সন্ধ্যায় এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের পুজারি বা 'লায়া' এই পুজো করেন। একটি আখগাছ পুঁতে তাতে শাড়ি পরিয়ে ষষ্ঠী মা বা জিতিয়া মা রূপে পুজো করা হয়। নৈবেদ্য হিসেবে থাকে কেঁওয়া ফুল, কাঁচা হরীতকী, আঁওলা পাতা, জৈড়, পাকুড় সহ বিভিন্ন দীর্ঘায়ু গাছের ডাল। যে সমস্ত নববধূর সন্তান হয়নি, তাঁরা ঝিঙে পাতায় শসা মুড়ে প্রতীকী সন্তান হিসেবে নিয়ে যান। পুজোস্থলে 'পাঁতানি' নিয়ম ও আচার মেনে নববধূদের মায়েদের সঙ্গে বসতে দেওয়া হয়। পুজোর ভোগ হিসেবে থাকে

কাঁচা ছোলা ও গুড়। পরদিন সকালে অঙ্কুরিত ডালজাতীয় শস্যের মিশ্রণ সিদ্ধ করে পুজোর প্রসাদ বানানো হয়। এই সংস্কৃতিতে তাকে 'আঁকরিসিজা' বলে। কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় এই প্রসাদ পড়শি ও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। ঝাড়গ্রামের এক কুড়মালি সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ বলেন, 'জিতা' শব্দ থেকে জিতিয়া বা জিতুয়া শব্দটি এসেছে। যার অর্থ জয়লাভ। জিতিয়া পুজো কৃষিকাজের জয়, প্রকৃতি রক্ষার জয়, মাতৃত্ব লাভের আশায় যাঁরা ব্রত রেখেছিলেন, তাঁদের জয় সূচিত করে।

জুড়ল আরও একটি নতুন পালক, দ্বিতীয় রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ পেল মালদাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ মালদা রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার মুকুটে জুড়ল আরও একটি নতুন পালক। দ্বিতীয় রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ পেল

মালদাবাসী। শনিবার উদ্বোধনের পর রবিবার মিজোরাম থেকে এসে মালদহ টাউন স্টেশনে এসে পৌঁছায় সায়রং-আনন্দ বিহার টার্মিনালগামী রাজধানী এক্সপ্রেস। তবে নিয়মিত সায়রং-আনন্দ বিহার (টি) রাজধানী এক্সপ্রেস (২০৫০৭) পরিষেবা চালু হবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে। সপ্তাহে প্রতি শনিবার বিকেল ৩.০০ মিনিটে মালদা টাউন স্টেশন থেকে ছাড়বে এই ট্রেনটি। এরপর দিল্লির আনন্দ বিহার টার্মিনালে পৌঁছাবে পরেরদিন রবিবার সকাল ১০.৫০ মিনিটে। অন্যদিকে, ট্রেন নম্বর (২০৫০৮) আনন্দ বিহার (টি)-সায়রং পরিষেবা চালু হবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে। প্রতি রবিবার রাত ৭ঃ৫০ মিনিটে দিল্লির আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ছেড়ে পরের দিন সোমবার বিকেল ৪.১৫ মিনিটে এসে পৌঁছাবে মালদা টাউন স্টেশনে। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্বোধনের পর এদিন এই রাজধানী এক্সপ্রেস উদ্বোধনী স্পেশ্যাল ট্রেন এসে পৌঁছায় মালদা টাউন স্টেশনে। এদিন সকালে সবুজ পতাকা দেখিয়ে মালদা টাউন স্টেশনে স্টপেজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু। উদ্বোধন হলেও আগামী ১৯ তারিখ থেকে নিয়মিত পরিষেবা চালু হবে মিজোরামের সায়রং ও দিল্লিগামী ট্রেন নম্বর ২০৫০৭ এবং ২১ তারিখ থেকে নিয়মিত পরিষেবা চালু হবে দিল্লি থেকে মিজোরামের সায়রংগামী ২০৫০৮ রাজধানী এক্সপ্রেসের। উভয়দিক থেকে আসা-যাওয়ার সময় দশ মিনিটের জন্য ট্রেনটি থামবে মালদা টাউন স্টেশনে। স্টপেজের উদ্বোধনে এসে উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু জানান, শুধু মালদহ জেলা নয় মালদা টাউন স্টেশনে স্টপেজ হওয়ার ফলে উপকৃত হবেন পার্শ্ববর্তী জেলা-সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড, বিহারের লক্ষাধিক মানুষ। জেলাবাসীকে রেলের এমন উপহারের জন্য ধন্যবাদ জানাই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। উল্লেখ্য, মালদা আগেই পেয়েছে তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ। তবে এবারে দ্বিতীয় রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেন হিসেবে মিজোরামের সায়রং থেকে দিল্লিগামী আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ পাওয়ায় খুশির হাওয়া দেখা দিয়েছে জেলা জুড়ে।

গার্ডেন ক্যাফে, কলকাতার প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে প্রিয় ক্যাফে গুলির মধ্যে একটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে প্রিয় ক্যাফে গুলির মধ্যে একটি, গার্ডেন ক্যাফে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও নিরামিষ খাবারের মান ধরে রেখে আজও সমান জনপ্রিয়। ১৯৬৮ সাল থেকে গার্ডেন ক্যাফে তার শিল্পকর্ম অনুশীলন করে আসছে যা আজ এক নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। এক সবুজ বাগানের মাঝখানে অবস্থিত হওয়ায়, Garden Cafe নামটি একেবারে স্বাভাবিকভাবেই মানানসই হয়েছে। শহরের কোলাহলের মাঝেও এই শান্ত কোণাটি স্বচ্ছ, সাশ্রয়ী ও পুষ্টিকর নিরামিষ খাবার সরবরাহ করে থাকে। ১৯৮১ সালে সন্দীপ নওলাখা স্কুলে পড়া কালীন, ক্যাফেটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এক নতুন চেহারায় গড়ে তোলেন যা বর্তমানে কলকাতার নিরামিষভোজী প্রেমীদের একটি প্রাণকেন্দ্র। সন্দীপ নওলাখার নেতৃত্বে গার্ডেন ক্যাফে শুধু খাবারের স্বাদেই নয়, উদ্ভাবন, পরিষেবা এবং যত্নের দিক দিয়েও মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। আমাদের লক্ষ্য হল এই উত্তরাধিকারকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য টিকিয়ে রাখা। আমরা

নির্বাচিত ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করেছি, কিন্তু কেবল তাদের সাথেই অংশীদারিত্ব করি যারা আমাদের মূল দর্শন - গুণমান, পরিষেবা, স্বাস্থ্যবিধি, আতিথেয়তা ও সাশ্রয়ী মূল্য - বজায় রাখে। মান পূরণ না করায় বহু আউটলেট বাতিল করেও আমরা আমাদের উৎকর্ষতার নীতিতে আপস করিনি। - মন্তব্য করেন, গার্ডেন ক্যাফের উদ্যোক্তা, সন্দীপ নওলাখা । সকল বয়স এবং আয়ের গোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের জন্য পরিচিত, একই সাথে মান এবং সাশ্রয়ী মূল্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে, ব্র্যান্ডটি জয়পুর সহ দুটি শহরে তার উপস্থিতি প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে কলকাতায় আরও শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। 'জিগিস', গার্ডেন ক্যাফের নিজস্ব ব্র্যান্ড, ভারতের প্রথম প্রোবায়োটিক আলুর চিপস বাজারে নিয়ে এসেছে - যা বিশ্বের মাত্র পাঁচটি কোম্পানি তৈরি করে।

তৃণমূল কর্মীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ খুনের সাক্ষী মেটাতে গুলি করে তৃণমূল কর্মীকে খুনের চেষ্টা। মালদার অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাইপুর এলাকায় একটা পেট্রোল পাম্পের কাছে এই ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মীর নাম আতিকুল মোমিন (৩৩)। বাড়ি কানাইপুর। উল্লেখ্য, ১০ জুলাই ইংরেজবাজার থানার লক্ষ্মীপুর এলাকায় জন্মদিনের পার্টিতে আমন্ত্রণ করে এনে ঘর বন্ধ করে গুলি করে এবং হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা আবুল কালাম আজাদকে। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছিল দলেরই কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য তথা তৃণমূল নেতা মাইনুল শেখকে। অভিযোগ ছিল মাইনুলের ছেলে শাহিদ শেখের বিরুদ্ধেও। বর্তমানে তিনি পলাতক। গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মীর অভিযোগ, তৃণমূল নেতাকে খুনের মূল সাক্ষী ছিলেন আতিমুল মোমিন। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, তাঁর সামনেই আবুল কালাম আজাদকে খুন করেছিলেন মাইনুল শেখ। তাই সাক্ষী মেটাতে মাইনুলের ছেলে শহিদ শেখ-সহ বেশ কয়েকজন আতিকুল মোমিনকে গুলি করে খুনের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। জানা গেছে, রবিবার রাতে আতিকুল মোমিন বানিয়া গ্রাম থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ঠিক সেই সময় মোটরবাইকে ধৃত তৃণমূল নেতার ছেলে শাহিদ শেখ-সহ দুজন গিয়ে তাঁকে গুলি করেন বলে অভিযোগ। তাঁর পাঁজরে গুলি লাগে। এরপরই রক্তাক্ত অবস্থায় ওই তৃণমূল কর্মীকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এবং হাসপাতালে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ এবং আধিকারিকরা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত দু'টি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ আবার রানিতলায় অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল দু'টি বাড়ি। জানা গেছে, রানিতলা থানার নতুনগ্রাম এলাকায় সোমবার ভোররাতে আগুন লাগে। দু'টি বাড়ি পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকে আগুন লাগে। যদিও এদিন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি বলে খবর। একটি বাড়ির মালিক ভেদু শেখ জানান, প্রাণে বাঁচতে পেরেছি এটুকুই। ঘরের কোনও জিনিস বাইরে বের করা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত, শনিবার মাঝরাতেও ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে তিনটি বাড়ি ভস্মীভূত হয় রানিতলার বেনীপুরে। ওই ঘটনায় তিন ভাইবোনের মৃত্যু হয়।

জমি বিবাদ, পোড়ান হল ধান গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ ৯০ শতক কৃষি জমি কার দখলে থাকবে, এই নিয়ে দুই পড়শি বিবাদে, ৯০ শতক লাগানো কৃষি জমিতে বিষ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে মেরে ফেলা হল ধানের গাছ। ঘটনায় শোরগোল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা ২ নম্বর ব্লকের রাধাবল্লভপুর গ্রাম। ঘটনার পর এক পড়সি সুবিচার চেয়ে ছুটলেন থানায়, আরেকজন জমি ফেরত পেতে ছুটেছেন আদালতে। গ্রামের বাসিন্দা তড়িৎ ঘোষ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ২০১২ সালে রাধাবল্লভ পুর গ্রামের রাধানগর মৌজার গণেশ পত্রের কাছ থেকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যে ৯০ শতক জমি ক্রয় করেন বলে দাবি। কিন্তু তারপর থেকেই জমির দখল নেয় তড়িৎ ঘোষ-সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা। জমিতে চাষাবাদ করতে শুরু করে তড়িৎ , কিন্তু জমি দীর্ঘদিন ধরে রেজিস্ট্রি করে দেননি গণেশ বলে অভিযোগ তড়িতের। বর্তমানে তড়িৎ-এর কাছ থেকে জমি ফেরত চাওয়া ঘিরে গণেশ এই নিয়ে শুরু হয় দুই পক্ষের বিবাদ। এই ঘটনায় একাধিকবার গ্রামবাসী থেকে স্থানীয় শাসক দলের নেতারা আলোচনায় বসেও কোন সমাধান সূত্র বের হয়নি বলে অভিযোগ। অবশেষে কয়েকদিন আগেই তড়িৎ-এর লাগানো ৯০ শতক ধান জমিতে বিষ প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ ধান নষ্ট করে দেয় বলে অভিযোগ তড়িৎ-সহ এলাকাবাসী। ঘটনায় সুবিচার চেয়ে তড়িৎ থানায় যান। তবে তড়িৎ-এর অভিযোগ, গণেশের ছেলে তৃণমূল নেতা বলে তিনি প্রভাব খাটাচ্ছে। পাল্টা গণেশের দাবি, এই জমি তাঁর, তাই তিনি জমিতে বিষ দিয়েছেন। এমনকি নিজের জমি দখল মুক্ত করতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্বচ্ছতা সচেতনতা অভিযানের আওতায় কীর্ণাহার স্টেশনে সৌন্দর্যবর্ধন অভিযান

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ চলমান স্বচ্ছতা সচেতনতা অভিযানের অংশ

হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগের প্রকৌশল বিভাগ কীর্ণাহার স্টেশন এলাকায় (আহমেদপুর-কাটোয়া সেকশন) একটি অসাধারণ সৌন্দর্যবর্ধন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এলসি নং ৫ / সি / টি-এর কাছে ৯৫ x ৫ বর্গমিটার এলাকাকে একটি প্রাণবন্ত সবুজ অঞ্চলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যা যাত্রী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য পরিবেশবান্ধব এবং দৃষ্টিনন্দন স্থান তৈরি করেছে। এই উদ্যোগের অধীনে সম্পাদিত মূল কাজের মধ্যে রয়েছে ঝোপ পরিষ্কার, ২৫৫টি চারা রোপণ, জাল দিয়ে লোহার গ্রিল বেড়া স্থাপন, নিয়মিত জল দেওয়ার জন্য পাইপলাইন সংযোগের ব্যবস্থা এবং ক্রমাগত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পিডব্লিউআই ইউনিট গ্যাংকে মনোনীত করা। ইক্সোরা, টোগর এবং বোগেনভিলিয়ার মতো ফুলের গাছ এবং ঝাউ এবং পাতাবাহার ইত্যাদির মতো সাজসজ্জার গাছ সহ বিভিন্ন ধরণের গাছ লাগানো হয়েছিল, যা স্টেশন প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য এবং স্থায়িত্ব উভয়ই বৃদ্ধি করে। এই উদ্যোগটি ইঞ্জিনিয়ারিং, আরপিএফ, পি.ওয়ে কর্মী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সহ একাধিক বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিচালিত হয়েছিল। স্থানীয় মিডিয়াতে এই প্রচেষ্টাটি বেশ প্রশংসিত হয়েছে, যা পূর্ব রেলওয়ের মধ্যে আন্ত ঃবিভাগীয় সমন্বয় এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের একটি আদর্শ উদাহরণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে।

খড়গপুর আইআইটিতে বাংলাভাষায় উচ্চশিক্ষার নতুন দিগন্ত!

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ অনুযায়ী মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই এবার খড়গপুর আইআইটি এআই, ডেটা সায়েন্সসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বাংলায় পড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি বাংলাতেই চার বছরের বিএস ডিগ্রি কোর্স করার সুযোগ দেওয়া হবে। এই সুবিধা শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, চাকরিজীবী আগ্রহীদের জন্যও উন্মুক্ত থাকবে। মূলত প্রান্তিক ও ইংরেজিতে তুলনামূলক দুর্বল কিন্তু মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খড়গপুর আইআইটির অধিকর্তা অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই, ডেটা সায়েন্সের মতো সমসাময়িক কোর্সগুলির চাহিদা ও গুরুত্ব গোটা বিশ্বব্যাপী। এবারে এই কোর্সগুলি বাংলা ভাষায় পড়ানোর বিষয়ে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ' যদি চার বছর ধরে পড়েন তাহলে তাঁকে বিএস ডিগ্রি দেওয়া হবে। যেটা বিটেক ও বিএসসি ডিগ্রির সমতুল্য। আর সংক্ষিপ্ত কোর্স কেউ করলে তাঁকে ডিপ্লোমা দেওয়া হবে।'' সম্প্রতি এই বিএস ডিগ্রি তথা এনপিটিইএল কোর্সগুলি যৌথভাবে পরিচালনার ব্যাপারে খড়গপুর আইআইটির অধিকর্তা অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী ও মাদ্রাজ আইআইটির অধিকর্তা ভি কামাকোতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। তারপরই শুক্রবার মাদ্রাজ আইআইটির এনপিটিইএল ও বিএস প্রোগ্রামের একটি উচ্চপর্যায়ের দল খড়গপুর আইআইটিতে পৌঁছায়। তাঁরা বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে খড়গপুর আইআইটির অধিকর্তা অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী প্রস্তাব দেন, বাংলাভাষায় এআই ও ডেটা সায়েন্সের উপর বিএস ডিগ্রি ছাড়াও ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স চালু করার বিষয়ে। অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী বলেন, 'এই বিষয় ইংরেজিতে পড়তে হবে। তবে বিষয়গুলি পড়ুয়াদের কাছে বোধগম্য করার জন্য বাংলা ভাষাকেও অন্যতম মাধ্যম করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে উপকৃত হবেন এই বাংলাভাষী পড়য়াদের একটি বিশাল অংশ।

Dakshin Gouripur Chakdhir Gram Panchayat
Notice Inviting e-Tender
Dakshin Gouripur Chakdhir Gram Panchayat inviting e-Tender for NIT NO-326/DGC/NIT/2025, 327/DGC/NIT/2025, 328/DGC/NIT/2025, 329/DGC/NIT/2025 dated 15/9/2025 of APAS Fund(High Mast light-12, Small Light No-4, Drain-1, Concrete Chair Chair & Platform-5, Road-1). Last date of bid submission on 22/09/2025 up to 12:00 PM. Other details will be available from **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Dakshin Gouripur Chakdhir Gram Panchayat

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com
Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: (1) 22/APAS(175)NAMGP/25,(2) 23/APAS(176) NAMGP/25, (3) 24/APAS(177)NAMGP/25, (4) 25/APAS(181)NAMGP/25 (5) 26/APAS(182)NAMGP/25 (6) 27/APAS(183)NAMGP/25 (7) 28/APAS(184)NAMGP/25 (2025-26) dt: 12/09/2025.** Last Date of Bid Submission: **20/09/2025, 11:00 Hrs.** Date of Opening: **22/09/2025, 11:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24PGS,.or Visit:**https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, অপূর্ব চক্রবর্তীর নামে নিবন্ধিত সিইএসসি লিমিটেড, নিবন্ধিত অফিস সিইএসসি হাউস, ১, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলকাতা - ৭০০০০১ এর ফোলিও নং C06280 এর অধীনে ইক্যুইটি শেয়ার নং 826 এবং স্বতন্ত্র নং 1333131-1338130 সম্বলিত ৫০০০ শেয়ারের সার্টিফিকেট (গুলি) হারিয়ে গেছে / হয়ে গেছে/ অথবা ভুলভাবে লেখা হয়েছে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত শেয়ারের জন্য ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট (গুলি) জারি করার জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করেছেন / করেছেন। উক্ত শেয়ারের বিষয়ে যাদের কোন দাবি আছে তাদের উক্ত ঠিকানায় লিখিতভাবে জানাতে হবে যে তারিখ থেকে **১৫ দিনের** মধ্যে অন্যথায় কোম্পানি ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট (গুলি) জারি করবে।
দাবীদারের নাম (গুলি)
দেবাশিষ চক্রবর্তী
স্থানঃ কলকাতা **তারিখঃ১৫.৯.২০২৫**

e – Tender Notice
e- Tender are invited for works as follows:
1. Name of work:- Supply and Installation of BLUE WHITE LED chain lights on the poles at Park Street Flyover.
Tender ID - 2025_HRBC_902953_1
e-NIT No. HRBC/JPM (E)/NIT/11/25-26
Last date of submission of bid (online) is **23.09.2025** up to 10.00 AM.
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.
Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল শ্রীমত্যা দুর্গা কারক, স্বামী- স্বর্গীয় ভীম কারক, সাং- আবাদা, পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। ১) শ্রীমত্যা গৌরীবালা দলুই, স্বামী- স্বর্গীয় নন্দলাল দলুই, ২) শ্রীমত্যা দেবী দলুই, স্বামী- স্বর্গীয় সোনাতন দলুই, ৩) শ্রী খোকা দলুই, পিতা- স্বর্গীয় সোনাতন দলুই, ৪) শ্রী প্রভাস দলুই, পিতা- স্বর্গীয় সোনাতন দলুই, ৫) শ্রীমতী মৃদুলা পাত্র, স্বামী- শ্রী রবীন্দ্র পাত্র, সকলের সাং- ঘোড়াঘাট, পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, ৬) শ্রীমতী জরিনা মান্না স্বামী- শ্রী বিশ্বজিত মান্না, ৭) শ্রীমতী যমুনা দলুই স্বামী- শ্রী চাঁদু দলুই, ৮) শ্রী বিষ্ণু দলুই, পিতা- স্বর্গীয় কেশব দলুই, সকলের সাং- আবাদা, পোষ্ট ও থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া ৯) শ্রীমতী শচিরানী বাগ স্বামী- শ্রী মানিক বাগ, সাং- শ্রীকৃষ্ণপুর, পোঃ- কুলগাছিয়া, থানা-উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, ১০) শ্রীমতী গঙ্গা সাঁতরা, স্বামী- শ্রী স্বপন সাঁতরা, সাং- কুশবেড়িয়া, পোঃ- কোটালঘাটা, থানা-উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, ১১) শ্রীমতী সুচিত্রা বিলুই, স্বামী- শ্রী জয়ন্ত বিলুই, সাং- কারবেলতলা, সিজবেড়িয়া, পোঃ-সিজবেড়িয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, ১২) শ্রীমতী সুমিত্রা হাজরা, স্বামী- শ্রী কিশোরী হাজরা, সাং ও পোঃ- ধুনকি, থানা- পাঁচলা, জেলা- হাওড়া, ১৩) শ্রীমত্যা শঙ্করী দলুই, স্বামী- স্বর্গীয় ভূপতি দলুই, ১৪) শ্রী রাজু দলুই, পিতা- স্বর্গীয় ভূপতি দলুই, ১৫) শ্রীমতী লক্ষী সাউ, স্বামী- শ্রী কুশ সাউ সকলের সাং- সাঁকরাইলজলা, পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫০৩০৩৩৪৭ / ২০২৩ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অরুন দলুই, পিতা- স্বর্গীয় কেশব দলুই, সাং- ঘোড়াঘাট, পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে থানা-সাঁকরাইল, মৌজা- ঘোড়াঘাট, জে.এল নং ৮ হাল ৩৬০, ৫৯৭, ৬৩১ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ৮১ নং দাগের হাল ৮৪ নং দাগে অবস্থিত কমিবেশী ৮.২৫ শতক বা মাপসুরত ০৫ কাঠা শালি জমি ৪৫৩৭ / ২০২৩ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।
Perver Nowaz Mollah
Advocate
Howrah Judge's Court
Enr. No.-F-2070/2138/2017

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল শ্রীমতী রিঙ্কু অধিকারী (ভট্টাচার্য্য) স্বামী- শ্রী অর্কদেব অধিকারী সাং- রামচন্দ্রপুর, পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। ১) শ্রী শঙ্কর রাউত পিতা- রামপৃত রাউত, ২) শ্রীমতী সরস্বতী রাউত স্বামী- শ্রী শঙ্কর রাউত উভয়ের সাং ও পোষ্ট- বানীপুর, থানা- সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৭০৯ / ২০১২ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার সমীর দাস পিতা- স্বর্গীয় শিরিষ দাস সাং- রামচন্দ্রপুর, পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিকট থেকে থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- রামচন্দ্রপুর, জে.এল. নং ৩১, সাবেক ৭৪৭ নং খতিয়ানের হাল ১২৫২ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ১৬৩৪ নং দাগের হাল ১৭৪৬ নং দাগে অবস্থিত ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ডাঙ্গা জমি ১৬৯১ /২০১৩ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।
Perver Nowaz Mollah
Advocate
Howrah Judge's Court
Enr. No.-F-2070/2138/2017

বাগান-আহাল ম্যাচ শেষে বাড়ি ফিরতে মিলবে বিশেষ বাস-মেট্রো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ ১৬ সেপ্টেম্বর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২ ২০২৫-২৬ মরসুমে যাত্রা শুরু করবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। নিজেদের ঘরের মাঠে টুর্নামেন্টের গ্রুপ সি'র প্রথম ম্যাচেই তারা মুখোমুখি হচ্ছে তুর্কমেনিস্তানের শক্তিশালী ক্লাব এফকে আহালের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ মাঠে দেখতে আসবেন হাজারো বাগান সমর্থক। ম্যাচ শেষে সমর্থকদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ সুবিধা করল মোহনবাগান। গত মরসুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে শিল্ড এবং কাপ, দুটিই নিজেদের ঘরে তুলেছিল সবুজ-মেরুন শিবির। সেই সুবাদেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু'তে সরাসরি জায়গা করে নেয় তারা। এবার লক্ষ্য আরও বড় মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করা। ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ হওয়ায় সুবিধা রয়েছে বাগান ব্রিগেডের দিকে। শুক্রবার মধ্যরাতে কলকাতায় পা রেখেছে এফকে আহাল। আগেও তুর্কমেনিস্তানের ক্লাবগুলি কলকাতার মাঠে খেলতে এসেছে। এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে এসেছিল এফকে আরকাদাগ। এবার সেই পথেই এলো আহাল। তাদের দলে নেই কোনও বিদেশি ফুটবলার। পুরোটাই স্থানীয় প্রতিভার ওপর নির্ভর করেই খেলছে দলটি। তবে ফিজিক্যাল ফুটবলে তারা বেশ পারদর্শী, তা আগেই দেখা গিয়েছে পূর্ব অভিজ্ঞতায়। অন্যদিকে, মোহনবাগান শিবিরেও প্রস্তুতির খামতি নেই। নতুন মরসুমে শক্তিশালী দল গঠন করেছে তারা। আক্রমণভাগে রয়েছেন দিমিত্রি পেত্রাতস, জেসন কামিংস, ম্যাকলারেন, মনবীর সিং এবং লিস্টন কোলাসো। মাঝমাঠের দায়িত্বে দেখা যাবে নতুন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার রবসন রবিনহো সঙ্গে অনিরুদ্ধ থাপা, অপুইয়া এবং দীপক টাংরিকে। ডিফেন্সে রয়েছেন শুভাশীষ বোস, মেহতাব সিংয়ের মতো তারকা ভারতীয় ফুটবলাররা। গোলকিপারে বিশ্বস্ত বিশাল কাইথ। মঙ্গলবার ম্যাচ শেষে বাগান সমর্থকদের বাড়ি ফেরার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় রয়েছে-(১) সল্টলেক স্টেডিয়াম মেট্রো স্টেশন থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত রাত সাড়ে ন'টার পর বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে। (২) সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকেই বিধাননগর, শিয়ালদহ স্টেশন, সায়েন্স সিটি এবং ধর্মতলার মধ্যে বিশেষ বাস পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে বিকেল পাঁচটা থেকে ১১.০০টা পর্যন্ত। (৩) বাবুঘাট এবং আহিরীটোলা লঞ্চ ঘাট থেকে বিশেষ ফেরি পরিষেবার ব্যবস্থা থাকবে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের জন্য।

হাত মেলাতে আসা আঘাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ ভারতের

দায়ের অভিযোগ, রেগে কাঁই শোয়েব

বিশেষ প্রতিনিধি, দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের বাইশ গজে রবিবার সন্ধ্যায় ক্রিকেট চলল, ফলাফলও এল প্রত্যাশিত-ভারত একতরফা জয় ছিনিয়ে দুরমুশ করল পাকিস্তানকে। তবু ম্যাচ শেষে আলোচনার কেন্দ্রে রইল না রান-উইকেটের পরিসংখ্যান কিংবা কুলদীপ-সূর্যর পারফরম্যান্স! বরং, আর সবকিছু ছাপিয়ে সামনে 'হ্যান্ডশেক-বিতর্ক'। জয় নিশ্চিত হওয়ার পর সোজা সাজঘরে ঢুকে গেলেন সূর্যকুমার যাদবরা। পাকিস্তান শিবির যতই এগিয়ে আসুক না কেন-ড্রেসিং রুমের খিল কিন্তু খুলল না! চিরাচরিত 'করমর্দন'-প্রথা উধাও। গতকাল হাত না মিলিয়েই কাল মাঠ ছাড়ল টিম ইন্ডিয়া। দৃশ্যটা দেখে শুধু পাক শিবির নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলও হতবাক। সেই মুহূর্তের ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই শুরু বেদম শোরগোল-খেলোয়াড়সুলভ আচরণ নিয়ে প্রশ্ন, রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে বিতর্ক আর পাকিস্তান শিবির থেকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ-১২ ঘণ্টা পেরনোর আগেই ক্রিকেট দুনিয়া সবকিছু দেখে ফেলল! যদিও এত তুলকালামে অবিচল সূর্যকুমার যাদব। ম্যাচ শেষে প্রেজেন্টেশন আর প্রেস কনফারেন্সে স্পষ্ট করলেন, এটা দলের একান্ত সিদ্ধান্ত। তাঁর কথায়, ''আমরা খেলার জন্যই এসেছি। মাঠে জবাব দিয়েছি। কিছু বিষয় খেলার বাইরের। পহেলগাম জঙ্গি হানায় নিহতদের পরিবার ও সেনার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছি। এই জয় তাঁদের উৎসর্গ করছি!'' একই সঙ্গে সূর্য স্বীকার করেন, স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের ঊর্ধ্বে কিছু মুহূর্ত থাকে। বিশেষত উপত্যকায় ২৬ জন নিরপরাধ ভারতীয় পর্যটককে হত্যা এবং তার পরবর্তী 'অপারেশন সিঁদুরে'র আবহে পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন সম্ভব নয় বলেই যে মনে করেছে তাঁর দল-এটা বুঝিয়ে দিতে কসুর করেননি টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক। যদিও রিপোর্ট বলছে, এই হ্যান্ডশেক-বয়কট সূর্যের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। পুরো পরিকল্পনার

নেপথ্যে গৌতম গম্ভীর। টেলিকম এশিয়া স্পোর্টের খবর, দলের হেডকোচ নাকি খেলোয়াড়দের সাফ নির্দেশ দেন-'সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকো। বাইরের আওয়াজ এড়িয়ে যাও। মনে রেখো, তোমরা ভারতের হয়ে খেলছ। পহেলগামের রক্ত ভুলে যেও না। কোনও আলাপ নয়, হাত মেলানো নয়-শুধু মাঠে নামো, জেতো, দেশকে গর্বিত করো!' অর্থাৎ, সূর্য স্রেফ মুখপাত্র। আসল কৌশল ছকেছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। মাথায় গৌতম গম্ভীর। একে লজ্জার হার। তার উপর এভাবে মুখের উপর দরজা বন্ধের অপমানে পাকিস্তানের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়েছে। ভারতীয় শিবিরের এহেন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ পাশি মুলুক। পিটিআই সূত্রে খবর, পিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের কাছে। এমনকি ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকেও কাঠগড়ায় তুলেছে তারা। পাকিস্তানের দাবি, টসের সময় রেফারি নাকি সলমন আঘাকে পরামর্শ সূর্যের সঙ্গে হাত না মেলানোর পরামর্শ দেন। ফলে শুধু প্রতিপক্ষ, ম্যাচ-অফিসিয়ালের বিরুদ্ধেও 'স্পিরিট অফ ক্রিকেট' লঙ্ঘনের আওয়াজ উঠেছে! পিসিবি-র জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা হাত মেলাতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু ভারত তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সলমন আলি আঘা পরে প্রতিবাদ হিসেবেই প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠানে যাননি!' এখানেই থেমে থাকেনি বিতর্ক। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, 'স্পিরিট অফ ক্রিকেটে'র মূল শর্তই হল প্রতিপক্ষকে সম্মান জানানো। ভারত সেই নীতি ভেঙেছে। আর গোটা ঝামেলাকে আরও উস্কে দিয়েছে এক ভাইরাল ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা ভারতীয় সাজঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে, করমর্দনের অপেক্ষায়। আর ভেতর থেকে দরজা টেনে বন্ধ করে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার কোনও সদস্য। এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল হইচই। কারও চোখে এটা 'ঐতিহাসিক অপমান', কেউ বলছে 'নীরব প্রতিবাদ'! প্রচলিত নিয়মে, ম্যাচ শেষে দুই অধিনায়ককে উপস্থাপনা মঞ্চে উপস্থিত থাকতে হয়। কিন্তু টেনশনের টানে দেখা গেল, আঘা গড়হাজির! তাঁর বদলে শুধু কুলদীপ যাদব ও সূর্যকুমার কথা বললেন সঞ্জয় মঞ্জরেকরের সঙ্গে। পরে সাংবাদিক বৈঠকে পাক কোচ মাইক হেসন বলেন, 'আমরা হাত মেলাতে চেয়েছিলাম। ওরা করল না। সলমনের না আসাটা তারই প্রতিক্রিয়া। বিষয়টা এভাবেই শেষ হয়ে যাক!' যদিও পাকিস্তানের কোচ পাশাপাশি স্বীকার করেন, দলের বাজে পারফরম্যান্সের হতাশা ঢাকতে আরও তিক্ততা বাড়িয়েছে এই ঘটনা। আর ভারতের এই কাণ্ডে সবচেয়ে ক্ষুব্ধ প্রাক্তন পাক পেসার শোয়েব আখতার। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে রীতিমতো গর্জে উঠলেন 'রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস'! বললেন, 'আমি স্তব্ধ। এটা দেখে কষ্ট পেলাম। ক্রিকেট ম্যাচকে রাজনৈতিক করে তুলো না। আমরা তো তোমাদের নিয়ে ভাল কথা বলেছি। আমি এই মুহূর্তে অনেক কিছু বলতে পারি। ঝগড়া হয়, ঘরেও হয়। ভুলে যাও, এগিয়ে যাও। খেলা তো খেলা, হাত মেলানো উচিত!' শোয়েবের মতে, ভারত যদি এতটাই রাজনৈতিক বার্তা দিতে চায়, তবে মাঠে নেমে পাকিস্তানকে হারানোই যথেষ্ট ছিল। হ্যান্ডশেক এড়িয়ে যাওয়াটা, তাঁর চোখে, বাড়তি নাটক। এতকিছুর ভিড়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল, ম্যাচের ক্রিকেটীয় উত্তেজনা লড়াই খতম হতেই উধাও। সূর্যর অপরাজিত ৪৭ রানে ৭ উইকেটে সহজ জয়। কুলদীপ নিলেন চার উইকেট। অথচ সব চাপা পড়ল 'নো হ্যান্ডশেক' বিতর্কে। এখন প্রশ্ন, সুপার ফোরে যদি ফের মুখোমুখি হয় দুই দেশ, তখনও কি একই দৃশ্য দেখা যাবে? নাকি বিসিসিআই, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল, কিংবা আইসিসি হস্তক্ষেপে একটা সমাধানসূত্র বেরোবে? উত্তরটা এখনও অজানা।

'প্রথম গোলে এসি মিলানকে জেতালেন ৪০ বছর বয়সী মদ্রিচ

সংবাদ সংস্থা, মিলান, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ সান সিরোয় রবিবার রাতে সেরি আর ম্যাচে বোলোনিয়াকে ১-০ গোলে হারায় মিলান। ম্যাচে পজেশনে পিছিয়ে থাকলেও আক্রমণে দাপট দেখায় আয়োজকরা। গোলের জন্য তাদের ১৪ শটের তিনটি ছিল লক্ষ্যে। বোলোনিয়ার পাঁচ শটের একটিও লক্ষ্যে ছিল না। ৬১তম মিনিটে গোলটি করেন মদ্রিচ। ডান দিক দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন আলেক্সিস সালেমাকেরস। সামনে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার থাকায় তিনি পাস দেন বক্সের মাঝামাঝি। ছুটে গিয়ে প্রথম স্পর্শে ডান পায়ের জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ৪০ বছর বয়সী ক্রোয়াট তারকা। রিয়াল মাদ্রিদে সফল অধ্যায়ের ইতি টেনে গত জুলাইয়ে ফ্রি ট্রান্সফারে এসি মিলানে যোগ দেন মদ্রিচ। দলটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে প্রথম তিন ম্যাচে একটি অ্যাসিস্ট করার পর এবার গোলের দেখা পেলেন তিনি। ম্যাচ-সেরার স্বীকৃতিও পান ২০১৮ সালের ব্যালন ডি'অর জয়ী ফুটবলার।

বারকোলার জোড়া গোলে জয়রথেই পিএসজি

সংবাদ সংস্থা, প্যারিস, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ ঘরের মাঠে রবিবার লিগ আঁর ম্যাচে লঁসকে ২-০ গোল হারিয়েছে পিএসজি। দুটি গোলেই অবদান রেখেছেন ভিতিনিয়া। এবারের লিগ আঁয় শতভাগ জয় পাওয়া একমাত্র দল পিএসজিই আছে শীর্ষে। ৪ ম্যাচে শিরোপাধারীদের পয়েন্ট ১২। ১০ পয়েন্ট নিয়ে পরের স্থানটিতে আছে লিল। ৬ পয়েন্ট নিয়ে সাতে লঁস। দুই দল সমানে-সমান লড়াই করছিল। কিন্তু পঞ্চদশ মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে দারুণ বাঁকানো শটে পিএসজিকে এগিয়ে নেন বারকোলা। লুইস এনরিকের দলের দুর্ভাবনা বাড়িয়ে প্রথমার্ধে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়েন খাভিচা কাভারাস্খেলিয়া। প্রথমার্ধের শেষ দিকে দারুণ কিছু সুযোগ তৈরি করে লঁস। তবে সেগুলো ঠেকিয়ে দিয়ে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় পিএসজি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৫১তম মিনিটে ফের জালের দেখা পান বরকোলা। মাঝমাঠে বল পেয়ে নিচু গতিময় শটে ফের ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। ম্যাচের শেষ দিকে গোলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে দুই দলই। সুযোগও তৈরি করে কিন্তু কোনোটিই কাজে লাগাতে পারেনি।

দলীপ জিতল মধ্যাঞ্চল, কাজে এল না অঙ্কিতের লড়াই, আইপিএলের পর ফের ট্রফি হাতে পাটীদার

বেঙ্গালুরু, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ আইপিএল ট্রফি জয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই মুকুটে আরও একটি পালক জুড়লেন রজত পাটীদার। বেঙ্গালুরুর মাটিতে দুলীপ ট্রফি জিতল রজতের নেতৃত্বাধীন মধ্যাঞ্চল। সোমবার, শেষ দিনে মাত্র ৬৫ রান দরকার ছিল। চার উইকেট হারালেও লক্ষ্যে পৌঁছতে পাটীদার বাহিনীকে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি! আসলে ফাইনালের মোড় ঘুরে যায় প্রথম ইনিংসে। দক্ষিণাঞ্চল গুটিয়ে যায় মাত্র ১৪৯ রানে। জবাবে মধ্যাঞ্চল খাড়া করে ৫১১ রানের পাহাড়-যা কার্যত লড়াই থেকে ছিটকে দেয় দক্ষিণী শিবিরকে। চতুর্থ দিনে অবশ্য খানিকটা লড়াই দেখা যায়। অঙ্কিত শর্মা ও আন্দ্রে সিদ্ধার্থ সপ্তম উইকেটে গড়ে তোলেন ১৯২ রানের দুর্দান্ত জুটি। সিদ্ধার্থ অপরাজিত থাকেন ৮৪ রানে। আর অঙ্কিত মাত্র এক রানে সেঞ্চুরি মিস করেন। কিন্তু সেখান থেকেই খেলা ঘুরিয়ে দেন বাঁ-হাতি স্পিনার কুমার কার্তিকেয়া। দুই ইনিংস মিলিয়ে আটটি উইকেট তুলে নেন তিনি (৪৪)। শুধু তাই নয়, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একের পর এক জুটিও দেন ভেঙে। অঙ্কিত-সিদ্ধার্থের ব্যাটে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, তা থামিয়ে লড়াইয়ের পাল্লা ফিরিয়ে আনেন মধ্যাঞ্চলের দিকে। দক্ষিণাঞ্চল শেষমেশ ৪২৬ রানে গুটিয়ে যায়। টার্গেট মাত্র ৬৬। শুরুতে অবশ্য খানিক স্নায়ুচাপ তৈরি হয়। গুরজপনীত সিং আর অঙ্কিত শর্মা প্রথম ঘণ্টায় ফেলে দেন তিন উইকেট। ফেরান পাটীদারকেও। তবু

ম্যাচ তখনই শেষ। এত ছোট লক্ষ্য তাড়া করে জিতে নেওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা। শেষমেশ যশ রাঠোর-যিনি প্রথম ইনিংসেই বড় রান করেছিলেন-একটি বাউন্ডারিতেই ট্রফি জয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন।

লোপেস-রাফিনিয়া-লেভানডভস্কির জোড়া গোলে বার্সেলোনার বড় জয়

আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির পর প্রথমবার মাঠে নেমে পুরোটা সময় দাপুটে পারফরম্যান্স উপহার দিল বার্সেলোনা। চমৎকার ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর চোখধাঁধানো একটি গোল করলেন ফের্মিন লোপেস। বদলি নেমে জোড়া গোল করলেন রাফিনিয়া আর রবের্ত লেভানডভস্কিও। ভালেন্সিয়ার জালে আধ ডজন গোল দিয়ে জয়ে ফিরল হান্সি ফ্লিকের দল।

সংবা সংস্থা, আমস্টারডাম, ১৫ সেপ্টেম্বরঃ ৬ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামে রবিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ৬-০ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। পাঁচটি গোল তারা করেছে দ্বিতীয়ার্ধে। ম্যাচে বার্সেলোনার দাপটের চিত্র স্পষ্ট অন্যান্য পরিসংখ্যানেও। ৭২ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৪টি শট নিয়ে ১০টি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। ভালেন্সিয়া গোলে শট নিতে পারে মাত্র দুটি, যার একটি ছিল লক্ষ্যে। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে প্রথম দুই ম্যাচে জয়ের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির আগে রায়ো ভাইয়েকানোর সঙ্গে ড্র করেছিল বার্সেলোনা। চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে তারা। ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। আসরে প্রথম তিন ম্যাচ প্রতিপক্ষের মাঠে খেলার পর এই প্রথম ঘরের মাঠে খেলল বার্সেলোনা। প্রাথমিকভাবে ম্যাচটি খেলার কথা ছিল কাম্প ন্যুয়ে। কিন্তু দুই বছর ধরে সংস্কার চলমান এই স্টেডিয়াম যথাসময়ে প্রস্তুত না হওয়ায় পরিকল্পনা বদলাতে হয় কাতালান দলটিকে। চোটের কারণে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য লামিনে ইয়ামালকে এই ম্যাচে পায়নি বার্সেলোনা। পজেশনে শুরু থেকে আধিপত্য করা দলটি প্রথম বড় সুযোগ পায় দশম মিনিটে। গোলরক্ষককে একা পেয়ে যান ফেররান টরেস, কিন্তু তার চিপ শট ক্রসবার ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। পঞ্চদশ মিনিটে লোপেসের শট ঠেকিয়ে দেন ভালেন্সিয়া গোলরক্ষক। ২৯তম মিনিটে দারুণ ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে নেন এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। সতীর্থের ক্রসে প্রথম স্পর্শে পা ছুঁয়ে দারুণ পাস দেন টরেস, বক্সে ঢুকে ডান পায়ের শটে

গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন লোপেস। আক্রমণ চালিয়ে গেলেও প্রথমার্ধে জালের দেখা আর পায়নি বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে গোলের জন্য মোট ১১টি শট নিয়ে তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে তারা। এই সময়ে ভালেন্সিয়া গোলে কোনো শটই নিতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সুযোগ হারান টরেস। মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের পাসে কাছ থেকে তার শট লাগে পোস্টে। ৫৩তম মিনিটে তার শট দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। ৫৩ থেকে ৫৬, এই চার মিনিটের মধ্যে আরও দুই গোল করে জয়ের পথে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বদলি নামা রাফিনিয়া। র‍্যাশফোর্ডের ক্রস বক্সে ক্লিয়ার করার সুযোগ পেয়েও বলে পা ছোঁয়াননি ভালেন্সিয়ার ডিফেন্ডার, তিনি বুঝতেই পারেননি যে তার পেছনে পৌঁছে গেছেন রাফিনিয়া, কাছ থেকে স্লাইডে বল জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। লোপেসের দ্বিতীয় গোলটি ছিল দর্শনীয়। মার্ক কাসাদোর পাস ধরে একটু এগিয়ে ২৫ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ের বুলেট গতির শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ২২ বছর বয়সী ফুটবলার। ৬৬তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলে স্কোরলাইন ৪-০ করেন রাফিনিয়া। সতীর্থের ক্রস বক্সে ভালেন্সিয়ার এক ডিফেন্ডারের হাতে লাগার পর জোরাল হাফ ভলিতে জালে পাঠান তিনি। এরপরই র‍্যাশফোর্ড ও তরেসকে তুলে দানি ওলমো ও লেভানডভস্কিকে নামান বার্সেলোনা কোচ। এই দুই বদলির নৈপুণ্যেই ১০ মিনিট পর পঞ্চম গোলের দেখা পায় বার্সেলোনা। ক্লাবটির হয়ে দেড়শতম ম্যাচ খেলতে নেমে দ্রুতই স্কোরশিটে নাম তোলেন লেভানডভস্কি। ওলমোর পাস বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে শট নেন পোলিশ তারকা, বল ক্রসবারের নিচের দিকে লেগে জালে জড়ায়। হ্যাটট্রিকের সুযোগ একাধিকবার পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি রাফিনিয়া। নির্ধারিত সময়ের চার মিনিট বাকি থাকতে নিজের দ্বিতীয় গোলের দেখা পান লেভানডভস্কি। মার্ক বের্নালের পাস বক্সে পেয়ে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ৩৭ বছর বয়সী স্ট্রাইকার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরুর আগে বার্সেলোনার প্রস্তুতিটা দারুণ হলো। ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় আগামী বৃহস্পতিবার নিউক্যাসল ইউনাইটেডের মাঠে খেলবে ফ্লিকের দল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com